পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 246 Wednesday, 6 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৪৬ সংখ্যা ❋ ২০ শ্রাবণ ১৪৩২, বুধবার, ৬ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

ফেড আপ হয়ে গেছি, এবার আমরাও গেমপ্ল্যান করব মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কামারপুকুর ও ঘাটাল, ৫ আগস্টঃ দীর্ঘ দেড় মাস ধরে জলবন্দি ঘাটাল। সেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আরামবাগ হয়ে ঘাটালে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বন্যা পরিস্থিতির জন্য ফের একবার কেন্দ্র ও ডিভিসিকে কাঠগড়ায় তুললেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ''বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্র কোনও রকম সদিচ্ছা দেখাচ্ছে না। ডিভিসি আবার ঝাড়খণ্ডকে রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের না জানিয়েই হঠাৎ জল ছেড়ে দেয়। এ বার ৫১ হাজার লক্ষ কিউসেক জল ছেড়েছে ওরা। পরিকল্পনা করেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি করা হচ্ছে। অথচ ক্ষতিপূরণে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে কেন্দ্র।'' মমতা মনে করান, কেলেঘাই, কপালেশ্বরীর সংস্কারও কেন্দ্র করেনি। রাজ্যকেই করতে হয়েছিল। ওদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য রূপায়ণ করবে। বর্ষার পর থেকেই মাস্টারপ্ল্যানের কাজ শুরু হবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। ঘাটালের সভা থেকেই ভাষা-রাজনীতি এবং নাগরিকত্ব ইস্যুতেও সুর চড়ান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ''আমি প্রতিবাদ করেছি বলেই ওরা বলছে, আমাকে ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাক্টে অ্যারেস্ট করবে! ভয় পাই না আমি ওদের হুমকিকে।'' এর পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেন মমতা। বলেন, ''এসআইআরের নামে ফের এনআরসি করার চেষ্টা চলছে। পুরনো ভোটার তালিকা বাতিল করে সবাইকে নতুন করে নাম তুলতে বলা হচ্ছে। যদি কোথাও কারও নাম বাদ পড়ে, কী করতে হবে আমরা জানি। কিন্তু ষড়যন্ত্র করে মানুষের নাম বাদ দিয়ে বাংলাদেশে পাঠানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই বলছি, সকলে সতর্ক থাকুন।'' নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাও তিরস্কারের সুরে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ''এপিক কার্ড, আধার কার্ড করেছিল কে? কমিশন নিজে। আজ তারাই আবার বলছে, ওগুলো বাতিল!'' মুখ্যমন্ত্রী জানান, এদিন তিনি ঘাটাল থেকে মেদিনীপুরে যাবেন। আগামিকাল মেদিনীপুর থেকে ঝাড়গ্রাম। পরের দিন অরণ্য শহরে জনজাতির একাধিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের। এদিন ঘাটালের যাওয়ার আগে হুগলির কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের নতুন অতিথি নিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানেও বাংলাভাষা নিয়ে নাম না করে বিজেপিকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, ''আমাদের ভাষা নিয়ে কেউ খেলবার চেষ্টা করবেন না।'' একইসঙ্গে এদিন কামারপুকুর-জয়রামবাটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের ঘোষণাও করেন মুখ্যমন্ত্রী।

'আমাদের ভাষা নিয়ে কেউ খেলবার চেষ্টা করবেন না', হুঁশিয়ারি মমতার

বঙ্গভবনে পাঠানো দিল্লি পুলিশের চিঠিতে 'বাংলাদেশি ভাষা' শব্দবন্ধ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর বাড়ছে। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল। আবার বিজেপি যুক্তি দিচ্ছে, দিল্লি পুলিশ কোনও ভুল করেনি। এই আবহে এদিন কামারপুকুরে এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ''আমাদের ভাষা নিয়ে কেউ খেলবার চেষ্টা করবেন না। কেউ অসম্মান করার চেষ্টা করবেন না। একবার যা ব্রেনে নিয়েছি, ওটা ড্রেনে যাবে না। আমরা ছোটবেলা থেকে যা শিখেছি, কেউ মেরে ফেললেও তা ভুলব না।'' এদিন মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''আমাদের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্য অন্য কোথাও যাওয়ার দরকার নেই। রামকৃষ্ণদেব, সারদা মা এবং স্বামীজির পাশে ঘুরলেই এটা হয়ে যাবে। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকার বাণী আমরা কার কাছ থেকে শিখেছিলাম। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। কথামৃত আমার মুখস্থ। কথামৃত ভাল করে পড়ুন।'' এরপরই মমতা বলেন, ''রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জলকে কেউ জল বলে, কেউ পানি বলে, কেউ ওয়াটার বলে। তফাত তো এটুকুই। তিনি আর একটা কথা বলতেন। কেউ মাকে মা বলে, কেউ মাদার বলে, কেউ আম্মা বলে। তফাত এটুকুই। এর থেকে বেশি কিছু নয়। এটাই তো আমাদের শিক্ষা।'' স্বামীজির কথা টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''তিনি কোন ভাষায় কথা বলতেন। বাংলাভাষায়। এটা মনে রাখবেন। আর বলে দিচ্ছে, বাংলা বলে কোনও ভাষাই নেই।'' নাম না নিয়ে বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ''বাংলা ছাড়া ভারত হয়? নাকি বিশ্ব হয়?'' এরপর তিনি বলেন, ''জানে ধর্মের মানে কি? মানুষ ধর্মের মধ্যে কী পায়? ধর্মের মধ্যে স্বস্তি পায়। শান্তি পায়। সেই জায়গাটা হারিয়ে গেলে আমরাও তো হারিয়ে যাব। এখন ধর্মকে রক্ষা করার পালা। মানবিকতাকে রক্ষা করার পালা। সৌজন্যতাকে রক্ষা করার পালা।'' এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে কামারপুকুর জয়রামবাটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠনের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। আর ওই বোর্ডের দায়িত্ব দেন কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী লোকোত্তরানন্দজি মহারাজকে। তিনি এই বোর্ডকে ১০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এদিন কামারপুকুর যাওয়ার পথে গোঘাটের এক ত্রাণশিবিরে যান মুখ্যমন্ত্রীর। বন্যা বিধ্বস্ত একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা ওই ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া দুর্গতদের এদিন নিজের হাতে খাবার পরিবেশন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে কাছে পেয়ে আপ্লুত দুর্গতরা। কেউ কেউ নিজেদের পরিস্থিতির কথা মমতাকে জানান।

'২০২৩ সালে মহুয়ার পাশে আমি ছিলাম', অতীত মনে করিয়ে আবেগঘন পোস্ট কল্যাণের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ দু'জনেই তৃণমূলের সাংসদ। কিন্তু, তাঁদের দ্বন্দ্ব এখন সর্বজনবিদিত। একজন অপরজনকে 'শূকর' বলে আক্রমণ করছেন। আবার অন্যজন বলছেন, ''ভাল ভাল শাড়ি পরলেই তো আর বড় কেউ হওয়া যায় না।'' এবার ফের কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিশানা করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহুয়াকে 'অকৃতজ্ঞ' বলে আক্রমণ করলেন কল্যাণ। এক্স হ্যান্ডলে ২০২৩ সালে লোকসভায় মহুয়া মৈত্রের হয়ে তাঁর বক্তব্যের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করলেন। ২০২৩ সালে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে অভিযোগ করেছিলেন, সংসদে আদানিদের বিরুদ্ধে প্রশ্ন করার জন্য দুবাইয়ের ব্যবসায়ী দর্শন হীরানন্দানির কাছ থেকে উপহার ও নগদ টাকা নিয়েছেন মহুয়া। এথিক্স কমিটির সুপারিশে মহুয়ার সাংসদ পদ খারিজ করেছিলেন স্পিকার ওম বিড়লা। সেইসময় সংসদে মহুয়ার হয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে এক্স হ্যান্ডলে আবেগঘন একটি পোস্ট করেন কল্যাণ। সেখানে লিখেছেন, '২০২৩ সালে সংসদে যখন শ্রীমতি মৈত্র সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন, তখন আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। বাধ্যবাধকতায় নয়,

দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আর আজ, তিনি আমাকে একজন নারী-বিদ্বেষী বলে সেই সমর্থনের প্রতিদান দিচ্ছেন। যাঁর মৌলিক কৃতজ্ঞতার অভাব রয়েছে, তাঁকে রক্ষা করার জন্য আমি জাতির কাছে ক্ষমা চাইছি। জনগণ তাঁর মন্তব্যগুলো দেখুন এবং সেই অনুযায়ী বিচার করুন।' এই পোস্টের পাশাপাশি ৮ মিনিট ৫৮ সেকেন্ডের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন কল্যাণ। যেখানে সংসদে কল্যাণকে মহুয়া মৈত্রের হয়ে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে। ওইদিন কল্যাণ লোকসভায় ৫ মিনিট বলার পর বেল পড়ে। তখন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে তিনি অনুরোধ করেন, ''আপনাকে সময় দিতে হবে স্যার। আপনি মহুয়া মৈত্রকে বলার সুযোগ দেননি। আমাকে বলার সুযোগ দিন।'' বারবার সময় দেওয়ার অনুরোধ জানান। লোকসভার অধ্যক্ষ যখন বক্তব্য সমাপ্ত করার জন্য বলেন। তখন আর একটু সময় চান কল্যাণ। শেষ পর্যন্ত মহুয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করে বক্তব্য শেষ করেন কল্যাণ। প্রসঙ্গত, দলের দুই সাংসদের সংঘাত যে বরদাস্ত করা হবে না, গতকাল সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে নাম না করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকের পর লোকসভায় দলের চিফ হুইপের পদে ইস্তফা দেন কল্যাণ। একইসঙ্গে গতকাল মহুয়াকে তোপ দেগে বলেছিলেন, ''ইংরেজি বলা সুন্দরী মহিলার যদি দলে দাম থাকে, তাহলে থাকবে। একজন এমপি-কে গালাগাল দিচ্ছে, বোঝাই যাচ্ছে কী কালচার। ভাল ভাল শাড়ি পরলেই তো আর বড় কেউ হওয়া যায় না।'' তারপর এদিন ফের মহুয়াকে 'অকৃতজ্ঞ' বলে তোপ দেগে সরব হলেন। এখন দেখার, মহুয়া এর কী জবাব দেন। কল্যাণ হয়তো ভাবছেন সেদিন কেন মহুয়াকে সমর্থ করেছিলেন। যদিও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই কোন্দলের মধ্যে ঢুকে তার মধ্যস্ততা করবার ধৃষ্টতা দেখাননি। তবে সমোলোচককুলের মতে যদি শীর্ষ নেতৃত্ব দায়িত্ব নিয়ে এই কোন্দল সমাধান না করেন তাহলে এই গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়তে পারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ফলে।

রাজ্য সরকারকে বলুন, কিছু একটা হিসাব কষে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিয়ে দিক। সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্টঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ২৭ জুনের মধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতার ২৫ শতাংশ মেটায়নি রাজ্য সরকার। উল্টে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশের আড়াই মাস পর রাজ্য সরকারের বক্তব্য, বকেয়া ডিএ বাবদ কত টাকা দিতে হবে তা তো হিসাব করা হয়নি। এ জন্য অন্তত দু'মাস সময় লাগবে। মঙ্গলবার রাজ্যের এই সওয়াল শুনে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাঁদের পর্যবেক্ষণে বলেন, ''হিসাব করে কিছু অন্তত মিটিয়ে দিক সরকার।'' এদিন সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিব্বল ও শ্যাম দিওয়ান। কপিল তাঁর সওয়ালে বলেন, ''আমাদের তো টাকার অভাব। তা ছাড়া রাজ্য সরকার তো ইচ্ছামতো আর্থিক ঘাটতি বাড়াতে পারে না। এত টাকার জন্য তো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থেকে ঋণ নিতে হবে। যা সহজ ব্যাপার নয়। ধার করলে আবার বিধানসভা থেকে পাশ করাতে হবে।'' কপিল বলেন, ''কেন্দ্রের সরকারও তো আমাদের টাকা আটকে রেখেছে। একশ দিনের কাজ প্রকল্পের টাকা দিচ্ছে না। রাজ্য সরকারকে খরচ করতে হচ্ছে। ফলে রাজ্য সরকার বাড়তি টাকা কোথা থেকে পাবে।'' কপিল এদিন বলেন, ''সুপ্রিম কোর্ট তথা আদালত এটা বলতে পারে না যে উপভোক্তা মূল্যসূচক অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে ডিএ দিতেই হবে। এটা চাপিয়ে দেওয়া যায় না।'' কপিলের এ কথা শুনে বিচারপতি সঞ্জয় কারোল ও বিচারপতি প্রশান্ত কুমার মিশ্র তাঁদের পর্যবেক্ষণে বলেন, ''রাজ্য সরকারকে যে বকেয়া ডিএ-র ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে বলা হয়েছিল, তার কী হল?'' জবাব কপিল বলেন, ''২৫ শতাংশ মানে কত টাকা সেটা তো হিসাব কষে বের করতে হবে।'' যা শুনে আদালত বলে, ''কিছু একটা সঙ্গত অঙ্ক স্থির করে ২৫ শতাংশ দিয়ে দিতে বলুন রাজ্য সরকারকে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা তো আপনাদেরই লোক, আপনাদের হয়েই কাজ করে।'' এদিনের শুনানিতে মূলত রাজ্য সরকারের বক্তব্য শোনে সর্বোচ্চ আদালত। সরকারের তরফে আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান তাঁর সওয়ালে বলেন, ''মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার নয় যে তাঁদের দিতেই হবে। এ ব্যাপারে কোনও আইনি বাধ্যবাধকতাও নেই। সবটাই রাজ্য সরকারের ইচ্ছা তথা এক্তিয়ারের মধ্যে রয়েছে।'' তিনি বলেন, ''এমন নয় যে রাজ্য সরকার ডিএ দিতে চায় না। তবে রাজ্যের আর্থিক তাকত কতটা সেটাও এখানে বিবেচ্য বিষয়। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তুলনা করার কোনও জায়গা নেই। আদালতও বলতে পারে না যে কেন্দ্রের সমহারে রাজ্য সরকার ডিএ দিক, বা উপভোক্তা মূল্য সূচক অনুযায়ী ডিএ দিক।'' সুপ্রিম কোর্টে ডিএ মামলার শুনানি কাল বুধবারও চলবে। বুধবার রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে আইনজীবীরা সওয়াল করবেন। এদিন মামলাকারীরা বলেন, ''আমরাও বলছি না ডিএ পাওয়া সাংবিধানিক অধিকার। তবে উপভোক্তা মূল্য সূচকের বিষয়টি অনুসরণ করার কথা রাজ্য সরকারের রোপাতেই রয়েছে।'' পর্যবেক্ষকদের মতে, রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের কথাতেই পরিষ্কার যে বকেয়া ডিএ মেটানোর ব্যাপারে রাজ্যের না আছে অর্থ না আছে ইচ্ছা। এখন সবটাই নির্ভর করছে সুপ্রিম কোর্টের উপর।

ভোটার তালিকায় গলদ! এবার ইআরও-দের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর সুপারিশ নির্বাচন কমিশনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ ভোটার তালিকায় নাম তোলার ক্ষেত্রে বড়সড় গলদ ধরা পড়েছিল। যে চার অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে করে নির্বাচন কমিশন। এরপরই তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হল। রাজ্যের চারটি জায়গার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করার সুপারিশ করেছে কমিশন। আজ, মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যসচিবকে সেই বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে কমিশনের তরফে। মঙ্গলবার ময়নার ইআরও বিপ্লব সরকার, বারুইপুর পূর্বের ইআরও দেবোত্তম দত্ত চৌধুরী, বারুইপুর পূর্বের এইআরও তথাগত মণ্ডল ও ময়নার এইআরও সুদীপ্ত দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। সুরজি হালদার নামে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধেও এফআইআরের সুপারিশ হয়েছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অভিযোগ তোলার পর নড়েচড়ে বসে কমিশন। পরে ইআরও-দের তলব করার পর জানা যায়, নিজেদের যে আইডি রয়েছে, সেটা শেয়ার করে দিতেন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরদের। আর সেই আইডি দিয়েই নাম নথিভুক্ত হয়ে যেত। নিয়ম অনুযায়ী, এসডিও বা ডব্লুবিসিএস স্তরের যে কোনও আধিকারিক এই ইআরও হিসেবে কাজ করতে পারেন। বিএলও-রা আবেদন বা নথি গ্রহণ করার পর, তা খতিয়ে দেখেন এই আধিকারিকরা। এরপর অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও কথা বলেন এরা।

'সরকারের ৮ হাজার কোটি টাকা ব্যবহার করুন', অঙ্ক কষে দিলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচি! এবার এই কর্মসূচির আওতায় চলা ক্যাম্পগুলিতে পরিদর্শনের নির্দেশ তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যেতে বললেন বিধায়কদেরও। কোন দিন কোথায় ক্যাম্প হবে তার তালিকা প্রকাশ করা হবে। সাংসদ-বিধায়করা কোথায় কবে যাবেন তার তালিকাও দেওয়া হবে। এদিন সাংসদ বিধায়ক তো বটেই, পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে কাউন্সিলর, জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে পঞ্চায়েত প্রধান, সব স্তরের নেতা-কর্মীদের নিয়ে চলল ভার্চুয়াল বৈঠক।

নেতা-কর্মী মিলিয়ে প্রায় ১০ হাজারের কাছাকাছি লোক উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যাচ্ছে। এখানেই ভার্চুয়াল সভা থেকেই 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচি নিয়ে একাধিক পর্যবেক্ষণ রাখেন অভিষেক। তাঁর সাফ কথা, ''এই প্রকল্পে সরকার যা করছে করবে, পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীরাও বাড়ি বাড়ি যাবে। প্রচার করবে। মানুষের মতামত নিয়েই কাজ হবে। প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রের কোনও টাকা নেই। ৮ হাজার কোটি টাকা রাজ্য সরকার খরচ করবে।'' গোটা সভাতে বারবার তুলোধনা করেন কেন্দ্র সরকারের। বঞ্চনা নিয়ে সুর চড়িয়ে বলেন, ''কেন্দ্রের দিল্লির সরকার মানুষকে ভাতে মারতে চায়, গায়ের জোরে টাকা আটকে রেখেছে। রাজ্য সরকার সেসব তোয়াক্কা না করে মানুষের জন্য খরচ করছে।'' এরপরই নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে অভিষেকের স্পষ্ট নির্দেশ, ''মানুষের বুথে কী কাজ হবে, তা মানুষই ঠিক করবে। এটা প্রচার করুন। মাইক দিয়ে প্রচার করুন। নির্বাচনের আগে এই সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। মানুষের কথা শুনুন। সব সমাধান করতে পারবেন না। লিখে রাখুন। শুনুন মানুষ কী বলছে! সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে কাজ করে এই প্রকল্পকে সার্থক করতে হবে। সবাইকে কোমর বেঁধে নামতে হবে। মানুষকে জানাতে হবে। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বলুন। আগামী ৬০ দিন এই ক্যাম্প চলবে।'' বাংলাভাষীদের ভিনরাজ্যে হেনস্থা ইস্যুতে লাগাতার বিজেপিকে নিশানা করে চলেছে তৃণমূল। দিল্লি পুলিশের চিঠিতে 'বাংলাদেশি ভাষা' উল্লেখ নিয়েও রাজ্যের শাসকদল সরব। বাংলার 'অপমান'-এর বিরুদ্ধে এই লড়াই থামালে চলবে না বলে এবার দলের নেতা-কর্মীদের বার্তা দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। মঙ্গলবার কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ''মানুষের স্মৃতিশক্তি কম। আপনাদের সভা-সমিতি করে আরও বেশি করে বাংলার অপমান নিয়ে কথা বলতে হবে।''

'আমি কারোও কোনওদিন ইয়েস ম্যান নই, ইয়েস ম্যান হয়ে গদি টেকাতেও চাই না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ 'আমি কারওই ইয়েস ম্যান নই...' সোজা-সাপ্টা আবারও মন্তব্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্তের। বেশ কয়েকদিন ধরেই পরীক্ষার তারিখ ফেলা নিয়ে তৃণমূল সরকারের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধও তিনি ফিরিয়েছেন। আর তারপরই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। এ দিন, শান্তা দত্ত বলেন, ''আমি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নই। আমি সব দলকে দেখেছি। সরকার পক্ষপাত হয়। কিন্তু এরা এক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছে দেখছি।'' উপাচার্যের মুখে উঠে আসে বাম জমানার প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, ''আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কারা যেন ঘেউঘেউ করছে। আমি কিন্তু ৬টি মেডেল নিয়েছি। সোনার মেডেল আমার ঘরে আছে। এটা সবাই পায় না। এই এত মেডেলের পরও বাম জমানাতে আমায় কোর্টে যেতে হয়। বাম জমানায় এই ঘর থেকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটা ভুলিনি। আমি লড়াই করে বাতিল করে দিয়েছিলাম।'' এ দিন তিনি বলেন, ''ইতিহাস ফিরে আসে। কারণ সব দল ইয়েস ম্যান চায়। আমি কারোও কোনওদিন ইয়েস ম্যান নই। ইয়েস ম্যান হতেও চাই না আর ইয়েস ম্যান হয়ে গদি টেকাতেও চাই না। শিক্ষাবিদ হিসাবে সবার ভালবাসা পাই।'' তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলের সবাই খারাপ নয়। বলেন, ''এখানকার তৃণমূলের ছাত্ররা সবাই ভালবাসে আমায়। শুধু বলেছি পতাকা বাইরে ফেলে আসবি। ওরা তাই করে। খারাপও আছে। কিন্তু দশ-পনেরোটা আছে। তারা সামনে আছে।''

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলা, গো ব্যাক স্লোগান, কালো পতাকা

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ৫ আগস্টঃ তিন বিধায়কের উপর আক্রমণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোচবিহার জেলা পুলিশের সাথে ৬৫ জন বিধায়ক নিয়ে আসার কথা জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। যদিও সেই অনুমতি দেয়নি পুলিশ পরবর্তীতে আদালতের দ্বারস্থ হলে আদালত রায় দেয় ৫ আগস্ট অর্থাৎ মঙ্গলবার কোচবিহার পুলিশ সুপারকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে এবং বিরোধী দলনেতা সহ মোট ৫ বিধায়ক কোচবিহারের পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করতে পারবেন। আদালতের পক্ষ থেকে সময় দেওয়া হয়েছিল দুপুর ১.৩০ থেকে ২ মধ্যে। মঙ্গলবার কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে বাগডোগরা এয়ারপোর্টে নেমে তার কনভয় রওনা দেয় কোচবিহারের উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যে মঙ্গলবার জেলার ১৯টি জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। বিরোধী দলনেতার কনভয় কোচবিহারে ঢোকার মুখে খোকসারডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছালে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থকরা তাকে কালো পতাকা দেখায়। পাশাপাশি কোচবিহারে প্রবেশের মুখে খাগড়া বাড়ি এলাকায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকেরা কালো পতাকা নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। এরপর কোচবিহার শহরে ঢোকার মুখে খাগড়াবাড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় এসে পৌছালে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা তার কণ্ঠে আক্রমণ চালায়। ভেঙ্গে দেওয়া হয় কনভয়ের সামনে থাকা পুলিশের প্রথম গাড়িটির কাঁচ বলে অভিযোগ বিরোধীদের। শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন বুলেটপ্রুফ গাড়িতে। যদিও সেই বুলেটপ্রুফ গাড়ির পিছনের কাজটিও ভেঙে ফেলা হয় এবং শুভেন্দু অধিকারীর সে কথা সেই গাড়ি দেখিয়ে বারবার বলেন। নিমিষের মধ্যে রণক্ষেত্রের চেহারা নয় এলাকা। প্রচুর পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন থাকার পরেও এই ঘটনার সাক্ষী রইল কোচবিহার। বিরোধী দলনেতার কনভয় থাকা অন্যান্য গাড়িগুলোর উপরও আক্রমণ চালানো হয় বলে অভিযোগ। পরবর্তীতে তিনি এসে উপস্থিত হন কোচবিহার বিজেপির সদর কার্যালয়। এরপর সেই বুলেটপ্রুফ ভাঙ্গা গাড়িটি নিয়েই রওনা দেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে। মাঝপথে কর্মী সমর্থকদের থামিয়ে কেবলমাত্র ৫ জন বিধায়ক নিয়ে পৌঁছে যান কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরে। দপ্তরের বেশ খানিকটা আগেই ব্যারিকেট করে আটকে দেওয়া হয়েছিল এমনকি সাংবাদিকদেরও প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পাঁচ মিনিটের মত জেলা পুলিশ সুপারের সাথে দেখা করে

ফিরে এসে তিনি বলেন - আদালতের নির্দেশ আমি এসেছি আগে থেকেই আমার আসার সব খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন পুলিশ সুপার জানিয়েছে যে গাড়ি ভেঙেছে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তিনি অভিযোগ করে বলেন আমি এই ঘটনার আঁচ করতে পেরে ডিজি থেকে শুরু করে সকলকে জানিয়ে এসেছিলাম তারপরেও এই ঘটনা ঘটলো। পুলিশ বিরোধী দলনে তাকে খুন করতে চেয়েছিল। খুনের মামলার প্রত্যক্ষ আসামি যদি উদয়ন গুহ হয় তাহলে পরোক্ষ আসামি অবশ্যই কোচবিহারের পুলিশ সুপার ধ্রুতিমান ভট্টাচার্য্য। উনার সাথে কোর্টে দেখা হবে। এই ঘটনার পর চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে জেলা জুড়ে। যদিও পরবর্তীতে কোচবিহারের পুলিশ সুপার জানিয়ে দেন এই ঘটনার সাথে যুক্ত ধাংডিংগুড়ির বাসিন্দা রঞ্জিত দে কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বিরোধী দলনেতা এরপর পুনরায় কোচবিহার জেলা সদর কার্যালয়ে ফিরে আসেন এবং কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখে ফিরে যাওয়ার সময় বলেন, ''উদয়ন গুহ নির্দেশেই এই ঘটনা ঘটেছে। উদয়ন গুহ একটা চোর গুন্ডা বদমাইশ-এর সাথে আইনী অবস্থাতেই দেখা হবে এবং ওর যা হবার তাই হবে।'' পাশাপাশি তিনি রাজ্য পুলিশের পাইলট নিতে অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, ''ফিরে যাওয়ার সময় রাজ্য পুলিশের পাইলট আমি নেব না।'' এই আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তৃণমূল আশ্রিত বাংলাদেশের রোহিঙ্গারা তাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে তিনি কোচবিহারে আসার আগে প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক তাকে বুলেটপ্রুফ গাড়িতে উঠতে বলেন তিনি যদি সেই গাড়িতে না উঠতেন তাহলে আজকে শুধুমাত্র তার দেহ ফিরে যেত এমনটাই অভিযোগ করেছেন তিনি। যদিও পাল্টা তৃণমূল রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, এই ঘটনার জন্য কেউ দায়ী নয় তিনি জনরোষের শিকার হয়েছেন। তিনি বলেন, ''বেশ কিছুদিন ধরেই শুভেন্দু অধিকারী হিন্দুত্বের জিগির তুলে দাঙ্গা লাগাতে চাইছেন শান্ত পশ্চিমবঙ্গকে অশান্ত করতে চাইছেন। তাই তিনি যদি নিজেকে না পরিবর্তন করেন বা সংযত না হন তাহলে আগামী দিনে যেখানেই যাবেন সেখানেই জনরোষের শিকার হবেন।'' তৃণমূল আশ্রিত রোহিঙ্গারা তার উপর আক্রমণ করেছে এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ''তাহলে শুভেন্দু অধিকারীর সাথে যে নিশীথ প্রামানিক ছিলেন তিনিও বাংলাদেশের বাসিন্দা এবং রোহিঙ্গা।'' স্বভাবতই শুভেন্দুর এই কোচবিহার সফরকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই করা পুলিশি প্রোগ্রাম থাকলেও যেভাবে তার কনভয়ের উপর হামলা করা হয় পুলিশের সামনে তা নিয়ে রীতিমতো নিন্দার ঝড় সর্বত্র। উল্লেখ্য গতকাল রাতে কোচবিহারের আকড়াহাট এলাকায় আক্রান্ত হতে হয়েছে বিজেপি কর্মীকে সেই বিজেপি কর্মী অজিত বর্মন জানিয়েছেন বিজেপি করার কারণেই এবং ৫ তারিখ শুভেন্দু অধিকারী আসবে কোচবিহারে যাতে মানুষ পৌঁছাতে না পারে সে কারণেই তৃণমূলের এই কর্মযজ্ঞ। তবে পুলিশ প্রশাসনের সামনে যেভাবে বিরোধী দলনেতার কনভয় আক্রান্ত হলো প্রশ্ন উঠছে যেখানে বিরোধী দলনেতাই নিরাপদ নয় সেখানে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায় ? সামনেই বিধানসভা নির্বাচন আগে এটা শুধুমাত্র একটা ছোট ট্রেলার এমনটাই মত রাজনৈতিক মহলের।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছেঃ তেজস্বী যাদব

পাটনা, ৫ আগস্ট ঃ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। দু'টি ভোটার কার্ডের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নোটিশ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, উত্তর দেওয়া হবে। তাতে বড় ব্যাপারটা কী? নির্বাচন কমিশনের উচিত আমাদের জানাতে হবে, কতজন ভোটার বাদ পড়েছেন। একই পরিবারের ৫০ জনের নাম যুক্ত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এই রকম বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছেও এটি পাঠাবো এবং আদালতের সামনে আমাদের পক্ষ উপস্থাপন করবো।বিহারে বাস্তবায়িত হতে যাওয়া আবাসিক নীতি সম্পর্কে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, আমরা অনেক আগেই আবাসিক নীতি নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং স্পষ্টভাবে বলেছিলাম যে, আমাদের সরকার এলে আমরা তা বাস্তবায়ন করব। তেজস্বী এখন যা বলছেন, তারা কেবল আমাদের প্রস্তাবিত নীতি অনুসরণ করছে। তাদের নিজস্ব কোনও দৃষ্টিভঙ্গি বা রোডম্যাপ নেই। আরজেডি-র ভোট অধিকার যাত্রা স্থগিত করার বিষয়ে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, শিবু সোরেনের মৃত্যুর পর, সময়সূচীতে পরিবর্তন এসেছে, তবে যাত্রার নতুন তারিখ শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে।

জিএসটি-র প্রবৃদ্ধি নিয়ে মমতার বার্তা

কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ জিএসটি আদায়ে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের স্বীকৃতিতে এক্সবার্তায় সন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মঙ্গলবার তিনি লিখেছেন, ভারত সরকারের প্রকাশিত অস্থায়ী পরিসংখ্যান অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ ২০২৫ সালের জুলাই মাসে মোট পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) আদায়ে বার্ষিক ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ৫,৮৯৫ কোটি টাকা সংগ্রহের রেকর্ড করেছে, যা গত বছরের একই মাসে ৫,২৫৭ কোটি টাকা ছিল।জুলাই মাস পর্যন্ত আমাদের রাজ্যের জিএসটি রাজস্বের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির হার ৭.৭১ শতাংশ। এটি পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা এবং ভোগের ক্ষেত্রে একটি স্থিতিশীল উন্নতির লক্ষণ, যা ভালো অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

প্রয়াত সত্যপাল মালিক, দিল্লির হাসপাতালে জীবনাবসান প্রাক্তন রাজ্যপালের

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ প্রয়াত হয়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। মঙ্গলবার দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। দীর্ঘ অসুস্থতার পর সত্যপাল মালিকের জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক দীর্ঘ অসুস্থতার পর মঙ্গলবার দুপুর ১.১০ মিনিট নাগাদ দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন, এই দুঃসংবাদ নিশ্চিত করেছেন সত্যপাল মালিকের ব্যক্তিগত সচিব কেএস রানা। সত্যপাল মালিক কিডনিজনিত জটিলতার জন্য চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ১১ মে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং ডায়ালিসিস চলছিল।

সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন, দুই অভিযানের সাফল্যে প্রস্তাব পাস

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে মঙ্গলবার অভিবাদন জানানো হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। অপারেশন সিঁদুর ও অপারেশন মহাদেবের সাফল্যের জন্য এনডিএ সাংসদরা সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাস করেছেন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের জন্য এনডিএ সাংসদরা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।এছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতাকেও কুর্নিশ জানানো হয়েছে। এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে এদিন নতুন সাংসদদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।অপারেশন সিঁদুরের পর প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন, বিভিন্ন দলের ৫৯ জন সাংসদ ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের জন্য ৩২টি দেশ সফর করেছেন। এটি ভারতের দ্বারা শুরু করা সবচেয়ে ব্যাপক বিশ্বব্যাপী প্রচারণাগুলির মধ্যে একটি, যা তুলে ধরে যে ভারত কীভাবে সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে এবং কেন বিশ্বের যে কোনও অংশে সন্ত্রাসী হামলা বিশ্বজুড়ে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। বিরোধী দলের সাংসদদের অংশগ্রহণ আমাদের গণতন্ত্রের পরিপক্কতা এবং প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রনায়কত্বের প্রতিফলন ঘটায়, যিনি বিশ্বাস করেন, জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। এদিনের এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ও এনডিএ সাংসদরা উপস্থিত ছিলেন।

আরও শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের, কেন্দ্রকে তোপ বিরোধীদের

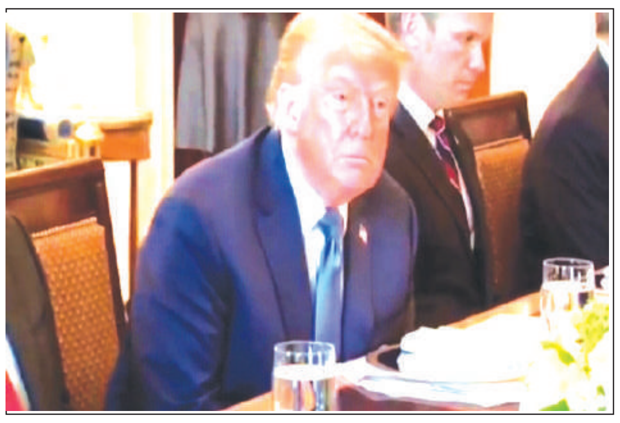

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ বার বার হুঁশিয়ারি দেওয়া সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেনি ভারত, এই কারণ দর্শিয়ে ফের ভারতের ওপর শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুধু তা-ই নয়, রাশিয়া থেকে নাকি বিপুল পরিমাণে তেল কিনে মুনাফার জন্য খোলা বাজারে বেচা হচ্ছে। সেই কারণে এ বার ভারতীয় পণ্যের ওপর আরও শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই হুমকির প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করেছেন ভারতের বিরোধী দলের নেতারা। উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ট্রাম্প বারবার ভারতকে হুমকি দিয়ে আসছেন। কিন্তু আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং সরকার এই বিষয়ে একটি কথাও বলতে প্রস্তুত নন। ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প কে? এর আগে কোনও রাশিয়ান বা আমেরিকান রাষ্ট্রপতি ভারত সম্পর্কে এইভাবে কথা বলেননি।সিপিআই (এম) সাংসদ জন ব্রিটাস বলেন, ভারত সরকারের বক্তব্যে আমি কিছুটা আনন্দিত। একদিকে তারা বলছে যে তারা ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুক্তি খণ্ডন করছে। অন্যদিকে, আমার কাছে তথ্য আছে যে ভারত সরকার এবং সরকারি খাতের কোম্পানিগুলি ব্যাপকভাবে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমী দেশগুলি থেকে তেল আমদানি করছে - রাশিয়া থেকে সরে যাচ্ছে। তাই, বাহ্যিকভাবে, তারা দেখাচ্ছে যে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করছে কিন্তু কার্যত, তারা রাশিয়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, এবং তার মিত্রদের কাছ থেকে ব্যাপকভাবে তেল কিনছে। এটি দুর্ভাগ্যজনক।

বর্ষায় বিধ্বস্ত হিমাচলঃধ্বংসের মুখে পর্যটন ও কৃষি, ১,৭৫৩ কোটি টাকার ক্ষতির হিসেব, রাস্তাঘাটে অচলাবস্থা

শিমলাঃবর্ষার শুরু থেকে একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কাঁপছে হিমাচল প্রদেশ। শীত ও পর্যটনের জন্য পরিচিত এই পাহাড়ি রাজ্য বর্তমানে বৃষ্টির প্রকোপে এক ভয়াবহ দুর্যোগের সাক্ষী হয়ে উঠেছে। ভূমিধস, মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বান যেন চিরাচরিত সৌন্দর্যের ছবি বদলে ভয়াবহতার রূপ নিয়েছে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা বর্ষার দাপটে ভেঙে পড়েছে পরিকাঠামো, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি ও উদ্যানপালনের মতো মূল ক্ষেত্রগুলি, থমকে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রাণ হারিয়েছেন শতাধিক মানুষ। হিমাচল প্রদেশের রাজস্ব দফতরের সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত বর্ষার জেরে রাজ্যে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৭৫৩.৬৩ কোটি টাকা। এই বিপুল ক্ষতির মধ্যে সবচেয়ে ব। অংশটি এসেছে গণপূর্ত দফতরের পক্ষ থেকে। রাজ্যের বিভিন্ন রাস্তা, সেতু ও সরকারি স্থাপনা ধসে পড়ায় শুধুমাত্র এই বিভাগে ক্ষতির পরিমাণ ৮৮০ কোটি টাকা। তারপরে রয়েছে জলশক্তি দফতর, যেখানে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৬১৮ কোটি টাকা। উদ্যানপালন ও কৃষি ক্ষেত্রেও যথাক্রমে ২৭.৪৩ কোটি ও ১১.৪৫ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে প্রশাসন।এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে প্রাণহানির ঘটনাও উদ্বেগজনক। ভূমিধস, হড়পা বান ও মেঘভাঙা বৃষ্টির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ১০৬ জন। একের পর এক মৃত্যুর ঘটনায় রাজ্য জুড়ে তৈরি হয়েছে আতঙ্কের পরিবেশ। বিশেষত প্রত্যন্ত এলাকা ও পাহাড়ি অঞ্চলে রাত্রিবেলা হঠা ধস নামায় অনেকেই চাপা পড়ে প্রাণ হারাচ্ছেন।সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হলেও, প্রকৃতির রোষে সেসব প্রায় ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে রাজ্যের ২৬৬টি রাস্তা, যার মধ্যে কুল্লুর গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সড়ক এনএইচ-৩০৫-ও রয়েছে, সেগুলি যান চলাচলের অযোগ্য হয়ে প।ছে। পাহাড়ের বুক কেটে তৈরি এই রাস্তাগুলি ভূমিধসের কারণে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কোথাও কোথাও। দুর্গম এলাকা ও পর্যটন কেন্দ্রে পৌঁছনো একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়েছে।এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বেশি ভুগছেন স্থানীয় মানুষ ও কৃষিজীবী সমাজ। বর্ষাকালে পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই চাষাবাদের জন্য নির্ভর করতে হয় প্রাকৃতিক জলের উপর। কিন্তু এবারের অতিবৃষ্টিতে একদিকে যেমন ফসলের ক্ষতি হয়েছে, অন্যদিকে জমিতে নেমে এসেছে কাদা ও ধস। জলশক্তি প্রকল্পগুলিও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় রাজ্যের বিদ্যুৎ উপাদন ব্যবস্থা কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত হয়েছে। এতে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি শিল্প সংস্থাগুলির ক্ষতির পরিমাণও বা।ছে।অন্যদিকে হিমাচলের আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে বৃষ্টির কোনও অবসান দেখা যাচ্ছে না। বরং আগামী কয়েকদিন আরও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ৮ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই সতর্কতা মূলত ভূমিধস প্রবণ এলাকা ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারীদের জন্য। সেখানে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বিশেষ করে কাংড়া ও বিলাসপুর জেলার দিকে আরও বেশি নজর দিচ্ছে আবহাওয়া দফতর। ওই দুই জেলায় গত কয়েকদিন ধরেই ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে। কিছু এলাকায় ছোট নদী-নালাগুলি হঠা ফুলে উঠে হ।পা বান তৈরি করেছে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে, কয়েকটি গাড়িও নদীতে ভেসে যাওয়ার খবর মিলেছে। এসব জায়গায় উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হলেও পৌঁছনো কঠিন হয়ে পড়েছে রাস্তার অবস্থা দেখে।পর্যটনের দিক থেকেও হিমাচল এই মুহূর্তে এক সংকটের মধ্যে রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ বর্ষাকালেও হিমাচলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যান। কিন্তু এবারের পরিস্থিতিতে হোটেল বুকিং বাতিল হচ্ছে, পর্যটকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে, অনেক জায়গায় তো স্থানীয় প্রশাসনই প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে। সিমলা, মানালি, ধর্মশালা- এই তিনটি প্রধান পর্যটন কেন্দ্রেও দেখা গেছে পর্যটকদের তীব্র আতঙ্ক, যাঁরা আগে থেকে হোটেলে উঠেছিলেন, তাঁরাও বাড়ি ফিরতে চাইছেন দ্রুত। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত থাকায় তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে।অন্যসরকারি স্তরে রাজ্য সরকারের তরফে উদ্ধার ও পুনর্বাসনের কাজ জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন ব্লকে ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, বিশেষ করে যেসব এলাকা ধস ও জলের দাপটে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেসব জায়গায় ত্রাণ পৌঁছে দিতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হচ্ছে। বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, হিমাচলের পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। শুধুমাত্র বর্ষা শেষে ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণ হিসেব নেওয়া সম্ভব হবে।তবে ক্ষয়ক্ষতির যে প্রাথমিক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, তা যথেষ্ট আতঙ্কজনক। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিমাচলে নতুন কিছু নয়, কিন্তু এবার যেভাবে একসঙ্গে এতগুলি দুর্যোগ এসেছে, তা গত কয়েক দশকে দেখা যায়নি। মেঘভাঙা বৃষ্টি, হড়পা বান ও ধস- এই তিনটি মিলেই রাজ্যের পরিকাঠামোকে ধ্বংস করে দিয়েছে। অনেক এলাকায় বিদ্যু নেই, জলের ব্যবস্থা ভেঙে প।ছে, মোবাইল নেটওয়ার্কও কাজ করছে না। পাহাড়ি গ্রামগুলিতে অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালে পৌঁছনোও প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যের অপেক্ষায় হিমাচলবাসী। ইতিমধ্যেই কিছু সাহায্য পাঠানো হয়েছে, কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন, পুনর্গঠনের জন্য বৃহত্তর আর্থিক প্যাকেজ প্রয়োজন। রাজ্যের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনরায় গ।ে তুলতে কেন্দ্রের সাহায্যই একমাত্র ভরসা।অন্যদিকে পরিবেশবিদদের একাংশ মনে করছেন, এভাবে লাগাতার পাহাড় কাটার ফলে হিমাচলের বাস্তুতন্ত্র বিপর্যস্ত হয়েছে। অপরিকল্পিত নির্মাণ, পর্যটনের বা।তি চাপ এবং যথাযথ বন সংরক্ষণের অভাবের কারণে এই রাজ্য আজ দুর্যোগের মুখে। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধ করতে হলে কঠোর পরিকল্পনা ও পরিবেশ সংরক্ষণের দিকেও নজর দিতে হবে প্রশাসনকে।সবমিলিয়ে, ২০২৫ সালের বর্ষা হিমাচলের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হয়ে রইল। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও প্রাণহানির সংখ্যা দেখে বোঝা যাচ্ছে, শুধুমাত্র প্রাকৃতিক কারণ নয়, মানুষের অবহেলাও এই বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। এখন দেখার, ভবিষ্যতের হিমাচল গড়তে প্রশাসন, পরিবেশবিদ ও সাধারণ মানুষ একসঙ্গে কতটা সচেতন হতে পারেন। আপাতত, বর্ষা থামা পর্যন্ত হিমাচলকে সামলাতে হচ্ছে প্রকৃতির ক্রোধ আর বিপর্যয়ের ধাক্কা।

পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘট কর্ণাটকে বাস পরিষেবা বন্ধ, ভোগান্তি যাত্রীদের

বেঙ্গালুরু, ৫ আগস্ট ঃ বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য মঙ্গলবার কর্ণাটকে ধর্মঘট শুরু করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা। কর্ণাটকের চারটি সড়ক পরিবহন নিগম কেএসআরটিসি, বিএমটিসি, এনডাব্লিউকেআরটিসি ও কেকেআরটিসি পরিবহন শ্রমিকরা নিজেদের বিভিন্ন দাবি আদায়ের জন্য রাজ্যব্যাপী ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, এর ফলে বেঙ্গালুরু, হুব্বালি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দুর্ভোগে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।পরিবহন শ্রমিকদের ধর্মঘটের কারণে মঙ্গলবার সকাল থেকেই হুবলি সিবিটি বাস স্টেশন জনশূন্য হয়ে পড়ে। কবিকাইয়ের নেতৃত্বে রাজ্য সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের শ্রমিক সংগঠনের যৌথ কর্ম কমিটি এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেয়। নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বাস স্টেশনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল।বেসরকারি বাসের চালক সামির পাশা বলেন, আমাদের রাজ্য পরিবহনের বাসের রুটে বাস চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। টিকিটের দামও নির্ধারণ করা হয়েছে। আমরা সরকারি বাসের টিকিটের চেয়ে বেশি নিতে পারি না। দুর্ভোগে পড়া এক প্রবীণ যাত্রী বলেছেন, আমাদের ইতিমধ্যেই রিজার্ভেশন আছে। এখানকার কেউ ঠিকমতো সাড়া দিচ্ছেন না। তারা আমাদের বাস বাতিল হয়েছে কিনা তাও বলছেন না। আমাদের কোনও স্পষ্টতা নেই। আমার যাওয়া খুবই দরকার। আমি একেবারে আটকে আছি, কিছুই করতে পারছি না।

১,০৫২টি পরীক্ষাকেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন নিট পিজি পরীক্ষা

নয়াদিল্লি, ৫আগস্ট ঃ ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের অধীনস্থ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস গত রবিবার নিট-পিজি ২০২৫ পরীক্ষা সফলভাবে পরিচালিত করেছে। পরীক্ষাটি দেশের ৩০১টি শহরে এবং ১০৫২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ২৪২০০০ জনেরও বেশি প্রার্থীর জন্য কম্পিউটার-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মে একক শিফটে পরিচালিত হয়েছিল। এটি ভারতের বৃহত্তম কম্পিউটার-ভিত্তিক পরীক্ষা, যা একক শিফটে পরিচালিত হয়েছে।নিট পিজি হল একটি জাতীয় স্তরের প্রবেশিকা পরীক্ষা যা ভারতের মেডিকেল কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর এবং ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য পরিচালিত হয়। এটি ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস দ্বারা পরিচালিত হয়। এই বছর নিট পিজি পরীক্ষা ৩ আগস্ট অনুষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতি ভবনে ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা, স্বাগত জানালেন মুর্মু ও মোদী

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে মঙ্গলবার ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ রোমুয়ালদেজ মার্কোসকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়েছে। ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপতিকে এদিন সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বাগত জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এরপর ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপতিকে অভ্যর্থনা জানানো হয়।ফিলিপিন্সের রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ রোমুয়ালদেজ মার্কোস বলেছেন, আমি মনে করি, এটি আমাদের জোট এবং অংশীদারিত্বের পুনর্নিশ্চয়তা যা আমরা শক্তিশালী করছি। যাকে আগে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বলা হত, এখন আমরা এটিকে ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল হিসেবে উল্লেখ করি, যা আমার মনে হয়, সমস্ত রাজনীতি, সমস্ত বাণিজ্য এবং সমস্ত অর্থনীতির বৈশ্বিক প্রকৃতির কারণে সেই বোঝাপড়ার সঠিক বিবর্তন। আমাদের ইতিমধ্যে যা আছে তার উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা এবং নতুন প্রযুক্তি এবং বিশ্ব অর্থনীতির পরিবর্তিত অবস্থা এবং আমাদের চারপাশের ভূ-রাজনীতির কারণে গত কয়েক বছরে যে অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে, তা অবশ্যই অন্বেষণ করা।

দিল্লিতে পাকড়াও ৫ বাংলাদেশি নাগরিক, ধৃতদের বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট ঃ রাজধানী দিল্লিতে ৫ বাংলাদেশি নাগরিককে পাকড়াও করলো দিল্লি পুলিশ। ধৃতদের বয়স ২০-২৫ বছরের মধ্যে। দিল্লি পুলিশ মঙ্গলবার সকালে জানিয়েছে, বৈধ প্রবেশপত্র না থাকার কারণে লাল কেল্লার কাছে ২০-২৫ বছর বয়সী পাঁচজন অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীকে আটক করা হয়েছে। দিল্লিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতো তারা, কয়েক মাস আগে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কর্তৃপক্ষ আইন অনুসারে তাদের নির্বাসনের পরিকল্পনা করছে।দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, দিল্লি পুলিশ লাল কেল্লা প্রাঙ্গণে প্রবেশের চেষ্টাকারী ৫ জন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। তারা সকলেই অবৈধ অভিবাসী। তাদের সকলের বয়স প্রায় ২০-২৫ বছর এবং তারা দিল্লিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। পুলিশ তাদের কাছ থেকে কিছু বাংলাদেশি নথি উদ্ধার করেছে। সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। বর্তমানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

কাছাড় জিলা পরিষদের সভাপতি, উপ-সভাপতি নির্বাচন, ও শপথগ্রহণ

শিলচর (অসম), ৫ আগস্ট ঃ কাছাড় জেলা প্রশাসন এবং কাছাড় জিলা পরিষদের যৌথ তত্ত্বাবধানে আগামীকাল বুধবার (৬ আগস্ট) বেলা ২ঃ ০০টায় শিলচরের রাজীব ভবনে অনুষ্ঠিত হবে সদ্যনির্বাচিত জিলা পরিষদ সদস্যদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক।শিলচরে অবস্থিত বরাক উপত্যকার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, অসম পঞ্চায়েত আইন, ১৯৯৪ অনুসারে নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান এবং সভাপতি এবং উপ-সভাপতি নির্বাচন পরিচালনা করবেন জিলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক প্রণবকুমার বরা (এসিএস)।সভার নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী সদস্যদের তাঁদের নির্বাচনী সনদ এবং বৈধ পরিচয়পত্র সহ নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। জেলাশাসক মৃদুল যাদব (আইএএস) সুষ্ঠুভাবে কার্যনির্বাহ নিশ্চিত করতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, যথোপযুক্ত কারণ ছাড়া সভা স্থগিত করা যাবে না।সভাস্থলেই সভাপতি ও উপ-সভাপতির নির্বাচন স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালিত হবে। সভার সম্পূর্ণ কার্যবিবরণী রেকর্ড করা হবে এবং নির্বাচন সংক্রান্ত ফলাফল তিন কার্যদিবসের মধ্যে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে দাখিল করা হবে। সভাটি নির্বিঘ্ন ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গেছে।

আরামবাগে প্লাবন পরিস্থিতি দেখলেন,খাবার পরিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী

হুগলি, ৫ আগস্ট, ঃ প্লাবন পরিস্থিতি পরিদর্শনে আরামবাগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কামারপুকুরে ত্রাণ শিবিরে গিয়ে নিজে হাতে দুর্গতদের পাতে খিচুড়ি পরিবেশন করলেন তিনি। অসহায় পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে কাছে পেয়ে আপ্লুত বাসিন্দারা।বন্যাদুর্গতেরা সারি দিয়ে বসে ছিলেন। সামনে তাঁদের শালপাতার থালা। সেই থালাতেই বালতি থেকে খিচুড়ি পরিবেশন করেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু খিচুড়ি নয়, বন্যাদুর্গতদের জন্য আরও কিছু খাবারের পদের ব্যবস্থাও ছিল। সেই সব পদও নিজের হাতে পরিবেশন করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে এ ভাবে কাছে পেয়ে আপ্লুত অনেকে। কেউ কেউ আবার নিজেদের পরিস্থিতির কথাও মুখ্যমন্ত্রীকে জানান।প্লাবন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার আরামবাগে যান মমতা। কলকাতা থেকে সড়কপথে তিনি পৌঁছোন। সেখানে গোঘাটের এক ত্রাণশিবিরে নিজের হাতে দুর্গতদের খাবার পরিবেশন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই ত্রাণশিবির থেকে মমতা যান কামারপুকুরে। তার পরে প্লাবন পরিস্থিতি পরিদর্শনে অন্য জায়গায় যাওয়ার কথাও রয়েছে তাঁর।গত বছর বন্যা পরিস্থিতির সময় মুখ্যমন্ত্রী আরামবাগ হয়ে ঘাটালে গিয়েছিলেন। এ বছরও বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আরামবাগ-সহ হুগলির বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর।

রাশিফল

মেষঃআপনি অপার্থিব ও অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং আজকে আপনি এটির চর্চা করবেন। কিন্তু যা শিখবেন তা শুধুই শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। প্রেম জীবনে যেসকল প্রশ্নগুলি আপনাকে বিব্রত করছে, আপনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও হয়তো সেগুলির উত্তর পাবেন না।
বৃষঃআজকে আপনার বেশি আবেগপ্রবণ ও আকুল হয়ে প।ার সম্ভাবনা আছে। যদি হৃদয়ের থেকে যুক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, তাহলে দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভবত পরিস্থিতি ভালো হয়ে উঠবে। আপনার চরিত্রের আবেগপ্রবণ
মিথুনঃসাংসারিক বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে আপনার ইচ্ছা করবে না, কাজেই প্রেমের জীবন একঘেয়ে মনে হতে পারে। আপনার সঙ্গীকে তুষ্ট করে এমন কাজে যোগদান করুন।
কর্কটঃপ্রেমের জীবনে, আপনি নিজের প্রেমিকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কঠিন সময়গুলো হয়তো মজার নয় কিন্তু সম্পর্কে বড় বাধা কিছু নেই। দিনের প্রথমার্ধ আর্থিক বিষয়গুলি জন্য শুভ নাও হতে পারে । তবে দিনের পরের দিকে আপনি অনুকূল অবস্থা পাবনে। গঠনমূলক সমালোচনা আপনাকে নিজের ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করবে।
সিংহঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্ত কাটানো আপনার সন্ধ্যাকে অতুলনীয় করে তুলতে পারে। এইভাবে হয়তো একসঙ্গে কিছু ভালো সময় কাটাতে পারবেন।
কন্যাঃ যেহেতু আপনি পেশা নিয়েই আজ বেশি চিন্তিত থাকবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন হয়তো একটু কম গুরুত্ব পাবে। দিনের দ্বিতীয় অর্ধে সম্ভবত আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে একটু ভোগাবে, কাজেই কোনওরকম লক্ষণ বা সাবধানবাণী উপেক্ষা করবেন না। শুভ রং লাল
তুলাঃপরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে দিনটি উপভোগ করবেন আজ। আপনার কাছের এবং প্রিয় মানুষদের সঙ্গে এক দুর্দান্ত গন্তব্যে সময় কাটানো আপনার দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলবে।শুভদিনহবে
বৃশ্চিকঃআপনি আপনার কাজের প্রতি মনোযোগী এবং নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠায় আপনার প্রিয়জন একা বোধ করতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে
ধনুঃআপনার সঙ্গীর সঙ্গে ভালো বোঝাপড়া একটি ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবে। একে অপরের সম্ভাবনা উপলব্ধি করে আপনারা সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন। সংসারে শান্তি বিরাজ।
মকরঃ সবচেয়ে কঠিন সময়েও প্রিয়জনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখুন। কাজের যোগ।
কুম্ভঃ আপনার সঙ্গীর সমস্যায় মনোযোগ দেওয়া আপনাকে তার আরও কাছাকাছি এনে দিতে পারে।
মীনঃস্থায়িত্ব আজকে আপনার মূল চিন্তার বিষয়। আপনার প্রিয়তমকে নিয়ে আপনি একটু নিরাপত্তাহীনতায় ভুগবেন। আপনার প্রত্যাশা খুব বেশি কিন্তু সঙ্গীর থেকে আপনি সেই আনুগত্য পাচ্ছেন না। আপনার চারপাশের লোকজনদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি করলে জীবনের পথে এগোতে সুবিধা হবে। ভাগ্য আজ আপনার

আবহাওয়া

দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ৯আগষ্ট, শনিবার পর্যন্ত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই মর্মে বেশ কিছু জেলায় হলুদ ও কমলা সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী কিছু দিন সমুদ্রে যেতেও মৎস্যজীবীদের বারণ করা হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপ অঞ্চলের প্রভাবে আবারও ভারী বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। মঙ্গলবারের মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগরে নতুন করে একটি নিম্নচাপ অঞ্চল তৈরি হতে পারে। এ ছাড়া, এই মুহূর্তে রাজ্যে বেশ সক্রিয় রয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ফলে বঙ্গোপসাগর থেকে স্থলভাগে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টিতে ভিজবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। তাপমাত্রা- ২৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ শতাংশ এবং ৮২সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ২০.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয়।জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০১টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ আজ সকাল ৫টা ০২মিনিটে হবে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ২০মিনিটে।

গ্রেপ্তার বাংলাদেশি মডেল ঘনিষ্ঠ নৈহাটির যুবক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ পুলিশের জালে পড়ল বাংলাদেশের মডেল তথা অভিনেত্রী শান্তা পাল ঘনিষ্ঠ যুবক। ধৃতের নাম সৌমিক দত্ত। সূত্রের খবর, ভুয়ো নথি তৈরিতে এই যুবকই সহযোগিতা করেছিল ওই অভিনেত্রীকে। নৈহাটি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে কলকাতায় এসে ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড তৈরি করে ভারতে থাকতে শুরু করেছিলেন শান্তা পাল। পরবর্তীতে লালবাজারের গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। এরপর জানা যায় ওই যুবতী একসময় বাংলাদেশের বিমান সংস্থায় চাকরি করলেও তিনি বাংলাদেশের নামী মডেল ছিলেন। বাংলাদেশের একাধিক সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় জিতেছিলেন শান্তা। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের হয়ে ইন্দো বাংলা বিউটি প্রেজেন্টে যোগ দেন। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসাবে মিস এশিয়া গ্লোবাল হন। শুরু করেছিলেন অভিনয়ও। সেই সময়ই যোগ দেন বাংলাদেশের বিমান সংস্থায়। যদিও ‘ ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২১’ প্রতিযোগিতায় নেমে ঢাকায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে বিতর্ক সৃষ্টি করেছিলেন শান্তা। ওই সময় থেকে বিমান সংস্থার চাকরিও করতেন না। এমনকী, গত দু’বছরে তামিল ছবি ও টলিউডের বাংলা ছবিতে শান্তা অভিনয় করেছিলেন। সই করেছিলেন ওড়িয়া ছবিতেও। এরপর কয়েকটি সিরিয়ালেও অভিনয়ের চেষ্টা করছিলেন শান্তা। গত মাসে কলকাতা থেকে শান্তা পালকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবার জালে আরেক যুবক।

একবালপুরে রোগিণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ, গ্রেপ্তার হাসপাতালেরই কর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ অস্ত্রোপচারের পর বেডে শুয়েছিলেন এক মহিলা রোগী। তখন তাঁকে শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনাটি ঘটেছে কলকাতার একবালপুর এলাকার এক বেসরকারি হাসপাতালে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ হাসপাতালের ওই অভিযুক্ত কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের নাম আবদুল সুভান। ঘটনা জানাজানি হতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগী ও রোগিণীদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্লীলতাহানির ঘটনা রবিবার হয়। একবালপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ওই মহিলাটি। রবিবার তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পর অপারেশন থিয়েটারেই তিনি অচেতন হয়েছিলেন। পরে তাঁকে ওটি থেকে বার করে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। ওই রোগিণীকে অন্যত্র স্থানান্তরের দায়িত্ব পড়েছিল আবদুলের। অভিযোগ, সেইসময়

অভিযুক্ত ওই রোগিণীর শ্লীলতাহানি করে। প্রায় অচেতন থাকায় তিনি তখন কোনও প্রতিবাদ করতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে। পরে জ্ঞান ফিরলে পরিবারের লোকদের ঘটনার কথা তিনি জানান। পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানানো হয়। পরে একবালপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ওই বেসরকারি হাসপাতালে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে। ওই কর্মীর কুকীর্তি ধরা পড়ে যায়। এরপরই তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে আদালতে তোলা হয় বলে খবর মিলেছে।

এবছরও সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত জয়নগরের ৭ ও ১৪ পল্লীর সর্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটির সদস্যরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ আগস্ট ঃ আর কিছু দিন পর বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো।শুরু হয়ে গেছে তারই প্রস্তুতি। আর গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নথিভুক্ত পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে সরকারি অনুদান তুলে দিচ্ছেন। এবার এক লক্ষ দশ হাজার টাকা অনুদানের কথা ঘোষণা করেছেন।আর গত বছরের মতন এবছরও সরকারি অনুদান নিতে চায় না জয়নগরের একটি পুজো কমিটির সদস্যরা। অভয়ার ন্যায় বিচার যতদিন না পর্যন্ত হচ্ছে ততদিন তারা এই সরকারি অনুদান নেবে না। গত বছর ৯ ই আগস্ট আর জি করে অভয়ার মৃত্যু ঘটে। আর তার পরে এখনো পর্যন্ত অভয়া ন্যায় বিচার

পায়নি। আর তাই জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৭ ও ১৪ নং পল্লী সার্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যরা গত বছরের মতন এবছরও সরকারি অনুদান না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আর এ ব্যাপারে এই পুজো কমিটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য তথা জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান প্রবীর বৈদ্য বলেন, অভয়ার মৃত্যুর এক বছর পূর্ণ হল অথচ এখনো অভয়া ন্যায় বিচার পেল না। আর তাই আমরা গত বছরের মতন এবছরও সরকারি অনুদান নিয়ে পুজো করবো না। আমরা আমাদের নিজেদের মানুষের সহায়তায় এবছর ও এই পুজো করব। যতদিন না অভয়া ন্যায় বিচার পায় ততদিন আমরা সরকারি অনুদান নেব না। আর এ ব্যাপারে সময় মত আমরা লিখিতভাবে জয়নগর থানা ও জয়নগর ব্লক প্রশাসনকে জানিয়ে দেবো। আর তাদের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৭ ও১৪ নম্বর পল্লীর অধিবাসী বৃন্দ।

জিএসটি থেকে রাজ্যের আয় ১২ শতাংশ বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ পণ্য পরিষেবা কর জিএসটি থেকে রাজ্যের আয় গত বছরের জুলাই মাসের তুলনায় চলতি বছরে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জানিয়েছেন। আজ এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে তিনি গতমাসে জিএসটি থেকে রাজ্যের ৫ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। শতাংশের হিসেবে যা ৭.৭১। ভারত সরকার এই সংক্রান্ত যে তথ্য প্রকাশ করেছে তার হিসাবে গত বছর একই সময়ে জিএসটি বাবদ রাজ্যের রায় হয়েছিল পাঁচ হাজার ২৫৭ কোটি টাকা।

নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধানগর এলাকার ১,২,৩ নম্বর সংসদে অনুষ্ঠিত হলো 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান।' এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের বিডিও অমিত কুমার সাহু, উপস্থিত ছিলেন জয়েন্ট বিডিও সোমিক ঘোষ, নামখানা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, নামখানা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার, উপস্থিত ছিলেন শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অর্চনা মাইতি, উপপ্রধান দেবাশীষ দাস সহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্পের প্রথম দিনেই মানুষের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

মাটিয়াবুর্জে আইডব্লিউএম-এর সাংগঠনিক সভা

সমীর দা,কলকাতা,৫ আগস্ট ঃ বাংলার অস্মিতা রক্ষা এবং ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তৃণমূল ইতিমধ্যেই প্রস্তুত। আজ ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা 'ইন্ডিয়া ওয়ান্ট মমতা দি' (আইডব্লিউএম) এর পক্ষ থেকে মাটিয়াবুর্জ বিধানসভা কে নিয়ে একটি সাংগঠনিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর এবং সহ-সভাপতি জগদীশ যাদব সাংগঠনিক বিষয়গুলি নিয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেন। সহ-সভাপতি আশফাক কুরেশি, জেলা সাধারণ সম্পাদক অমিত পর্বত, সুফল বিশ্বাস, সোমেশ বড়ুয়া, সোমনাথ নস্কর এবং জেলা সম্পাদক জয়দীপ যাদব, আইএনটিটিইউসি-র সহ-সভাপতি বাদশা থান্ডার (ডেভিড), মাটিয়াবুর্জ ব্লক ২ জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি হুমায়ুন কবিরও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন।

পাড়া সমাধানে দু’দিনে ১২০০ শিবির, যোগ দিলেন সাড়ে চার লক্ষ মানুষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কলকাতায় দু’টি বুথ নিয়ে একটি করে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ শিবিরের প্রস্তুতি নিল পুরসভা। আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত এই শিবির চলবে। পাড়ায় সমাধান পরিষেবার পাশাপাশি ‘দুয়ারে সরকার’-এর শিবিরও একইসঙ্গে বিভিন্ন ওয়ার্ডে চলবে। সোমবার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকে এই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, ২ আগস্ট থেকে কলকাতায় বিভিন্ন ওয়ার্ড-সহ গোটা রাজ্যেই ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ পরিষেবা শুরু হয়েছে। প্রথম থেকেই ব্যাপক সাড়া ফেলেছে কর্মসূচি। দ্বিতীয় দিনেও সকাল হতেই মানুষের ঢল প্রত্যেক শিবিরেই। নবান্নসূত্রে খবর, সোমবার রাজ্যজুড়ে ৫৯০টা ক্যাম্প হয়েছিল। ২.৫১ লক্ষ মানুষ তাতে যোগ দিয়েছিলেন।অর্থাৎ শনি এবং সোমবার এই দু’দিনে ১২০০-র বেশি শিবির করা হল রাজ্যে।তাতে ৪.৫০ লক্ষ মানুষ যোগ দিয়েছেন। এতথ্য জানান মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

কেউ এলেন রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট বসানোর দাবি নিয়ে, কারও মুখে আবার বাজারে শৌচাগার তৈরি, স্থানীয় স্কুলবাড়ি মেরামতের দাবি। কেউ তো একেবারে নিজের এলাকার কতটা অংশের রাস্তা সংস্কার প্রয়োজন, তা ম্যাপিং করে নিয়ে এলেন। সরকারের তরফেও সমস্যা সমাধানে অভিনব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিছু শিবিরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরাও কাজ করেছেন। অধিকাংশক্ষেত্রে পাড়ার গলি রাস্তা থেকে নিকাশি সংস্কার ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের বাড়তি জোগান চেয়ে যেমন মানুষ দরবার করেছেন তেমনই কেউ ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও এসে জানিয়েছেন। যদিও শিবিরে থাকা সরকারি আধিকারিকরা তাঁদের জানিয়েছেন, কোন কোন সমস্যার সেখানে সমাধান করা হবে।মূলত ছোটখাটো সমস্যা সহজে সমাধান করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই কালজয়ী প্রকল্প। একেবারে মানুষের দরজায় পৌঁছে গেলেন সরকারি আধিকারিকরা। শুনলেন অভিযোগ, করলেন কিছু সমস্যার সমাধানও। বাকি সমস্যা নথিভুক্ত করে রাখা হল।

কলকাতায় প্রথম ধাপে ওয়ার্ডপিছু দুটি করে শিবির হওয়ার ঘোষণায় কাউন্সিলরদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়। কারণ, ১৩ বুথের ছোট ওয়ার্ডে দু’টি শিবির মেনে নিলেও ৬০ বা ৬৪ বুথের মেগা ওয়ার্ডে কীভাবে পাড়ায় সমাধান সম্ভব, তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েন বিভাগীয় মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক বরো চেয়ারম্যান সাধারণ নাগরিকদের বুথপিছু ১০ লক্ষ উন্নয়নের ঘোষণার জেরে প্রত্যাশার কথা মেয়রকে জানান। মাত্র দু’টি ক্যাম্প নিয়ে কাউন্সিলরদের ক্ষোভের বিষয়টি মেয়রকে বিস্তারিত জানান মিতালি। এর পরই মেয়র সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে গোটা বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় দু’টি বুথ নিয়ে একটি করে পাড়ায় সমাধান শিবির করার নির্দেশ দেন। পুরসভার কমিশনার ধবল জৈন জানিয়েছেন, ‘কত বুথ নিয়ে শিবির হবে সেটা নাগরিকস্বার্থের কথা মাথায় রেখে সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর ও পুরসভার ডেপুটি ম্যানেজার মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেবেন। কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। যদি দুটি বুথ নিয়ে একটি ক্যাম্প হয়, সেক্ষেত্রে ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এএসআই, নিকাশি, রাস্তা, পানীয় জল, আলো বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়াররা শিবিরে থাকবেন। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত পাড়ায় সমাধান হবে। পরে দুয়ারে সরকার-এর শিবির বসবে। শিবির পরিচালনা করবেন সংশ্লিষ্ট বুথের নিরপেক্ষ নাগরিকরা। পুরসভার অফিসাররা জানান, মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন বুথপিছু ১০ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন করা হবে এই শিবিরে।

ফের ট্রেন লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ায় আহত চার

দরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৫ আগস্ট ঃ ফের মল্লিকপুর স্টেশন থেকে ট্রেন লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়ার অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে।আর এই ঘটনায় কমপক্ষে চারজন আহত হয়েছেন। তার মধ্যে একজনের মাথা ফেটেছে। তিনি পেযযরা বিক্রেতা, নাম হোসেন আলি লস্কর।জানা গিয়েছে, কলকাতায় পেয়ারা বিক্রি করে শিয়ালদহ থেকে সোমবার সন্ধ্যা ৬টা ৫৭ মিনিটের নামখানা লোকালে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন হোসেন। তাঁর বাড়ি ধপধপি ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায়। ভেন্ডার কম্পার্টমেন্টে উঠে গেটের সামনে বসেছিলেন তিনি। মল্লিকপুর স্টেশনে ট্রেন থামতেই একদল যুবক অতর্কিতভাবে পাথর ছুঁড়তে থাকে বলে অভিযোগ।ওই কামরায় গেটের কাছে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেরই গায়ে তা লাগে। কারও হাতে চোট লেগেছে তো কারও পায়ে। কিন্তু গেটের মুখে থাকায় হোসেনের মাথায় ইট লেগে ফেটে যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর স্টেশনে নেমে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়েছে ওই বিক্রেতার। বাকি যাঁরা সামান্য চোট পেয়ে ছিলেন, তাঁদের বারুইপুর জিআরপি থেকে সোনারপুর নিয়ে যাওয়া হয়।ওই কামরায় থাকা এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, হোসেন ট্রেনে উঠার পর কোনও এক ব্যক্তির সঙ্গে গেটের কাছে বসা নিয়ে সামান্য কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তিনি মল্লিকপুর নামতেই শুরু হয় ইট বর্ষণ। ওই যাত্রীর ইন্ধনেই এই গোটা আক্রমণ হয়েছে বলেই মনে হয়। এদিনের এই ঘটনার পর রীতিমত আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।বারবার ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে যাত্রী মহলে।আতঙ্কিত রেল যাত্রীরা।

ট্রেনে বসার জায়গা নিয়ে বচসা, আহত দুপক্ষের ২০-২২ জন

দুরন্ত বার্তা,ক্যানিং, ৫ ঃ ট্রেনে বসার জায়গা নিয়ে গন্ডগোলে চাঞ্চল্য ছড়ালো।শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার ক্যানিং লোকালে সোমবার রাতের ডাউন ৯ টা ৩৮ এর ক্যানিং লোকাল পিয়ালি স্টেশন ছাড়লেই দুই দল ট্রেন যাত্রীর মধ্যে বিবাদ বাধে। প্রথমে বচসা, পরে তা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়।বেশ কয়েকজন ট্রেন যাত্রীকে তালদি স্টেশনে নামিয়েও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় মোট ২০ থেকে ২২ জন ট্রেন যাত্রী আহত হয়েছেন। আহতদেরকে উদ্ধার করে সোমবার রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় চিকিৎসার জন্য।তারকেশ্বর থেকে পুজো দিয়ে একদল পুন্যার্থী ট্রেনে করে ফিরছিলেন ক্যানিংয়ের উদ্দেশ্যে। একই কামড়ায় তাঁরা ওঠেন। তাঁদের সাথে পুজার সামগ্রী, বাঁক সহ অন্যান্য জিনিষপত্র ছিল। এসব নিয়েই অন্যান্য ট্রেন যাত্রীদের সাথে প্রথম থেকেই বচসা হয়। বচসা বাড়ে পিয়ালি স্টেশন ছড়ার পর থেকেই। অভিযোগ পুজার সামগ্রী সহ অন্যান্য জিনিষপত্র ভাংচুর করতে শুরু করে তালদির একদল যাত্রী। দুপক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি ও সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। কয়েকজন যাত্রীকে তালদি স্টেশনে নামিয়ে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ। আর এই ঘটনায় আহত হয়েছেন ক্যানিং এলাকার প্রায় জনা কুড়ি যাত্রী। আহতদের রাতেই উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ বিষয়ে রেল পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রেল পুলিশ।

পাবলিক নোটিশ

এই নোটিশটি এতদ্বারা দেওয়া হচ্ছে যে, কলকাতার নিউ টাউনের প্লট নং ই১-এ অবস্থিত‘ SP- SUKHOBRISHTI’ নামে একটি আবাসস্থলে ক্লাস্টার D, ফেজ ৪, স্পন্দন ব্লকের একটি নিবন্ধিত হস্তান্তর দলিল, যা বই নং I, খণ্ড নং ১৫২৩-২০১৭, পৃষ্ঠা ২৫৩০৯৬ থেকে ২৫৩১৩৮ পর্যন্ত নিবন্ধিত ছিল, যা রাজারহাটের অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধিত ২০১৭ সালের জন্য দলিল নং ১৫২৩০৮২৫৩ছিল,হারিয়ে গেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাগুইআটি থানায় জি.ডি.ই. নং ২৯০৫ তারিখে ৩১.০৭.২০২৫ তারিখে একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করা হয়েছে।

উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, উপরোক্ত সম্পত্তিটি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (পূর্বে ওরিয়েন্ট ব্যাংক অফ কমার্স) এর কাছে বন্ধক রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, সকল ব্যক্তিকে এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিলের ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তির লেনদেন এবংঅথবা লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না। আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কেউ উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিলটি খুঁজে পান, অথবা উক্ত হারিয়ে যাওয়া দলিলের ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত কোনও লেনদেন এবংঅথবা লেনদেন করছেন বলে জানেন, তাহলে অনুগ্রহ করে এই তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নীচে উল্লেখিত মোবাইল নম্বরে অবহিত করুন।

সহকারী পরিচালক-
অ্যাডভোকেট মনর্ষী কুমার রায়।
(৯১) ৮০১৩৭৭৯৩০৪

J R D FINANCE LIMITED

Regd. Off.: 1/1A, BIPLABI ANUKUL CHANDRA STREET 5TH FLOOR, ROOM NO. 5G KOLKATA - 700072
Email : fin.jrd@gmail.com , Website : www.jrdfinance.com
CIN - L65999WB1993PLC058107

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2025 (₹. in Lacs)

Sl. no.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2025 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2025 (Audited)
1	Total Income from operations	79.54	78.12	78.25	325.01
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and /or extraordinary items)	3.86	1.35	3.45	12.18
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after exceptional and /or extraordinary items)	3.86	1.35	3.45	12.18
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after exceptional and /or extraordinary items)	2.86	0.71	2.55	9.09
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	2.86	0.71	2.55	9.09
6	Equity Share Capital	373.03	373.03	272.03	373.03
7	Other Equity	-	-	-	440.69
8	Earning Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) : Basic : (₹)	0.08	0.02	0.09	0.33
	Diluted (₹)	0.08	0.02	0.09	0.33

Notes:

1. The above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard (IND AS) prescribed under section 133 of the Companies Act , 2013 and Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular dated July 5, 2016, have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on August, 5, 2025. It has been subjected to limilted review by the statutory auditors of the company.
2. The Company is engaged in providing assistance to Corporate Bodies through Syndication of loans from various Bodies Corporate/Banks and Financial Institutions. In term of Ind AS 108 "Operating Segment", the Company has one business segment i.e. Financing Activities and related products and all other activities revolve around the said business.
3. Figures for the last quarter are balancing figures between Audited Figures in respect of full financial year and the un-audited published year to date figures upto the third quarter of the finance year.
4. The full format of thess financial results are available on the website of the Stock Exchange at www.msei.in and the Company's website at www.jrdfinance.com
5. Previous periods' figures have been regrouped/rearranged wherever necessary.

For J R D Finance Limited
Sd/-
Dilip Kumar Choudhary
Whole time Director
(DIN - 00080390)

Place : Kolkata
Date : 05.08.2025

TYROON TEA CO. LTD.
CIN: L15421WB1890PLC000612
Regd.Office: 3, Netaji Subhas Road, McLeod House, Kolkata - 700-001,WB, India, Tel: 033-22483236/6071, Email: info@tyroontea.com Website: www.tyroontea.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, the 14th day of August, 2025 at its registered office at 3.30 P.M to consider inter alia unaudited Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2025.

The said information is also available on the company's website www.tyroontea.com and also on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE at www.bseindia.com.

For Tyroon Tea Company Limited
Sd/-
K. C. Mishra
(Company Secretary & CFO)
Place : Kolkata
Date: 05.08.2025
eCSIN-EA013288A000046618

PUBLIC NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE SHARE CERTIFICATE(S) NO(S) 3,465; 69672;155757 & 232372 FOR 10,480; 5,240; 15,720 & 15,720 ORDINARY SHARES BEARING DISTINCTIVE NO(S) 7255041 to 7265520; 2507052141 to 2507057380; 3833361183 to 3833376902; 8059177436 to 8059193155OF ITC LIMITED STANDING IN THE NAMEOF RAJESHWARI DEVI SADAJIWATLAL BAHLHAVE BEEN REPORTED LOST AND THAT AN APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE(S) IN RESPECT THEREOF HAS BEEN MADE TO THE COMPANY'S INVESTOR SERVICE CENTRE, ITC LIMITED 37, J L NEHRU ROAD, KOLKATA -700 071 TO WHOM OBJECTION, IF ANY, AGAINST ISSUANCE OF SUCH DUPLICATE SHARE CERTIFICATE(S) SHOULD BE MADE WITHIN 15 DAYS FROM THE DATE OF PUBLICATION OF THIS NOTICE.

THE PUBLIC ARE CAUTIONED AGAINST DEALING IN ANY MANNER WITH THESE SHARES.

মজিলপুরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া

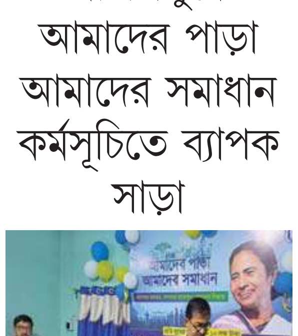

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ৫ আগস্টঃ গত শনিবার থেকে রাজ্য জু।ে শুরু হয়েছে আমাদের পা।। আমাদের সমাধান কর্মসূচি। মঙ্গলবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার উদ্যোগে আমন্ত্রন কমপ্লেক্স ও শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ একাধিক কাউন্সিলার ও জয়নগর ১ নং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকবৃন্দ।এদিন পৌরসভার পৌরবাসীরা তাদের ওয়ার্ডের সমস্যা তুলে ধরেন। এবং তা সমাধানের কাজ লিপিবদ্ধ করেন আধিকারিক রা।আর এই কর্মসূচিকে ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্দিপনা ছিলো চোখে পড়ার মতন।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের পাশে নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন

দুরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ৫ আগস্ট ঃ রবিবার কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষা আয়তন উচ্চ বিদ্যালয় নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে শুরু হল এক অনন্য কর্মসূচি। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্টের শুভ উদ্বোধন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন হাই স্কুলের মাননীয় প্রধান শিক্ষক প্রদীপ কুমার প্রামাণিক মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন এন. এস .এফ এর সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শান্তনু বেরা মহাশয়, এছাড়া ছিলেন ফাউন্ডেশনের অন্যতম ট্রাস্টি মেম্বার শিক্ষক অমিত মান্না এবং এক্সিকিউটিভ মেম্বার সমীর সাহা, শিক্ষক আনন্দ শংকর পানিগ্রাহী ও সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করার জন্য একটি গুগল ফর্ম ফিলাপ করতে হয়েছিল অংশগ্রহণকারীদের। তার মধ্য দিয়ে প্রায় ৫০ জন পরীক্ষার্থী এই অফলাইন মক টেস্টে অংশগ্রহণ করে। এই দিনই পরীক্ষার শেষে রেজাল্ট প্রকাশিত হয় যার দ্বারা পরীক্ষার্থীরা মূল পরীক্ষার মত একটি পরিবেশ পায়। পরীক্ষার্থীদের ভাষায় এটি তাদের কাছে এক অপূর্ব সুযোগ। নেতাজী সেবা ফাউন্ডেশনকে এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে

উপস্থিত পরীক্ষার্থীরা। প্রতি সপ্তাহে রবিবার করে এই মক টেস্ট চলবে এসএসসি পরীক্ষার আগে পর্যন্ত যা পরীক্ষার্থীদের মনোবল বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। পুরো পরীক্ষা ব্যবস্থাটি পরিচালনা করেন শিক্ষক সরোজ দে মহাশয়। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সহযোগিতায় গত এক মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কোশ্চেন সেট তৈরি হয় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নাইন, টেন, ইলেভেন ও টুয়েলভ এর শিক্ষক পরীক্ষার্থীদের জন্য। সু ন্দরবনের এই প্রত্যন্ত জনপদে কলকাতার নামি কোচিং সেন্টারের মত বিনামূল্যে এই সুযোগ পরীক্ষার্থীদের কাছে এক বড় পাওয়া। শুরুতেই পরীক্ষার্থীদের গ্রুমিং এর কাজটি করেন প্রদীপবাবু। ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শান্তনু বাবু এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য সরোজ বাবু ও সংগঠনের কাকদ্বীপ ইউনিটকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশন এর সহ-সম্পাদক শিক্ষক পার্থ সারথী মন্ডল মহাশয়। এক মনোরম পরিবেশে আজকের সমগ্র অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় যা আগামী এক মাস ধরে চলবে। ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা, গুগল ফর্ম ফিলাপ করে এতে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইংরেজি, বাংলা, এডুকেশন, অংক, ইতিহাস ও ভূগোল - আপাতত এই ছয়টি বিষয়ে .মক টেস্ট নেয়া হচ্ছে।

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 06.09.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

BIRBHUM DISTRICT-BOLPUR: 4195000010, 4195000020, 4195000034, 4195000053, 4195000054, 4195000058, 4195000070, 4195000078, 4195000080, 4195000085, 4195000090, 4195000103, 4195000142, 4195000152, 4195000180, 4195000181, 4195000188, 4195000311, 419501894, 419501943, 419501953, 419502011, 419502042, 419502071, 419502116, 419502142, 419502190, 419502310, 419502319, 419502341, 419502352, 419502416, 419502448, 419502459, 419502460, 419502527, 419502599, 419502604, 419502619, 419502646, 419502663, 419502675, 419502683, 419502684, 419502690, 419502705, 419502715, 419502724, 419502728, 419502736, 419502783, 419502798, 419502799, 419502819, 419502835, 419502840, 419502841, 419502849, 419502853, 419502858, 419502859, 419502862. **RAMPURHAT:** 4080000002, 4080000010, 4080000051, 4080000054, 4080000064, 4080000065, 4080000066, 4080000076, 4080000089, 4080000108, 4080000109, 4080000143, 4080000152, 408001535, 408001563, 408001577, 408001639, 408001647, 408001660, 408001717, 408001750, 408001753, 408001811, 408001878, 408001911, 408001945, 408001950, 408001959, 408001961, 408001982, 408001997, 408001998, 408002031, 408002070, 408002074, 408002087, 408002100, 408002115, 408002131, 408002179, 408002201, 408002212, 408002225, 408002233, 408002238, 408002264, 408002277, 408002278. **SURI:** 4081000020, 4081000028, 4081000081, 4081000085, 4081000088, 4081000089, 4081000099, 4081000106, 4081000108, 4081000114, 4081000117, 4081000120, 4081000123, 4081000124, 4081000126, 4081000132, 4081000134, 4081000147, 4081000167, 4081000176, 4081000183, 4081000188, [illegible]

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৪৬, বুধবার, ২০ শ্রাবণ ১৪৩২

শিল্পী কিশোর কুমার

‘অমর শিল্পী তুমি, কিশোর কুমার’। চার্লি চ্যাপলিন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, তিনি বৃষ্টিতে হাঁটতে পছন্দ করেন। কারণ তাতে তাঁর চোখের জল দেখা যায় না। চ্যাপলিনের পথের পথিক ছিলেন কিশোর কুমারও। তাঁর চরিত্র, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, তাঁর কণ্ঠ সব কিছুতেই তিনি চ্যাপলিনের মতোই জিনিয়াস ছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে চ্যাপলিনের শুধু এখানেই মিল নয়, আরও বহু ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। তিনিও চ্যাপলিনের মতো চোখের জল লুকিয়ে চিরকাল মানুষকে হাসিয়ে গিয়েছেন।

তাঁর আজব কাণ্ড কারখানার দেখে না হেসে উপায়ও ছিল না। বাংলোর বাইরে বড় বড় লিখে রেখেছিলেন ‘মানসিক হাসপাতাল’। আর ঘরের দরজায় লেখা থাকত ‘কিশোর হইতে সাবধান’। একবার পরিচালক কাট বলতে ভুলে যাওয়ায় সিনেমার সেট থেকে সোজা খান্ডালা পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে চলে গিয়েছিলেন কিশোর। এমন আরও কত মজার ঘটনা রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আইনজীবী কুঞ্জলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী গৌরীদেবীর ছোট ছেলে আভাসকুমারের জন্ম ১৯২৯-এর ৪ অগস্ট। সেখানে এক সম্পন্ন পরিবারের ব্যক্তিগত আইনজীবী হয়ে কর্মরত ছিলেন কুঞ্জলাল। কিশোর কুমার বলিউডে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন ‘বম্বে টকিজে’ কোরাস সিঙ্গার হিসেবে। কিশোর কুমার যখন ছোট, তখনই তাঁর দাদা অশোক কুমার হিন্দি সিনেমার প্রতিষ্ঠিত তারকা। অভিনয় শুরু করেছিলেন আর এক দাদা অনুপকুমারও। অশোককুমার চেয়েছিলেন তাঁর মতো ভাইও অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করুন। কিন্তু অভিনয় নিয়ে আভাস আদৌ সিরিয়াস ছিলেন না। কিশোর কুমারের অভিনেতা হিসেবে বড় পর্দায় আত্মপ্রকাশ হয় শিকারি ছবিতে। এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন অশোক কুমার। প্রসঙ্গত, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৫ এর মধ্যে ২২টি ছবিতে কাজ করেন কিশোর কুমার। তাঁর মধ্যে ১৬টি ফ্লপ ছবি। তারপর ‘লড়কি’ ও ‘বাপ রে বাপ’ ছবিতে সাফল্য পাওয়ার পর অভিনেতা হিসেবে তাঁকে গুরুত্ব দিতে শুরু করেন পরিচালক প্রযোজকরা। কে এল সায়গল এবং পাকিস্তানি শিল্পী আহমেদ রুশদির প্রভাব ছিল কিশোর কুমারের উপর। এক ঘরোয়া আড্ডায় শচীনদেব বর্মন তাঁকে পরামর্শ দেন নিজস্ব গায়কি তৈরি করতে। এর পর কিশোর তাঁর গায়কিতে পাশ্চাত্য প্রভাব আনেন। মার্কিন শিল্পী জিমি রজার্স এবং নিউজিল্যান্ডের গায়ক টেক্স মর্টনের গান শুনে নিজের গায়কিরও সঙ্গী করে নেন ইয়োডলিংকে। পরে শচীন কত্তার বহু গানের সুরে কিশোর এই ইয়োডলিং ব্যবহার করেছেন। ক্রমে ইন্ডাস্ট্রিতে রাজেশ খন্না, জিতেন্দ্র, দেব আনন্দ, অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠ হয়ে ওঠেন কিশোর কুমার। সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত পরিচালনায় ‘হাফ টিকিট’ ছবিতে নারী ও পুরুষ, দ্বৈত ভূমিকার কণ্ঠে তাঁর গান বাজিমাত করে। তাঁর গাওয়া ‘Aake seedhi lagi dil pe’ গানটির কথা সবার জানা। এই গানটিতে ছেলে ও মেয়ের গলায় গেয়েছেন কিশোর কুমার। তবে মেয়ের অংশটি গাওয়ার কথা ছিল লতা মঙ্গেশকরের। জীবনে কোনওদিন আপসের পথে পা রাখেননি কিশোর কুমার। জরুরি অবস্থার সময়ে তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য হয় তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসের। রাজনৈতিক দলের শর্তে রাজি হননি তিনি। তার মাসুলও তাঁকে দিতে হয়েছিল। ১৯৭৬ থেকে জরুরি অবস্থা শেষ হওয়া অবধি অল ইন্ডিয়া রেডিও এবং দূরদর্শনে তাঁকে ব্যান করে।

সত্যজিতের চোখে কিশোর

লতা’জী কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে কিশোর কুমার নিজে বলেছিলেন, আমি ‘সা রে গা মা পা’ জানি না। ‘সা রে গা মা’ না জেনে,কি করে একটা মানুষ গান গেয়ে আসমুদ্র হিমাচল শ্রোতাদের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নিতে পারেন,সেটা একটা বিস্ময়! খোলা ও দরাজ গলা ছিল কিশোর কুমারের সম্পদ। এই খোলা গলাটাই বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী সত্যজিৎ রায় ব্যবহার করেছিলেন ‘চারুলতা’ ও ‘ঘরে বাইরে’ ছবিতে রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার জন্য। কিশোর কুমার ‘অ্যাডভান্স পেমেন্ট’ ছাড়া কখনও গান করতেন না। কিন্তু এই দুটি ছবিতে গান করার জন্য উনি কোন পারিশ্রমিক নেন নি। ‘ঘরে বাইরে’র গান রেকর্ডিংয়ের জন্য মুম্বই (তৎকালীন বম্বে) গেছেন সত্যজিৎ বাবু। তিনি কিশোর কুমারকে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চল রে চল সবে ভারতসন্তান, মাতৃভূমি করে আহ্বান’ ওপেন ভয়েসে গাইতে বলেন। কিশোর অবাক! তার মানে কি গানের সঙ্গে কোনও যন্ত্রসঙ্গীত থাকবে না? ওপেন ভয়েস মানে তো খালি গলায় গান। না, তিনি পিয়ানো বাজাবেন আর কিশোর গাইবেন, সত্যজিতের স্পষ্ট নির্দেশ। তাই গাইলেন কিশোর। আবারও ছবিতে সেই গানে ঠোঁট মেলালেন সৌমিত্র। ‘চল রে চল সবে’ ছাড়া ‘ঘরে বাইরে’তে আরও দুটি গান গেয়েছিলেন কিশোর। একটি ‘বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান’ ও ‘বুঝতে নারি নারী কী চায়’। এই দুটি গান কিশোর কোনওরকম যন্ত্রানুষঙ্গ ছাড়াই গেয়েছিলেন। ‘চারুলতা’ মুক্তি পায় ১৯৬৪ সালে। ওই একই বছরে ‘দূর গগন কি ছাঁও মে’ ছবির প্রিমিয়র উপলক্ষ্যে কলকাতায় এসেছিলেন কিশোর ও তাঁর পুত্র অমিত কুমার। অধুনালুপ্ত প্যারাডাইস প্রেক্ষাগৃহে সেদিন উপস্থিত ছিলেন বাংলা ছবির জগতের তাবড় নক্ষত্ররা। শহরে তখন ‘কাপুরুষ ও মহাপুরুষ’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত সত্যজিৎ। কিশোর কুমার একদিন পুত্র অমিত কুমারকে সঙ্গে নিয়ে স্টুডিওতে পৌঁছে গেলেন। তারপর সত্যজিৎ বাবুকে দেখতে পেয়েই বলে উঠলেন, ‘মানিক মামা, মানিক মামা করছ তুমি কী?’ কিশোরের আগমনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সত্যজিৎ। বুঝলেন কিশোর ফ্লোরে উপস্থিত থাকলে শুটিং করা অসম্ভব। তাই সেদিনের মতো প্যাকআপ ঘোষণা করে দিলেন তিনি। এরপর শুরু হলো আড্ডা। কিশোর বললেন, তিনি একটি ছবি পরিচালনা করবেন এবং সত্যজিৎকে তাতে অভিনয় করবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মা জগতকে ধারন করে থাকেন। জগতের শ্রীবৃদ্ধি করে থাকেন মা। তিনি শক্তিদাত্রী। তিনি ভক্তিদাত্রী। তিনি সবার মঙ্গল করেন। তিনি জ্ঞানদায়িনী,উজ্জ্বলময়ী মা, ভক্তিমতী মা। তিনি শ্রদ্ধাশীলা মা। তিনি সবার শুভ কামনা করে থাকেন। সবাই যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে এবং খেতে পরতে পারে সেটা দেখভাল করেন। তিনি চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন না। তিনি ব সময়ে চোখ খুলে রাখেন। জগতে রক্ষা করেত তিনি সব সময়ে নিজের তিনটি নেত্রকে সজাগ রাখেন। ভগবান সবাইকে যখন পাঠিয়েছেন তখন সবার খাদ্য দিয়েই পাঠিয়েছেন।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ধর্মের জয়ী সব সময়ে। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে।জীব প্রেম ধর্মকে জানতে হবে। মানব প্রেম ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এই ধর্ম সবাই গ্রহণ করতে পারে না। যিনি পারেন তিনি মহান। তিনি সবার মনকে জয় করতে পারেন। তিনি সর্বজয়ী হন।

অপারেশন সিঁন্দুর নিয়ে বহু আলোচনা সংসদে হলে তা এখনও পর্যন্ত অধরা

বিশেষ প্রতিবেদক

অপারেশন সিঁদুর’ নিয়ে সংসদে আলোচনা হলেও, বহু প্রশ্নের জবাব রইল অধরাই।

সংসদে সাম্প্রতিক অধিবেশনে ‘অপারেশন সিঁদুর’ প্রসঙ্গে আলোচনার সূচনা রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং নাগরিক উদ্বেগ; উভয়কেই নতুন মাত্রা দিয়েছে। এই

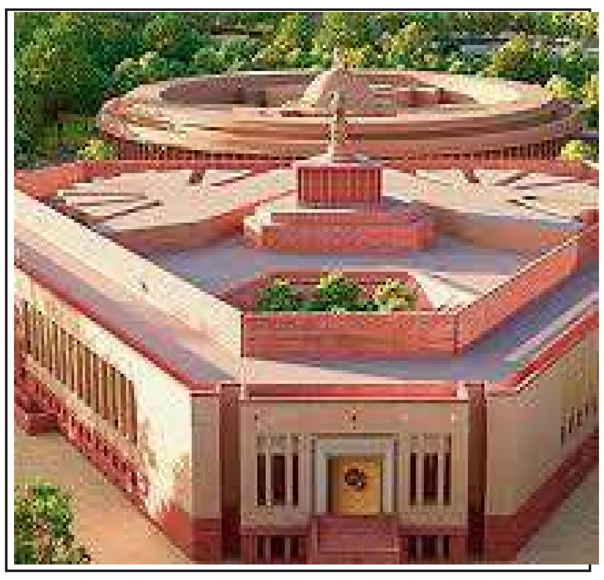

গোপন অভিযান নিয়ে একাধিক তথ্য সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হলেও, সরকারের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা যথেষ্ট অস্পষ্ট, খণ্ডিত ও প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়নি জনগণের মনে, বরং নানা জল্পনা ও সংশয় ঘনীভূত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, যে অপারেশনকে এত গৌরবের সঙ্গে সামনে আনা হল, তার পিছনে যদি প্রকৃতপক্ষে জাতীয় স্বার্থ জড়িত থাকে, তবে তা নিয়ে এত গোপনীয়তা কেন? কেনই বা সংসদে প্রশ্নের মুখে সরকার এড়িয়ে চলল একের পর এক বিষয়?

অপারেশন সিঁদুর নামে পরিচিত এই অভিযানের শুরু থেকেই রহস্য ঘনিয়ে ছিল। কোথায়, কীভাবে, কাদের বিরুদ্ধে, এবং কী উদ্দেশ্যে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল; তা নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র সরকারি তরফে দাবি করা হয়েছে, এই অপারেশনের মাধ্যমে দেশের নিরাপত্তা এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। তবে এই বক্তব্য আদৌ যথেষ্ট নয়। কারণ একটি গণতান্ত্রিক দেশের সরকারের কাছে জনগণের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়বদ্ধতা রয়েছে, বিশেষত যখন একটি অপারেশনের আর্থসামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব বৃহৎ জন জীবনের ওপর পড়ে।

সংসদে বিরোধীদের প্রশ্ন ছিল একাধিক স্তরে;এই অভিযানের আইনি ভিত্তি কী ছিল, অপারেশন চালাতে কোন কোন সংস্থা যুক্ত ছিল, অভিযানের লক্ষ্যস্থল কোথায় ছিল, কতজন ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়েছেন বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এবং এই সবের পিছনে প্রাথমিক তথ্য বা গোয়েন্দা প্রতিবেদন কতটা বিশ্বাসযোগ্য ছিল। কিন্তু এর কোনও প্রশ্নেরই পরিষ্কার বা বিস্তারিত উত্তর মেলেনি। সরকারের পক্ষ থেকে বরং বলা হয়েছে, এটি একটি গোপন অভিযান, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সব কিছু বলা সম্ভব নয়। এই উত্তরে যত না তথ্য দেওয়া হল, তার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য আড়াল করা হল।

এখানেই প্রশ্ন উঠছে;জাতীয় নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে কি সব সময় সরকার তথ্য গোপন করতে পারে? এমনকি সংসদের মত একটি সর্বোচ্চ গণতান্ত্রিক মঞ্চেও যদি তথ্য চেপে যাওয়া হয়, তাহলে জনতার সামনে সত্য উন্মোচনের সুযোগ কোথায় থাকে? একদিকে সরকার এই অপারেশনকে সাফল্যের নজির হিসেবে তুলে ধরছে, আবার অন্যদিকে অভিযানের সার্বিক কাঠামো নিয়ে নীরবতা পালন করছে। এই দ্বৈত অবস্থান থেকেই সন্দেহ আরও বেড়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে অপারেশনের নামেই বিতর্ক রয়েছে। ‘সিঁদুর’ নামটি হিন্দু নারীর বিবাহিত পরিচয়ের প্রতীক হিসেবে ভারতীয় সমাজে প্রতীকী গুরুত্ব বহন করে। এই নামকরণ যদি উদ্দেশ্যমূলক হয়ে থাকে, তবে তা ধর্মীয় বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কেমন বার্তা দেয়, তা নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ, এই নামের মধ্যেও রয়েছে রাজনৈতিক বার্তা ছড়ানোর প্রচেষ্টা, এবং সরকারি ‘ন্যারেটিভ’ -এ ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে অপারেশনের বৈধতা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা।

সংসদে আলোচনার সময় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উঠে এসেছে; অপারেশন সিঁদুরের সময় কতটা মানবাধিকার রক্ষা করা হয়েছিল। যাদের উপর এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল, তারা কি অপরাধী ছিল, না কি শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে তাদের আটক করা হয়েছিল;এই প্রশ্নগুলির উত্তর মেলেনি। আরও উদ্বেগের বিষয় হল, এই অপারেশনের ফলে যদি নিরীহ কোনও ব্যক্তি হয়রানির শিকার হয়ে থাকে, তাহলে তার ক্ষতিপূরণ ও আইনি সহায়তার ব্যবস্থা কীভাবে করা হবে? এমন কোনও রূপরেখা কি সরকারের হাতে আছে?

এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও বিচারপ্রক্রিয়ার প্রশ্ন। গণতন্ত্রে প্রশাসনের যে কোনও পদক্ষেপ বিচারযোগ্য হওয়া উচিত, এবং তা সংসদের সামনে জবাবদিহির আওতায় আসা আবশ্যক। কিন্তু অপারেশন সিঁদুরের ক্ষেত্রে সেই স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহির কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বরং সরকারের হঠাৎ করে বক্তব্য দেওয়া এবং আবার কিছুদিন পরে তা নিয়ে চুপ হয়ে যাওয়া;এই দোদুল্যমান অবস্থান থেকেই স্পষ্ট হয়, এই অপারেশনের পেছনে হয় কোনও অপ্রকাশ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে, অথবা প্রশাসনিক অদক্ষতা চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। অপারেশনের শুরুতে কিছু সংবাদমাধ্যমে ‘এক্সক্লুসিভ’ রিপোর্ট প্রকাশ পেলেও, তারপরে সেই রিপোর্টগুলিকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হলে অনেকেই যেন সরে দাঁড়ালেন। কিছু সংবাদমাধ্যম সরকারের বক্তব্যের বাইরে যেতে রাজি হয়নি, আবার কিছু বিরোধী শিবিরের ভাষ্য প্রচার করে নিজেদের বিতর্কে টেনে আনল। এতে আরও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। এমন স্পর্শকাতর একটি বিষয়ে সাংবাদিকতার দায়িত্বশীল ভূমিকা অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু দেখা গেল, তথ্য যাচাই না করেই কিছু মিডিয়া রিপোর্ট তৈরি করেছে, আর কিছু সম্পূর্ণ নীরব থেকেছে। ফলত, সাধারণ মানুষ পুরো ঘটনা নিয়ে নির্দিষ্ট তথ্য না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছেন।

সব মিলিয়ে বলা যায়, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সরকারের অস্বচ্ছ অবস্থান, সংসদে প্রশ্নের জবাব না দেওয়া, সংবাদমাধ্যমের বিভ্রান্তিকর ভূমিকা এবং বিচারবিভাগীয় তত্ত্বাবধানের অনুপস্থিতি;সবই মিলিয়ে এক গভীর উদ্বেগের ছবি তৈরি করেছে। যদি সত্যিই এই অপারেশন কোনও বৃহৎ চক্রান্ত রুখে দিয়ে থাকে, তবে তার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা দরকার ছিল। অন্যদিকে, যদি এই অপারেশন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে, তাহলে তা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক ইঙ্গিত। জনগণের কাছে উত্তরদায়িত্ব থাকা যে কোনও সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। বিশেষত সংসদে যখন কোনও বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন তোলা হয়, তখন তা উপেক্ষা করা শুধু মাত্র তথ্যগোপন নয়, গণতান্ত্রিক নৈতিকতারও অবমাননা। তাই সরকারের উচিত, অপারেশন সিঁদুর নিয়ে সমস্ত বিভ্রান্তি দূর করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও স্বচ্ছ বিবৃতি পেশ করা এবং প্রয়োজনে একটি উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে সত্য উন্মোচনের পথে এগিয়ে যাওয়া। কারণ গোপন অপারেশনের মোড়কে যদি প্রশ্ন চাপা পড়ে যায়, তবে তা শুধু গণতন্ত্রের নয়, দেশের নিরাপত্তারও পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে। এখনই প্রয়োজন, ধোঁয়াশা কাটিয়ে সত্যের মুখোমুখি হওয়া। ভারতবর্ষ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। ইে দেশের জনগণের সব কিছুরই জানার প্রয়োজন রয়েছে। তাদের যেমন ভোটাধিকার রয়েছে, পাশাপাশি সরকার কী করছে তার ওপরেও নজর রাখতে পারে এবং সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেব। যেভাবে সিঁন্দুর অপারেশন নিয়ে প্রচার করা হচ্ছে তাতে কতখানি দেশের লাভ হয়েছে এবং দেশ কতখানি নিরাপদে রয়ে গেল তা নিয়ে জনগণ প্রশ্ন রাখতেই পারে। সব কিছুকে প্রতিরক্ষা ব্যাপারে গোপনীয় করে রাখা যায় না। আসলে সরকার চায় তারা যা করবে তা ঠিক। সরকার যদি ভুল পথে পরিচালিত হয় তাহলে সঠিক পথ নির্ণয় করে দিতে পারে জনগণ। সবচেয়ে বড় কথা হল সংবাদ মাধ্যমের ওপরে সরকারের কোনও আস্থা নেই। সংবাদ মাধ্যম সব সময়ে চেষ্টা করে সত্যকে প্রকাশ করতে। সত্য যাতে প্রকাশ না হয় তার জন্য আড়াল থেকে একটি চাপ তৈরি হয়। সেই চাপকে বহু সংবাদপত্র অগ্রাহ্য করলে তার ওপরে আঘাত এসে পড়ে। আবার সরকার বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে তাকে দমন করার জন্য সরকার বলপ্রয়োগ করে থাকে। আসলে দেখতে হবে দেশ বিরোধী কোনও কথা বলা হচ্ছে কিনা বা আন্দোলন হচ্ছে কিনা। দেশ বিরোধী আন্দোলন বা কথাকে কোনও রকমভাবে গ্রহণ করা যায় না। সরকার যদি মনে করে যে কোনও প্রতিরক্ষা অপারেশন দেশের পক্ষে মঙ্গল এবং তা প্রচার হলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে তাহলে সরকার তা প্রকাশ করে না।

উৎপাদিত ফসলের সঠিক সংরক্ষণ রাখাটা জরুরী

বিশেষ প্রতিবেদক

অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ সংরক্ষণের অভাবেই নষ্ট হচ্ছে কৃষকের ঘাম ঝরানো সোনালি শস্য। ভারতের কৃষি ব্যবস্থার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হল ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সমন্বয়হীন সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাব। বিশেষত যখন কোনও মৌসুমে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদিত হয়, তখন সেই সোনালি ফসল সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবে পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, কিংবা বাজারে দাম না পেয়ে কৃষক বাধ্য হন ফসল ফেলে দিতে। এই চিত্র আজ নতুন নয়। বরং গত এক দশকে এই ঘটনা বারবার উঠে এসেছে সংবাদপত্রের শিরোনামে, কৃষক আন্দোলনের দাবি-দাওয়ায় এবং কৃষি অর্থনীতি বিদদের বিশ্লেষণে। অথচ এই সংকটের নিরসনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার না হওয়া এবং কার্যকরী নীতির অভাব স্পষ্ট।

ভারতের মতো কৃষিনির্ভর দেশে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন কখনও আশীর্বাদ হিসেবে দেখা উচিত, যদি সেই ফসলকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আজও দেশের বহু রাজ্যে সঠিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গুদাম নেই, ফসল সংরক্ষণের আধুনিক প্রযুক্তি ও কোল্ড চেইন ব্যবস্থার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ফলে, যখন আলু, পেঁয়াজ, টমেটো বা ধানের মতো প্রধান ফসল অতিরিক্ত উৎপাদিত হয়, তখন তার একটা বড় অংশ কৃষকের গুদামেই পচে যায় বা ন্যায্য দাম না পেয়ে রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়া হয়। এমনকি খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সময়েও দেখা যায়, কৃষকরা উৎপাদনের সঠিক মূল্য পান না, আর শহরের মানুষ কিনতে বাধ্য হন দ্বিগুণ দামে। এই অসামঞ্জস্য শুধু কৃষকের ক্ষতি নয়, পুরো অর্থনীতিরই অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার প্রতিচ্ছবি।

এই সংকটের পেছনে অন্যতম বড় কারণ হল সরকারের অপর্যাপ্ত পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অভাব। ফসল উৎপাদনের পূর্বাভাসের কোনও নির্ভরযোগ্য পরিকাঠামো এখনো দেশব্যাপী তৈরি হয়নি। কোথায় কত জমিতে কী চাষ হবে, তাতে উৎপাদনের পরিমাণ কেমন হতে পারে;এই হিসাব আগেভাগে জানা গেলে সরকার বা কৃষিজীবী সংগঠনগুলি আগে থেকেই সংরক্ষণের প্রস্তুতি নিতে পারত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, সরকার উৎপাদনের পরে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে। তখন ততদিনে বহু কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছেন, বহু ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি কৃষি বিপণন ব্যবস্থাও এতটাই দুর্বল যে, কৃষক নিজের উৎপাদন নিয়ে সঠিক বাজারে পৌঁছাতেই পারেন না। মধ্যস্বত্বভোগীরা তখন সুযোগ নিয়ে নামমাত্র দামে কৃষকের ফসল কিনে মুনাফা করে।

বিশেষ করে পেঁয়াজ ও টমেটোর ক্ষেত্রে এই সমস্যা প্রকট। প্রতি বছর গ্রীষ্ম ও বর্ষার সন্ধিক্ষণে টমেটো উৎপাদন বেড়ে যায়। কিন্তু কোল্ড স্টোরেজ না থাকায় অধিকাংশ টমেটো নষ্ট হয়। ফলস্বরূপ কৃষকরা মাত্র ২ থেকে ৫ টাকা কেজি দামে বিক্রি করতে বাধ্য হন। আর একই ফসল শহরের খুচরো বাজারে বিক্রি হয় ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজি দামে। কৃষকের হাতে লাভ না এসে লাভ হয় শুধুমাত্র মধ্য বিতরণ ব্যবস্থার একাংশের হাতে। এখানেই প্রয়োজন একটি শক্তিশালী কোল্ড চেইন নেটওয়ার্ক ও আধুনিক সংরক্ষণ প্রযুক্তির, যাতে কৃষকরা উৎপাদনের সময়ের ওপর নির্ভর না করে প্রয়োজন মতো সংরক্ষণ করে সুবিধাজনক দামে বাজারজাত করতে পারেন। এর পাশাপাশি কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও একান্ত প্রয়োজন। ফসল কীভাবে সংরক্ষণ করা যায়, কোন ধরনের কেমিক্যাল ফ্রি মেথডে তা সম্ভব, কীভাবে নিজের উৎপাদনকে সরাসরি অনলাইন বা স্থানীয় বাজারে নিয়ে যাওয়া যায়;এইসব দিক কৃষকদের শেখাতে হবে। সরকারের কৃষি দপ্তর বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির এখানে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত। সেই সঙ্গে কৃষক-কেন্দ্রিক অ্যাপ চালু করে ফসলের বাজারদর, গুদামের অবস্থান, সংরক্ষণ সংক্রান্ত পরামর্শ পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে সরাসরি কৃষকের মোবাইলে।

যদিও কেন্দ্র ও কিছু রাজ্য সরকার সম্প্রতি ‘কৃষক সমৃদ্ধি যোজনা’ বা ‘ফুড প্রসেসিং ক্লাস্টার’ গঠনের মতো প্রকল্প গ্রহণ করেছে, কিন্তু সেইসব বাস্তবায়ন এখনও খুব সীমিত। এসব প্রকল্পের উপকারিতা কতজন কৃষকের কাছে পৌঁছেছে, কতটা ফসল সংরক্ষণের সুবিধা হয়েছে, তা নিয়ে স্বচ্ছ পরিসংখ্যান প্রকাশ করা প্রয়োজন। পাশাপাশি, কৃষি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে বেসরকারি সংস্থাকেও উৎসাহিত করে। একাধিক রাজ্যে ‘পিপিপি মডেল’,এ কোল্ড স্টোরেজ গড়ে তোলা যেতে পারে, যেখানে সরকার প্রাথমিক পরিকাঠামো দেবে, আর পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে দক্ষ বেসরকারি সংস্থার হাতে।এই সংকটের নিরসনে আন্তর্জাতিক উদাহরণ থেকেও শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে। নেদারল্যান্ডস, ইজরায়েলের মতো ছোট দেশেও কীভাবে প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিকীকরণ করে ফসল সংরক্ষণ ও রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনীতিতে সাফল্য এসেছে, তা বিশ্লেষণ করা দরকার।

শৈশবকাল থেকেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ছিলেন দুষ্টমীতে ভরা একটি দুরন্ত বালক

বিশেষ প্রতিবেদক

বেতারের প্রাণপুরুষ, বাঙালির প্রাণনাথ। তাঁর জীবনে মিলেছে বেতার ও বাঙালির আবেগ। আপনভোলা বহুমুখী প্রতিভা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

শরতের পুজো, পুজোর কলকাতা, কলকাতার বেতার, বেতারের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র! ইনি এমন এক বাঙালি, যাঁর অভাবনীয় জন প্রিয়তার কারণে বেতারের অনুষ্ঠানকেই ‘মহালয়া’ বলে ভুল

করেন অনেকে। আসলে ‘মহালয়া’ একটি তিথি। অনুষ্ঠানটির নাম ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। এই অনুষ্ঠানের এতটাই জনপ্রিয়তা যে, তাঁকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা মিথ।

অনেকেই বলেন, চণ্ডীপাঠের আগে স্নান করে পট্টবস্ত্র পরে পুরোহিতের সাজে বসতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। তবে তাঁর কন্যা সুজাতাদেবীর কথায়, ‘‘বাবাকে কখনও ঠাকুরকে একটা ধূপও দিতে দেখিনি। অনুষ্ঠানের দিন বিয়ের জোড়টা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন।’’

বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্তোত্রপাঠের গাম্ভীর্যে মুখরিত হয়ে ওঠে মহালয়ার আধো ঘুমে-আধো জেগে থাকা পাড়া। বাঙালির ক্লিন্ন মনে সঞ্চারিত হয় ভাবরস। তখন কারও মনের ক্যানভাসে ভেসে ওঠে মায়ের মৃন্ময়ী রূপ, কারও চোখে ভাসে তাঁর ইষ্ট দেবতা, কেউ বা হয়তো দেখতে পান তাঁর হারানো প্রিয়জনকে। ‘‘আমরা চার বোন ছাদে বসে তখন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শুনতাম। হিম পড়ত। তাই গায়ে একটা হালকা চাদর জড়িয়ে নিতাম। মন দিয়ে শুনলে দেখবেন, শুনতে শুনতে চোখে জল চলে আসে...’’ রামধন মিত্র লেনের বাড়িতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের ঘরে বসেই কথাগুলো বলছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুজাতা। বয়স ছিয়াশি বছর। মহালয়ার কথা বলতেই তাঁর চোখের কোণেও চিকচিক করছিল মুক্তোর মতো কয়েক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। ‘‘মা (রমারাণী দেবী) এক বার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, স্তোত্রপাঠের সময়ে কোথাও কোথাও তোমার গলা ধরে আসে কেন? বাবা বলেছিলেন, মা চণ্ডীকে তখন সামনে দেখতে পাই আমি,’’ স্মৃতিসুধার আলো ভাগ করে নিলেন সুজাতাদেবী।

কয়েক প্রজন্ম ধরে বাঙালির মাতৃ-আবাহনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। প্রাক-স্বাধীনতা যুগ থেকে সে যাত্রাপথের শুরু। ‘বেতার জগৎ’ বিক্রি থেকে বেতারের জনপ্রিয়তার তুঙ্গে পৌঁছনোর দীর্ঘ পথেই কেটেছে তাঁর জীবনের আলো-ছায়া। ঘর নয়, কাজই ছিল তাঁর সর্বক্ষণের প্রিয় সঙ্গী। তবু অবসরের পরে তেমন আর্থিক সুবিধে পাননি। আক্ষেপ করেছেন, দুঃখ পেয়েছেন। তবু বেতারের সঙ্গ ছাড়েননি।

১৯০৫ সালের অগস্ট মাসে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম। বাবা কালীকৃষ্ণ ভদ্র এবং মা সরলাসুন্দরী দেবী। রামধন মিত্র লেনের বাড়িতে আসেন খুবই ছোট বয়সে। বাড়িটি কিনেছিলেন তাঁর ঠাকুমা। তাঁর উপার্জিত অর্থে। পঞ্জাবের নাভা স্টেটের মহারানির প্রাইভেট টিউটর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। সেই সময়ের নিরিখে তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। ইংরেজি, সংস্কৃত জানতেন। ঠাকুমার কাছেই সংস্কৃতের প্রথম পাঠ বীরেন্দ্রর। বাড়ির কাছেই তেলিপাড়া লেনে কয়েক জন ছাত্রকে নিয়ে একটি প্রাইভেট স্কুল শুরু করেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ দে। তিনি সাত্ত্বিক মানুষ, মাছ-মাংস খেতেন না। ছোট্ট বীরেনকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর বাড়িতেই দশ বছর বয়সে প্রথম চণ্ডীপাঠ করেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। এর পরে টাউন স্কুলে ভর্তি হন। তবে রাজেনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগে ছেদ পড়েনি।

অঙ্কে মন ছিল না বীরেন্দ্রর। ম্যাট্রিক পাশ করেই জ্যামিতি, বীজগণিত, পাটিগণিতের যত বই ছিল, সব গঙ্গায় জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। এত দিনের বোঝা লঘু করতে পেরে সে কী আনন্দ! তবে ছোটবেলা থেকেই স্মৃতিশক্তি প্রখর। ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। এক বার রাজেনবাবু এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বীরেনের নাম লিখিয়ে দেন। ‘বীরাঙ্গনা কাব্য’ ছিল আবৃত্তির বিষয়। মাঝে মাঝেই তাগাদা দিতেন, মুখস্থ কত দূর হয়েছে জানার জন্য। তবে ‘আজ করছি, কাল করছি’ বলে বীরেন কাটিয়ে দিতেন। প্রতিযোগিতার তিন-চার দিন আগে হুঁশ হল ছেলের। চল্লিশ পাতার কবিতা মুখস্থ করতে হবে। আত্মবিশ্বাস ছিল একটু বেশি। শিখেও ফেললেন নির্দিষ্ট দিনের আগেই। প্রতিযোগিতায় দু’-চার পৃষ্ঠা বলার পরেই থামতে বলা হয় বীরেনকে। তবে তাঁর উচ্চারণ শুনেই হোক বা মুখস্থ শক্তির পারদর্শিতা দেখে; এক বিচারক আরও কিছুটা অংশ শোনাতে বলেন তাঁকে। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন বীরেন। স্কুলে দুষ্টুমিও ছিল তাঁর অভিনব। এক বার নকল টিকি চুলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন। আর গরু লেজ দিয়ে যে ভাবে মাছি তাড়ায়, সে ভাবেই ছটফট করছিলেন ক্লাসে। বাকি ছাত্ররা হেসে লুটোপুটি। কিন্তু স্যরের চোখে পড়তেই সমূহ বিপদ। বেশ কয়েকটা চড়-চাপড় খেতে হয়েছিল তাঁকে। আবার ক্লাসে নতুন কেউ এলে ল্যাং মেরে ফেলেও দিতেন। তবে খেলাধুলোয় একেবারেই উৎসাহ পেতেন না কিশোর বীরেন। সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেনিস... কিছুতেই না। ‘‘ঘুড়ি পর্যন্ত ওড়াতে গিয়ে দেখেছি।

পাঠকদের কলমে অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী

বিশেষ প্রতিবেদক

উত্তর কলকাতার এক বনেদি পরিবারে কেয়া চক্রবর্তীর জন্ম হয় পিতার নাম অজিত চক্রবর্তী। তবে শিশুকাল থেকেই মায়ের কাছে মানুষ তিনি । স্কটিশ চার্চ কলেজের ভালো ছাত্রী ছিলেন। ইংরাজীতে এম.এ. পাশ করে ওই কলেজেই অধ্যাপনার কাজ নেন।

তিনি অভিনয় করতে ভালবাতেন। স্কটিশ চার্চ কলেজে ছাত্রাবস্থাতেই

ইংরাজী ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬০ সালে পর পরই আন্তঃকলেজ নাট্যপ্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনয়ের জন্য পুরস্কার পান। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যুব উৎসবে দিল্লি এবং মহীশূরে আমন্ত্রিত হন। তবে বাংলা রঙ্গমঞ্চে নান্দীকার গোষ্ঠীর প্রযোজিত নাটকগুলিতে অভিনয়ের মাধ্যমে কিংবদন্তি অভিনেত্রী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রথম অভিনয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ‘চার অধ্যায়’ নাটকে। এরপর ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ হতে নিয়মিত অভিনয়। ‘তিন পয়সার পালা’ অভিনয়ের পর তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ব্রেখটের নাটকের বাংলা সংস্করণ ‘ভালো মানুষ’ নাটকে তার দ্বৈত-চরিত্রের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ‘আন্তিগোনে’ নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে পশ্চিমবঙ্গ সাংবাদিক অ্যাসোসিয়েশনের ‘শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী’ র পুরস্কার পান। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে বিনা বেতনে নান্দীকারের সর্বক্ষণের কর্মী হন।

নান্দীকার এ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও কেয়া চক্রবর্তী একসাথে অভিনয় একটা স্বর্ণযুগ ছিল । তার শেষ অভিনীত নাটক ‘ফুটবল’। কেয়া চক্রবর্তী ভালো অনুবাদক ছিলেন। অভিনয় করার উদ্দেশ্যে বার্নার্ড শ’র ‘সেন্ট জোয়ান’ নাটকটির অনুবাদ করে ছিলেন। অর্থের প্রয়োজনে কখনো কখনো সিনেমায় অভিনয় করলেও তার আসল ক্ষেত্রটি নাটকে। নাট্যভাবনা নিয়ে কিছু লেখা তিনি লিখেছেন। কেয়া চক্রবর্তীর মঞ্চাভিনয় (১৯৬১ - ১৯৭৭)। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ঃ ১, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র , ২. শের আফগান , ৩, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী , ৪. বীতংস, ৫. অগ্নিবিষয়ক সতর্কতা ও গৌতম , ৬. হে সময়, উত্তাল সময়, ৭. শাহী বাদ প্রভৃতি

সরকার এল পাড়ায়, কথা বলল দরজায় দাঁড়িয়ে!

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ আগস্ট ঃ রাজনীতির চাকা যখন একটু কাঁচা

রাস্তা দিয়ে চলতে শুরু করে, তখন সরকার ভাবে - এ বার একটু রাস্তাটা মেরামত করাই যাক। ঠিক সেরকম সময়েই 'পাড়ায় সমাধান' নামে এক কর্মসূচি রাজ্য জুড়ে চালু হয়েছে, যাতে সরকার নিজে এসে জনতার দুয়ারে দাঁড়িয়ে বলছে, বলুন কী সমস্যা? গত ২ আগস্ট, পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকের চকদিঘী ও বেরুগ্রাম অঞ্চলে এই কর্মসূচির ক্যাম্প বসেছিল যথাক্রমে পাহাড়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও চক্ষণযাদি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। আর সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, বিডিও রাহুল বিশ্বাস, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, সাথে আজাদ রহমান ও সাহাবুদ্দিন শেখ - যেন একদল সমস্যা শিকারি বেরিয়েছেন মাঠে। জনগণের সমস্যার থলি কিন্তু মোটেও হালকা নয়। কেউ বলছেন, রাস্তা নেই কেউ বলছেন, ড্রেন আটকে গেছে কেউ আবার হাত তুলে জানাচ্ছেন, আমার নামে প্রকল্পের টাকা এল না! এই সব অভিযোগ শুনে মেহেমুদ খাঁন বললেন, এটাই তো আসল গণতন্ত্র! জনগণ সরাসরি বলতে পারছেন, আর আমরাও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি। শুনতে ভালো লাগে, হ্যাঁ। তিনি আরও বললেন, যারা এখনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। রাস্তাঘাট, আলো, ড্রেন - সব কিছুই দ্রুত করা হবে। মানে, ভোটের আগে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তার রূপায়ণ এবার ক্যাম্পে বসেই শুরু! যাই হোক, যারা বলেছিলেন, সরকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায় না - তারা এখন অন্তত বলতেই পারেন, সরকার এখন সত্যিই 'পাড়ায়' এসেছে। যদিও প্রশ্নটা থেকেই যায় - এই উদ্যোগ কি কেবল লোকদেখানো, নাকি সত্যিই কিছু বদল আনবে? তবে একথা ঠিক - মুখ্যমন্ত্রী যখন বলেছিলেন দুয়ারে সরকার, তখন অনেকে হেসেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি প্রমাণ করছেন, দরজায় নয় - একেবারে উঠোনে পা রেখে শুনছেন জনগণের কথা। আর যদি প্রতিশ্রুত সমাধানগুলো বাস্তবেও হয়, তাহলে অন্তত বলা যাবে - 'পাড়ার কথাই পাড়া জানে, আর সরকারও এখন সেটা শুনছে।'

সোনার হার ছিনিয়ে হাওয়া সাধুর দল, নাকা চেকিংয়ে পাকড়াও

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৫ আগস্ট ঃ সাধু বেসে এলাকায় ঘুরছিলেন। সেই সাধুর আসল রূপ বেরিয়ে এল সোনার গয়না দেখে। ভিন রাজ্যের ৪ লুটেরাকে গ্রেফতার করল কুলটি থানার পুলিস। ওই ৪ যুবক উত্তরাখণ্ড ও হরিয়ানার বাসিন্দা। তাদের আজ আদালতে তোলা হচ্ছে। সোমবার ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা কৃষ্ণ বাউরি তার স্ত্রীকে নিয়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে পুরনো কল্যাণেশ্বরী মন্দিরে পুজো দিতে আসেন। ঠিকঠাক ভাবে পুজো দিয়ে তারা ঘরে ফেরার জন্য রওনা দেন। কিন্তু মন্দির থেকে ফেরার পথে দামাগড়িয়া রেলব্রিজের কাছে ৪ 'সাধুর' সঙ্গে তাদের দেখা হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এনআইটি/০২/২৫/৪৮, তারিখ ০৪.০৮.২০২৫। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি যথাক্রমে ঃ টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৯.০৮.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ০১২৫১৪৩৩;** ডেন্সিফায়েড ফার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদি সংগ্রহ; ১,৩৪,২৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২১.০৮.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ০১২৫১৪৩১;** ডেন্সিফায়েড ফার্মাল বন্ডেড পলিয়েস্টার ব্লক ইত্যাদি সংগ্রহ; ২,৫৪,২১০ টাকা। **(৩) ২১২৫১০২৬;** ক্যাসনাব ২২ডব্লু এবং বিএলসি ধরনের কন্টেনার ওয়াগন ইত্যাদিতে সিটিআরবি ক্লাস 'ই' (৬" x ১১")-এর উপযুক্ত ওয়াইড জ অ্যাডেপ্টার; ১,৭৭,১৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৫.০৮.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৪) ০৮২৫১০১২;** কেবল সিঙ্গল কোর ১০ বর্গ মিমি ৭৫০ ভোল্ট; ১,০৯,০০০ টাকা। **(৫) ০৮২৫১৬৯৩;** ৯কেভিএ, ৭৫০ভি/৪১৫ভি/১৯০ভি, ৩-ফেজ ড্রাই টাইপ ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফর্মার ইত্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদি; ১,০৩,৮৮০ টাকা। **(৬) ১০২৪২৪২৮এ;** পি৭ লোকো টি-এর জন্য গীয়ার কেস কমপ্লিট; ১,১৬,৫৪০ টাকা। **(৭) ১১২৫১০৬৯;** ফুট প্লেট ব্যবস্থা; ১,০৭,০৫০ টাকা। **(৮) ১১২৫১৮০৩;** এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য আর্থিং রেজিস্টার সংগ্রহ; ১,৮৯,৫০০ টাকা। **(৯) ১১২৫১৮২৪এ;** হাই টেনসাইল টাইপ লক সেন্টার পাভার; ১১,৭৮,০৮০ টাকা। **(১০) ১১২৫১৮২৫এ;** এসএস বোল্টের কিট; ১,১৭,৯১০ টাকা। **(১১) ১২২৫৫২৭৮এ;** (ক) সংযুক্তকৃত সংযোজনী-ই অনুযায়ী বিসিএম-৭৯০ মেশিন আইওএইচ-এর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ (৪২টি)-এর সম্পূর্ণ সেট, মেক - প্লাসার (খ) সংযুক্তকৃত সংযোজনী-ডি অনুযায়ী বিসিএম-৭২৮ মেশিন আইওএইচ-এর জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাংশ (৪২টি)-এর সম্পূর্ণ সেট, মেক - প্লাসার ; ১,৬৭,৭৯০ টাকা। **(১২) ১২২৫৫৬৩৪;** ডিস্ট্রিবিউটর গীয়ার বক্স; ১,১৯,০৮০ টাকা। **(১৩) ১৫২৫৫০৮০;** ৮০০-৯০০কেডব্লু রেডিয়েটর কুল্ড ডিজেল ইঞ্জিন সমন্বিত ডিজেল জেনারেটিং সেটের ভিত্তি তৈরি, সংযোগ, পরীক্ষা ও চালুকরণ সহ সরবরাহ, সংস্থাপন; ২,৪৩,০০০ টাকা। **(১৪) ২০২৫৩০৪৫;** ৩ ফেজ এসি ইএমইউ-এর জন্য সংযুক্তকৃত সংযোজনী অনুযায়ী ৫১টি সামগ্রী সমন্বিত ভিভি১২০ কম্প্রেসরের জন্য অবশ্যপরিবর্তনীয় ওভারহলিং কিট; ১,০৮,৭৭০ টাকা। **(১৫) ২১২৫১০০২;** কার্ট্রিজ বিয়ারিং অ্যাসেম্বলি (৬" x ১১") ক্লাস 'ই' ইত্যাদির জন্য অ্যাক্সেল এন্ড স্টিল হাই টেনসাইল ক্যাপ স্ক্রু (১" ব্যাস ৮ ইউএনসি ২এ x ২-১/৪") থ্রেডের দৈর্ঘ্য; ১,৬২,৮০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৭.০৮.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৬) ১০২৫৫০৪১এ;** আইপি ভিত্তিক ভিডিও নজরদারি ব্যবস্থা; ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৮.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৭) ১০২৪৫০২৯এ;** ডব্লুএজি-৭ ইলেকট্রিক লোকোর জন্য কো-কো বগি ফ্রেম; ২,১৭,১২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৮) ১১২৫১৪১৩;** আবর্জনার বিনের ব্যবস্থা ইত্যাদির সংগ্রহ; ১,০১,১৪০ টাকা। **(১৯) ২০২৫১০৮৫;** ইএমইউ কোচের শাকু কাপলারের জন্য ফর্ক আই (সাব-অ্যাসেম্বলি); ১,৯৬,৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৮.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২০) ১১২৫১৭৩৬;** এলএইচবি কোচ ইত্যাদির জন্য ডোর অ্যারেঞ্জমেন্ট আর.এইচ এবং এল.এইচ সংগ্রহ; ৬,৮১,০৬০ টাকা। **(২১) ২০২৫১১৩৫;** এসি ইএমইউ-এর জন্য পিনিয়ন ২০ টিথ; ১,৫০,৩৮০ টাকা। **(২২) ২১২৫১১১৮;** ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ কমপ্লিট ইত্যাদি; ১০,৪৪,৯৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৩) ০৫২৫১২৮৩;** সার্ভোপ্লেক্স এসএইচসি-১২০-এর সংগ্রহ; ৮,১১,৮৬০ টাকা। **(২৪) ১১২৫১৮১৩;** কোচিং স্টক (কাস্টিং) ইত্যাদির জন্য সংশোধিত আইআরএস সাইড বাফার কেসিং সংগ্রহ; ২,২৪,৯৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৫) ১১২৫২৬১৭;** স্ফেরোইলাস্টিক রাবার বিয়ারিং; ২,৫১,২২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৫.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২৬) ১১২৫১০১৪;** কোচিং স্টক ইত্যাদির জন্য বর্ধিত ক্ষমতার সাইড বাফার সংগ্রহ; ৪,৯৯,৫৮০ টাকা। **(২৭) ২১২৫১০২২;** ক্যাসনাব বগি ইত্যাদির জন্য বগি সেন্টার পিভট টপ; ৩,৪২,১৮০ টাকা। **(২৮) ২১২৫১৩৯২;** প্রেসার ট্রান্সফর্মার কমপ্লিট ইত্যাদি; ৩,৭৪,৭৯০ টাকা। **(২৯) ২১২৪১৪১৭;** ক্যাসনাব বগি ইত্যাদির জন্য বগি সেন্টার পিভট টপ; ৪,৫১,১০০ টাকা। **(৩০) ২১২৫১৪২০বি;** সিটিআরবি ক্লাস 'ই' ৬" x ১১" ইত্যাদির উপযুক্ত ন্যারো জ অ্যাডেপ্টার; ২০,০০,০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৬.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩১) ০৫২৫১১৮৯;** ট্রাকশন মোটর ইত্যাদির জন্য রোলার বিয়ারিং এনইউ২২৩৬ এবং এনজে ৩২০-এর সেটের সংগ্রহ; ১৭,৩৮,২৮০ টাকা। **(৩২) ১১২৫১৭০৪;** নন-এসি কোচ ইত্যাদির জন্য শৌচালয়ের দরজা সংগ্রহ; ২,০৪,৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৩) ১১২৫১৮১০;** বগি বোলস্টার সাসপেনশন ইত্যাদির জন্য হ্যাঙ্গার সংগ্রহ; ৪,১০,৬৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২২.০৯.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৪) ১১২৫১৮১২;** স্ক্রু কাপলিং অ্যাসেম্বলি (বর্ধিত ক্ষমতার) ইত্যাদি সংগ্রহ; ২,৯৭,৪৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৬.১০.২০২৫-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৩৫) ২১২৫১১৩৩;** কেই ডিজাইন ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ ইত্যাদির জন্য ওভারহলিং কিট; ০ টাকা। **(৩৬) ২১২৫১১৩৪;** ওভারহলিং রাবার কিট ইত্যাদি;০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **সংশোধনী ঃ** নিম্নোক্ত টেন্ডারের সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন ঃ **০৫২৫১১৭৬ নির্ধারিত তারিখ ১৮.৯৮.২০২৫। দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত সব টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

(STORES-26/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/34/23/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Repairs to passage at 82/M Raja Rajendra Lal Mitra Road and surrounding area in Ward No.-34.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,47,760.00.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **12.08.2025 up to 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **14.08.2025 after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2025 (5 P.M.).**

(2) NIT No. : EE-III/35/22/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Restoration of paver block passages disturbed due to C.E.S.C. at 133 Raja Rajendra Lal Mitra Road and different places in Ward No.-035.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,94,847.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2025 up to 12 Noon.** Date and time of opening of tender: **18.08.2025 on or after 12 Noon.** The bid forms and other details shall be available on and from **06.08.2025 (5 P.M.).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/025/2025-26/R
Name of the work: **Installation of internal partition walls inside Bldg. Deptt. & other ancillary works inside CME (Civil) Deptt. Office under BR-XI.** Estimated value (including GST & CESS): **₹ 2,98,417.66.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Time of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/103/018/25-26/R/U
Name of the work: **Renovation of black top with kerb and channel road near 12, 26 Canal North Road at Modern Park Uttaran area in Ward No.-103.** Estimated value (including CESS): **₹ 4,74,982.42.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Time of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/XI/111/048/2025-26/R
Name of the work: **Construction of S.U.G. water reservoir for the ACP unit at Garia Adi Mahashamshan in Ward No.-111.** Estimated value (including GST & CESS): **₹ 2,70,417.62.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Time of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date and time of opening of bid: **18.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2)** and **19.08.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 3).** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2)** and **07.08.2025 (From 5 P.M.) (For Sl. No. 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XV/133/051/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the work: **Removal of floating materials and chokage by deployment of labour gang at 4 No., 3 No. Burial Ground Nikashi and surrounding area in Ward No.-133, BR-XV under Uttaran Service (Phase-II).** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,97,764.16.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **180 days.**

(2) NIT No. : KMC/XV/133/052/2025-2026/R/UTTARAN (1st Call)
Name of the work: **Construction of 3 nos. sanitary latrine with septic tank at different location of Ward No.-133, BR-XV under Uttaran Service.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,437.35.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **90 days.** Date of uploading of N.I.T. & other documents (online): **08.08.2025 - 12.00 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** Documents download/sell start date (online): **08.08.2025 - 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Documents download/sell end date (online): **20.08.2025 - 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid submission start date (online): **08.08.2025 - 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid submission closing date (online): **20.08.2025 - 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date for technical proposals (online): **22.08.2025 - 4 P.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/042/2025-2026/D
Name of the work: **Renovation of passage with allied work at Premises No. Y-2/148A, Satghara Road in Ward No.-140, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,13,020.31.** Earnest money: **₹ 8,300.00.** Period of completion: **90 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/133/046/2025-2026/R
Name of the work: **Renovation of passage with allied works at Fathepur Village Road and other location near Premises Nos. J30/D, J90, N141 etc. in Ward No.-133, BR-XV.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,90,262.51.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **20.08.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 3 & 4).** Date of opening of tender: **22.08.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 3 & 4).** The bid forms and other details are available on and from **08.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 3 & 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 3 & 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/23/2025-2026
Name of the work: **Repairing & restoration of road surface & ancillary work at Jadu Sreemani Lane, Sankaritola Street etc. in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,42,070.10.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/18/2025-2026
Name of the work: **Maintenance of sewer and sewer adjunts at 24 P. C. Baral Street, 56/1 Sree Gopal Mullick Lane etc. in Ward No.-48, BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,08,548.61.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Period of completion: **75 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/16/2025-2026
Name of the work: **Repairing and maintenance of bathing platform at 33/8D S. B. Dey Street, 13C Gaur Dey Lane etc. in Ward No.-48, under BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,69,457.63.** Earnest money: **₹ 7,500.00.** Period of completion: **45 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/08/2025-2026
Name of the work: **Repairing of Uttaran sewer system at 11/1/H/4, 11/2/H/14 Harshi Street, 297/1 A.P.C. Road and different Uttaran places in Ward No.-36.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,99,945.19.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/037/13/2025-2026
Name of the work: **Repairing of passage at 166 Keshab Chandra Sen Street in Ward No.-37, under BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,078.96.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/18/2025-2026
Name of the work: **Development of sewer line and ancillary work from 4 Nabin Kundu Lane to 24A College Row in Ward No.-040, BR-V.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,37,441.77.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **16.08.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 3)** and **19.08.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 4 to 6).** Date and time of opening of tender: **18.08.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 to 3)** and **21.08.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 4 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **05.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1)** and **06.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 2 to 6).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

(816/25-26)

জুলাই, ২০২৫ এর জন্য ম্যান অফ দ্য মাস সিএলডব্লু-তে পুরস্কৃত

দুরন্ত বার্তা, চিত্তরঞ্জন, ৫ আগস্ট ঃ শ্রী নিরঞ্জন সিকদার সিনিয়র টেকনিশিয়ান ELS-19 (ট্রান্সফরমার সেকশন) ইলেকট্রিক্যাল এবং শ্রী রাজু কৈরি

টেকনিশিয়ান -II261044 মেকানিক্যাল বিভাগকে জুলাই ২০২৫ মাসের জন্য ম্যান অফ দ্য মান্থ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই পুরস্কার তাদের ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা, নিষ্ঠা এবং অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ। জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বিজয় কুমার আজ ০৫.০৮.২০২৫ তারিখে পুরস্কারটি প্রদান করেন এবং অভিনন্দন জানান। SSE/TFP (১১০৩) এর অধীনে কর্মরত শ্রী নিরঞ্জন সিকদার, BDV প্রণালী, ধাতব পাইপ ফিটমেন্ট এবং তেল ও কুল্যান্ট লিকেজ সমাধান সহ সমস্ত ট্রান্সফরমার-সম্পর্কিত কাজে দক্ষ। তিনি অফিস ব্যবস্থাপনায়ও দক্ষ এবং দক্ষতা ও দক্ষতার জন্য পরিচিত। শ্রী রাজু কৈরি রূপান্তর প্রকল্পের কাজের সময় অ্যাডজাস্টেবল ক্যারের প্যানেলে WAP-৫ প্যান্টোগ্রাফ বেস পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-07/ 2025-26

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **11/08/2025 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, সিঅ্যান্ডডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-৭১১২০৪ দ্বারা পূর্বে বিজ্ঞাপিত **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ (১) এইএনশপ-পিইউ-আরসিসি-২৫-২৬-এলএলএইচ, তারিখ ০২.০৮.২০২৫, (২) এইএনশপ-পিইউফ্লোর-২৫-২৬-এলএলএইচ, তারিখ ০২.০৮.২০২৫,**যেটির নির্ধারিত বন্ধের তারিখ ১৪.০৮.২০২৫-এ দুপুর ১২টায়, এতদ্বারা প্রশাসনিক কারণে **বাতিল** করা হল।

(MISC-155/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

নিবন্ধিত অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা- শেক্সপিয়ার সরণি, কলকাতা-৭০০০১৭। টেলিফোন নং. ০৩৩ ৪০৬৬ ৮০৭২, ওয়েবসাইটঃ **www.foundryfuel.in** ইমেল আইডিঃ **foundryfuel@gmail.com**
CIN: L50500W131964PLCO26053

বিজ্ঞপ্তি

সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের সাথে পঠিত ২৯(১)(ক) এবং ৪৭(১)(ক) অনুসারে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সভা ১৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বুধবার দুপুর ২.৩০ মিনিটে মুম্বাইয়ের ৮৪, মেকার চেম্বার III, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বাই-৪০০০২১-এ অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য কোম্পানির স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন এবং রেকর্ডে গ্রহণ করা হবে।

এই তথ্য কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.foundryfuel.in** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com**-এও পাওয়া যাবে।

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বা /-(নিকেশ ওসওয়াল)
পরিচালক
DIN: 07895357

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ০২.০৮.২০২৫

অপারেশন আহা-এর আওতায় মানব পাচারের চেষ্টা থেকে ১৮ জন নাবালক শিশুকে উদ্ধার

কলকাতা, ৫ আগস্ট ঃ একটি প্রশংসনীয় এবং সাহসী পদক্ষেপে, পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া বিভাগের অধীনে হাওড়া দক্ষিণ পোস্টের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের ২২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে একটি বড় মানব পাচারের প্রচেষ্টা থেকে ১৮ জন নাবালক শিশুকে - যার মধ্যে সাত মেয়ে এবং এগারো জন ছেলে - সফলভাবে উদ্ধার করেছে।

রেল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানব পাচাররোধে দেশব্যাপী পাচার বিরোধী উদ্যোগ অপারেশন আহা-এর আওতায় এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। অসাধারণ সতর্কতা এবং সমন্বয় প্রদর্শন করে, আরপিএফ কর্মীরা মামলায় জড়িত একজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত শিশুশ্রমে জড়িত করার উদ্দেশ্যে উদ্ধার করা নাবালকদের তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছে। উদ্ধারকৃত নাবালক এবং গ্রেফতারকৃত পাচারকারীকে তাৎক্ষণিকভাবে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য হাওড়ার সরকারি রেলওয়ে পুলিশ স্টেশন (জিআরপিএস) -এ হস্তান্তর করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ২০২৩ এর ১৪৩(৫) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই সাফল্য পূর্ব রেলওয়ের আরপিএফ- এর ক্রমবর্ধমান সাফল্যের তালিকায় আরও যোগ করেছে, যা সন্দেহজনক গতিবিধি সক্রিয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এবং অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে সমাজের দুর্বল অংশ, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No.: 1595/WS/SD Dated-05/08/2025

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT11/8e/25 and Tender Id No-2025_MAD_887301_1 to 3** for Interconnection for distribution pipe line & Ancillary work at w-1 to 18 under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **25/08/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly-Chinsurah Municipality

ডাউন সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে ধোঁয়া, আতঙ্কিত যাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ৫ আগস্ট ঃ ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেল ডাউন সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। আতঙ্কিত যাত্রীরা ট্রেন থেকে নেমে আসেন। হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। মঙ্গলবার বর্ধমান-রামপুরহাট লুপ লাইনে ঢাল স্টেশনের ঘটনা। জানা গেছে, ট্রেনের পিছন দিকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। তবে বড় কোনও অঘটন হয়নি। ত্রুটি সারিয়ে ট্রেন গন্তব্যে রওনা দেয়। রেল সূত্রে জানা যাচ্ছে, প্যান্টোগ্রাফের মাধ্যমে ঠিক ভাবে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। ট্রেনের উপরে যে তারের মাধ্যমে ট্রেনে বিদ্যুৎ পৌঁছায়, সেই তারে কোনও ত্রুটি ছিল।

E-Tender Notice

e-Tenders are invited for Settler with ABR under SBM-G fund in **N.I.e.T. No.-09 & 10/HPS/SBM-(G)/2025-26.** Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in**. The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours on dated 12/08/2025 & 18/08/2025** respectively.
Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

Short Tender Notice

Tender is invited for works as follows :
Name of work:- Emergent restoration of electrical power source at Vidyasagar Setu under HRBC, Kolkata.
NIT No. HRBC/E/T/08 of 2025-26
Last date of Permission of sealed bid (offline) is **06.08.2025** up to 04.00 PM
Other details may be seen from the website: www.hrbc.org.in

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

নিহাল প্রোজেক্টস্ লিমিটেড

রেজি. ঠিকানাঃ কেবিন নং. ৬ ৭ গ্রান্ট লেন, ৩য় তল, গণপতি চেম্বার, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা ৭০০০১২
কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, প্রথম তল, হারিয়া হাউজ, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদর পূর্ব, মুম্বই ৪০০০১৪
সিআইএনঃ এল৭০১০১ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৯২৮ । admin@vira.in । +৯১ ০২২ ৪৯৬৯৬৪৬৪

৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের উদ্ধৃতি

টাকা লক্ষে ইপিএস ব্যতীত

ক্রম নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০শে জুন ২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩১শে মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০শে জুন ২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১শে মার্চ ২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	-	-	-	-
২	নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অসাধারণ আইটেম)	(১.১১)	(৪.২৭)	(১.৩১)	(৭.৫৭)
৩	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১.১১)	(৪.২৭)	(১.৩১)	(৭.৫৭)
৪	করের পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমের পরে)	(১.১১)	(৩.৭২)	(১.৩১)	(৭.০১)
৫	এই সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় [এই সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (করের পরে) অন্তর্ভুক্ত]	(১.১১)	(৩.৭২)	(১.৩১)	(৭.০১)
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,২৪৬.০০	১,২৪৬.০০	১,২৪৬.০০	১,২৪৬.০০
৭	পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত / অনীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়নের রিজার্ভ ব্যতীত)				৮৭৪.৪৮
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা অভিহিত মূল্য) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)				
	১. মৌলিক	(০.০০৯)	(০.০৩০)	(০.০১১)	(০.০৫৬)
	২. মিশ্রিত	(০.০০৯)	(০.০৩০)	(০.০১১)	(০.০৫৬)

*কার্যক্রম থেকে আয়ের মধ্যে অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত নয়।

মন্তব্যঃ

১. উপরে উল্লিখিত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.nihalindia.com এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৫ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
৩. এসইবিআই (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় অডিট/সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

নিহাল প্রোজেক্টস্ লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রতীক জয়েশ বিরা
পূর্ণ সময়ের ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০০০৩৯৯৭৮

তারিখঃ ০৫.০৮.২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্ত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 09.09.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

NORTH 24 PARGANAS DISTRICT-BAGUIHATI: 4150001368, 4150001388, 4150001400, 4150001424, 4150001467, 4150001475, 4150001478, 4150001495, 4150001511, 4150001554, 4150001583, 4150001595, 4150001604, 4150001621, 4150001625, 4150001642, 4150001643, 4150001645, 4150001739, 4150001740, 4150001807, 4150001857, 4150001867, 4150001868, 4150001890, 4150001944, 4150001952, 4150001968, 4150001986, 4150001989, 4150002010, 4150002033, 4150002038, 4150002148, 4150002150, 4150002184, 4150002215, 4150002234, 4150002241, 4150002250, 4150002257, 4150002268, 4150002270, 4150002278, 4150002308, 4150002340, 4150002466, 4150002471, 415000753, 415000790, 415000829. **BARASAT-DAKBANGLO MORE:** 2409000007, 2409000018, 2409000023, 2409000028, 2409000031, 2409000039, 2409000042, 2409000048, 2409000061, 2409000084, 2409000102, 2409000106, 2409000128, 2409000132, 2409000141, 2409000149, 2409000156, 2409000178, 2409000184, 2409000196, 2409000248, 2409000267, 2409000311, 2409000316, 2409000318, 2409000320, 2409000327, 2409000368, 2409000369, 2409000396, 2409000408, 2409000431, 2409000435, 2409000452, 2409000456, 2409000468, 2409000479, 2409000495, 2409000497, 2409000503, 2409000505, 2409000507, 2409000521, 2409000523, 2409000546, 2409000556, 2409000560, 2409000573, 2409000587, 2409000590, 2409000598, 2409000619, 2409000621, 2409000630, 2409000672, 2409000677, 2409000700, 2409000725, 2409000733, 2409000830, 2409000840, 240902116, 240902427, 240902429, 240902443, 240902480, 240902498, 240902506. **BASIRHAT:** 2550000015, 2550000016, 2550000017, 2550000035, 2550000047, 2550000051, 2550000058, 2550000081, 2550000082, 2550000094, 2550000102, 2550000111, 2550000114, 2550000132, 2550000135, 2550000139, 2550000143, 2550000147, 2550000155, 2550000159, 2550000163, 2550000166, 2550000168, 2550000177, 2550000183, 2550000185, 2550000215, 2550000219, 2550000221, 2550000255, 2550000263, 2550000271, 2550000275, 2550000289, 2550000297, 2550000299, 2550000329, 2550000331, 2550000339, 2550000343, 2550000346, 2550000364, 2550000373, 2550000374, 2550000415, 2550000615, 2550000620, 2550000628, 2550000631, 255003533, 255003542, 255003544, 255003548, 255003579, 255003639, 255003708, 255003812, 255003851, 255003875, 255003913, 255003985, 255004002, 255004047, 255004057, 255004144, 255004145, 255004170, 255004204, 255004259, 255004298, 255004332, 255004370, 255004393, 255004402, 255004406, 255004422, 255004424, 255004429, 255004438, 255004440, 255004443, 255004451, 255004469, 255004529, 255004564, 255004584, 255004586, 255004619, 255004630, 255004660, 255004673, 255004676, 255004687, 255004742, 255004781, 255004783, 255004826, 255004834, 255004861, 255004866, 255004867, 255004879, 255004905, 255004933, 255004953, 255005002, 255005067, 255005077, 255005108, 255005113, 255005116, 255005151, 255005154, 255005165, 255005166, 255005195, 255005215, 255005223, 255005224, 255005229, 255005248, 255005285, 255005292, 255005299, 255005302, 255005307, 255005310, 255005322, 255005326, 255005356, 255005360, 255005362, 255005370, 255005394, 255005401, 255005403, 255005408, 255005411, 255005412, 255005423, 255005439, 255005449, 255005460, 255005466, 255005477, 255005496, 255005515, 255005524, 255005525, 255005526, 255005532, 255005575, 255005576, 255005581, 255005597, 255005600, 255005613, 255005616, 255005634, 255005635, 255005649, 255005651, 255005660, 255005674, 255005681, 255005691, 255005692, 255005728, 255005767, 255005770, 255005771. **BONGAUN-WEST BENGAL:** 2752000014, 2752000022, 2752000023, 2752000044, 2752000067, 2752000071, 2752000074, 2752000088, 2752000094, 2752000103, 2752000121, 2752000132, 275202202, 275202218, 275202248, 275202275, 275202314, 275202359, 275202423, 275202441, 275202471, 275202483, 275202489, 275202502, 275202507, 275202509, 275202544, 275202551, 275202569, 275202577, 275202578, 275202587, 275202593, 275202631, 275202654, 275202675, 275202771, 275202774, 275202780, 275202785, 275202796, 275202817, 275202826, 275202844, 275202874, 275202886, 275202904, 275202914, 275202915, 275202936, 275202951, 275202998, 275203012, 275203023, 275203025, 275203061, 275203064, 275203086, 275203098, 275203099, 275203112, 275203116, 275203119, 275203141, 275203145, 275203146, 275203147. **DUNLOP-B T ROAD:** 4091000849, 4091000855, 4091000865, 4091000870, 4091000883, 4091000980, 4091000982, 4091001035, 4091001041, 4091001054, 4091001072, 4091001080, 4091001088, 4091001091, 4091001096, 4091001100, 4091001112, 4091001144, 4091001154, 4091001155, 4091001156, 4091001178, 4091001186, 4091001215, 4091001235, 4091001248, 4091001271, 4091001287, 4091001301, 4091001305, 4091001309, 4091001315, 4091001317, 4091001321, 4091001374, 4091001396, 4091001402, 4091001408, 4091001413, 4091001436, 4091001444, 4091001447, 4091001454, 4091001471, 4091001479, 4091001484, 4091001500, 4091001501, 4091001517, 4091001547, 4091001565, 4091001585. **HABRA:** 4124000015, 4124000044, 4124000069, 4124000079, 4124000098, 4124000112, 4124000130, 4124000134, 4124000155, 4124000204, 4124000335, 412401368, [illegible] 3981001828, 3981001887, 3981001890, 3981001899, 3981001923, 3981001932, 3981001933, 3981001955, 3981001961, 3981001963, 3981001975, 3981001979, 3981001998, 3981002060, 3981002086, 398100498, 398100517, 398100522, 398100523, 398100531, 398100541. **NAIHATI-WEST BENGAL:** 4167000040, 4167000052, 4167000062, 4167000067, 4167000072, 4167000077, 4167000084, 4167000094, 4167000132, 4167000134, 4167000144, 4167000153, 4167000168, 4167000169, 4167000181, 4167000195, 4167000205, 4167000235, 4167000253, 4167000254, 4167000258, 4167000294, 4167000299, 4167000308, 4167000311, 4167000314, 4167000323, 4167000335, 4167000347, 4167000359, 4167000472, 416701134, 416701155, 416701186, 416701203, 416701272, 416701282, 416701297, 416701349, 416701374, 416701407, 416701414, 416701432, 416701478, 416701496, 416701511, 416701517, 416701533, 416701598, 416701600, 416701601, F5620. **RAJARHAT:** 4158000869, 4158000887, 4158000890, 4158000902, 4158000919, 4158000950, 4158000955, 4158000956, 4158000958, 4158000965, 4158000966, 4158000978, 4158000980, 4158000981, 4158000983, 4158000984, 4158000994, 4158000996, 4158001023, 4158001024, 4158001025, 4158001028, 4158001030, 4158001041, 4158001045, 4158001072, 4158001074, 4158001083, 4158001084, 4158001087, 4158001088, 4158001092, 4158001094, 4158001097, 4158001098, 4158001100, 4158001102, 4158001109, 4158001119, 4158001138, 4158001148, 4158001149, 4158001150, 4158001155, 4158001158, 4158001162, 4158001164, 4158001166, 4158001168, 4158001173, 4158001177, 4158001186, 4158001192, 4158001199, 4158001227, 4158001243, 4158001244, 4158001251, 4158001255, 4158001260, 4158001267, 4158001274, 4158001277, 4158001284, 4158001293, 4158001295, 4158001298, 4158001299, 4158001310, 4158001318, 4158001338, 415800338, 415800367, 415800368, 415800387, 415800396, 415800407, 415800415, 415800446, 415800537, 415800570, 415800598, 415800607, 415800611, 415800658, 415800667, 415800669, 415800693, 415800721, 415800750. **WEST BENGAL-SHYAM NAGAR:** 3116000013, 3116000016, 3116000021, 3116000022, 3116000042, 3116000057, 3116000059, 3116000064, 3116000088, 3116000113, 3116000122, 3116000123, 3116000124, 3116000125, 3116000131, 3116000145, 3116000148, 3116000149, 3116000158, 3116000162, 3116000173, 3116000176, 3116000179, 3116000182, 3116000185, 3116000187, 3116000195, 3116000197, 3116000221, 3116000234, 3116000240, 3116000244, 3116000252, 3116000258, 3116000277, 3116000281, 3116000289, 3116000298, 3116000309, 3116000314, 3116000316, 3116000321, 3116000323, 3116000333, 3116000334, 3116000358, 3116000365, 3116000390, 3116000392, 3116000420, 3116000766, 3116000769, 311605723, 311605748, 311605855, 311605935, 311606061, 311606093, 311606159, 311606208, 311606248, 311606324, 311606347, 311606427, 311606511, 311606541, 311606545, 311606558, 311606568, 311606592, 311606596, 311606598, 311606599, 311606642, 311606707, 311606712, 311606746, 311606769, 311606784, 311606800, 311606803, 311606806, 311606813, 311606824, 311606831, 311606837, 311606841, 311606887, 311606897, 311606919, 311606951, 311607037, 311607049, 311607068, 311607133, 311607177, 311607180, 311607207, 311607218, 311607225, 311607260, 311607298, 311607300, 311607317, 311607343, 311607350, 311607356, 311607361, 311607371, 311607372, 311607379, 311607401, 311607443, 311607466, 311607467, 311607478, 311607481, 311607497, 311607506, 311607517, 311607547, 311607566, 311607637, 311607676, 311607681, 311607706, 311607729, 311607734, 311607755, 311607760, 311607779, 311607832, 311607847, 311607854, 311607862, 311607867, 311607869, 311607891, 311607895, 311607899, 311607907, 311607913, 311607919, 311607932, 311607946, 311607982, 311607989, 311607992, 311607993, 311608010, 311608049, 311608064, 311608077, 311608078, 311608084, 311608103, 311608105, 311608113, 311608117, 311608126, 311608139, 311608146, 311608149, 311608151, 311608158, 311608172, 311608178, 311608186, 311608194, 311608196, 311608197, 311608205, 311608208, 311608211, 311608220, 311608243, 311608245, 311608259, 311608264, 311608288, 311608299, 311608305, 311608316, 311608317, 311608340, 311608341, 311608342, 311608345, 311608355, 311608361, 311608370, 311608377, 311608382, 311608386, 311608388, 311608400, 311608408, 311608412, 311608413, 311608414, 311608426, 311608441, 311608454, 311608455, 311608461, 311608469, 311608479, 311608483, 311608493, 311608498, 311608499, 311608508, 311608513, 311608519, 311608520, 311608523, 311608530, 311608533, 311608542, 311608555, 311608564, 311608587, 311608603, 311608616, 311608626, 311608630, 311608650, 311608652, 311608663, 311608675, 311608708, 311608722, 311608727, 311608744, 311608746.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 22.09.2025 at 10.00 am at **DUNLOP-B T ROAD:** Ground Floor. 164 B T Road, Holding No-705, Ward No-2 Below Punjub National Bank Kolkata North 24 Parganas. Pin-700108. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

গৃহস্থালী

ওয়ার্ক ফ্রম হোমে কাজের জায়গায় রাখুন এসব গাছ, মন থাকবে চনমনে

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে একনাগাড়ে কাজ করতে অনেকেরই একঘেয়ে লাগে। একে অফিসের বাড়তি চাপ, উপরন্তু ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা অনেকসময়েই কাজে প্রভাব ফেলে। অনেকেই উসাহ হারিয়ে ফেলেন। কাজে মনোযোগ থাকেন না। কেউ বা আবার শত চেষ্টা করেও এই সমস্যা থেকে রেহাই পান না! তবে জানেন কি এমন কিছু গাছ রয়েছে, যা আপনার কাজের ডেস্কে রাখলে, সেটা বাড়িতে হোক কিংবা অফিসে, আপনার ভাগ্যোন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না। পাশাপাশি কাজে উসাহও বাড়বে।

এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, এমন কোন কোন গাছ রয়েছে যার যত্নআত্তিতে বেশি সময় লাগে না। কারণ কাজের চাপের মাঝে আপনার পক্ষে বাগান বিলাসী হওয়া সম্ভব নয়। তাই জেনে নিন, এমন ক'টা গাছের সন্ধান, যেগুলি অল্প যত্নেও সতেজ থাকবে। সেই তালিকায় রয়েছে- বনসাই বাঁশগাছ, স্ন্যাক প্ল্যান্ট , ইংলিশ আইভি, অ্যালোভেরা, পিস লিলি, জেড প্ল্যান্ট, আরেকা পাম। এই গাছগুলি বাস্তুমতে কাজের জায়গায় রাখা শুভ। এতে আপনার ভাগ্য বদলাতে পারে।

এদের মধ্যে পিস লিলি দেখতে যেমন সু ন্দর, তেমনই এর বেশি যত্নও নিতে হয় না। লম্বাটে সবুজ

পাতার মাঝে সাদা রঙের একটা সুন্দর ফুল দেখলে কাজের ক্লান্তি-বিরক্ত যে সব দূর হবে, তা বলাই বাহুল্য। স্পাইডার বা হোয়াইট মানিপ্ল্যান্টের খুব একটা যত্ন নিতে হয় না। মাটি একেবারে শুকিয়ে গেলে তখন জল দিতে হয়। এই গাছও কাজের ডেস্কে সাজিয়ে রাখতে পারেন। এছাড়াও গাছের নার্সারিতে আজকাল ছোট আকৃতির জুঁই ফুলের গাছ পাওয়া যায়। সুগন্ধী ফুল হলে আপনাআপনি মন ভালো থাকবে। কাজে মনোযোগ বাড়বে। বাস্তুমতে জুঁই গাছ পজিটিভ এনার্জি বয়ে নিয়ে আসে। কে বলতে পারে? এই গাছেই হয়তো লুকিয়ে আপনার সাফল্যের মন্ত্র।

একটানা কম্পিউটারে চোখ রাখা মোটেই চোখের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয়। তাই যত পারুন কাজের ঘরে সবুজের সমারোহ যাতে বজায় থাকে, সেই চেষ্টা করুন। এক্ষেত্রে যেমন স্নেক প্ল্যান্ট পুরোটাই পাতা। যা অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ায়। এছাড়াও ঘরের শোভা বাড়াতে এই গাছের জুড়ি মেলা ভার। বর্তমানে ছোট সাইজের স্নেক প্ল্যান্টও পাওয়া যায়। অন্যদিকে সাকুলেঃট, লিথপস জাতীয় গাছের পাতা মোটা। পাতাতেই জল ধরে রাখে এরা। ডেস্ক প্ল্যান্ট হিসেবে এগুলির জুড়ি মেলা ভার।

বীজ থেকে কীভাবে গাছ তৈরি করবেন জেনে নিন

চারিদিকে শহুরে ব্যস্ততায় বা।রি এক ফালি জায়গায় সবুজ বাগান যেন মন ও চোখ জু।ায়ে দেয়। অনেক সময় হাতের কাছে থাকা ফল ও ফুলের বীজ দিয়েও বা।রি বাগানের শোভা বা।াতে পারেন। কীভাবে বীজ সংরক্ষণ করে গাছ তৈরি করবেন জেনে নিন।

কাঁচা বীজ থেকে গাছ হওয়া সম্ভব নয়। তাই যে কোনও বীজ পুরোপুরি না পাকা অবধি তা থেকে গাছ তৈরি করা সম্ভব নয়।

এয়ার টাইট পাত্রে বা ব্লটিং পেপার জাতীয় কিছুতে সংগ্রহ করা বীজ রেখে তা অন্ধকার কোনও জায়গায় রেখে দিন। অঙ্কুরোদগম হলে তা থেকে গাছ তৈরি করা সহজ হবে অনেকাংশে।

অবশ্যই যা মাথায় রাখবেন নতুন ও পুরনো সংগ্রহ করা বীজ মিশিয়ে ফেলবেন না।

অতিরিক্ত সূর্যালোকে বীজ ফেলে রাখবেন না এতে বীজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

খোলা জায়গায় কোনওভাবেই আপনার সংগ্রহ করে রাখা বীজ ফেলে রাখবেন না। বীজের গুণ এতে নষ্ট হতে পারে।

স্বাস্থ্য ভালো এমন গাছ থেকেই বীজ

সংগ্রহ করার চেষ্টা করবেন। তাতে সেই বীজ থেকে গাছ হতে সুবিধা হবে।

কেতাদুরস্ত হেঁশেল এখন প্রত্যেক গৃহস্থের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয়। সুন্দর করে বা।রি বিভিন্ন কোণ সাজিয়ে তোলার পাশাপাশি রান্নাঘরকেও সময়ের সঙ্গে সাজিয়ে তুলতে ভালবাসেন প্রত্যেকেই। বিশেষ করে বাড়ির মহিলারা। আর রান্নাঘর সেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদিন ব্যবহার করার বাসনপত্রেও আসে বদল। চিরাচরিত স্টিলের বাসনের বদলে অনেকেই বেছে নেন নন-স্টিকের বাসনপত্র। তবে অল্প সময়ের মধ্যে নন-স্টিকের বাসনপত্র নষ্ট হয়ে যাওয়ার মত সমস্যাও দেখা যায়। এই সমস্যা এ।াবেন কীভাবে? কোন উপায়ে জেনে নিন।

রান্না করার পর গরম ননস্টিকের পাত্রতে জল দেবেন না। এর ফলে পাত্রের উপরের যে কোটিং নষ্ট হয়ে গিয়ে উঠে যেতে শুরু করে। তাই পাত্রটি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তারপরই তাতে জল দেবেন।

এই ধরনের বাসন খুব চেপে বা মেজে ঘসে পরিস্কার করবেন না তাতেও নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। এই পাত্র নরম কোনও জালি বা স্পঞ্জ দিয়ে পরিস্কার করবেন।

চেষ্টা করবেন অল্প আঁচে এই পাত্রে রান্না করার। কারণ খুব বেশি আঁচে ননস্টিকের পাত্রে রান্না করলেও তার পরত উঠে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে।

ননস্টিকের বাসন পরিস্কার করার পর সুতির পাতলা কাপ। দিয়ে মুছে নেবেন।

পুরো গাজা দখল করো অথবা ইস্তফা দাও', ইজরায়েল সেনাকে কড়া নির্দেশ নেতানিয়াহুর

৫ আগস্ট ঃ অস্ত্রযুদ্ধে এঁটে উঠতে না পেরে ঘুরপথে ইজরায়েলের উপর চাপ বাড়াচ্ছে হামাস। গাজার নারকীয়তা তুলে ধরে বিশ্বের সামনে ইজরায়েলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার পাশাপাশি পণবন্দিদের ভিডিও প্রকাশ করে চাপ বাড়ানো হচ্ছে। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই এবার ইজরায়েল সেনাকে কড়া নির্দেশ দিলেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন, ' গোটা গাজা দখল করো অথবা ইস্তফা দাও।' ২ বছর ধরে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধের পর নেতানিয়াহুর এই হুঁশিয়ারিতে পরিস্থিতি নয়া মোড় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

হামাস ও ইজরায়েল সেনার অসমযুদ্ধে ইতিমধ্যেই গাজার ৭৫ শতাংশ অংশ নিজেদের দখলে নিয়েছে আইডিএফ। কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এই অঞ্চল। এই অবস্থায় বাকি ২৫ শতাংশও অবিলম্বে দখলের নির্দেশ দেওয়া হল। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, ইজরায়েল সেনার অনুমান এই ২৫ শতাংশ অংশেই কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে পণবন্দিদের। সম্প্রতি জেরুজালেম পোস্টের তরফে এক রিপোর্টে জানানো

হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তরফে আইডিএফের চিফ অফ স্টাফকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, গোটা গাজা দখল করো অথবা নিজের পদ থেকে ইস্তফা দাও। নেতানিয়াহুর এহেন নির্দেশ এমন সময়ে এল যখন হামাস ইজরায়েলের এক পণবন্দির ভয়াবহ ভিডিও প্রকাশ করেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, সেখানে এক বছর চব্বিশের শীর্ণকায় যুবককে দেখা যাচ্ছে। একটা আবদ্ধ টানেলের ভিতরে তিনি মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ধীর গলায় বললেন, আমি যা করছি তা নিজের কবর নিজেই খোঁড়া। এই ভিডিও নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এদিকে এই ভিডিওকে 'বড় চক্রান্ত' বলে দাবি করছে এভিয়াটের ডেভিড নামে ওই তরুণের পরিবার। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে অর্ধনগ্ন কঙ্কালসার ডেভিড বলছেন, আমি যা করছি তা নিজেই নিজের কবর খোঁড়ার শামিল। আমার শরীরটা রোজই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে যাচ্ছে। সরাসরি নিজের কবরের দিকে হাঁটছি। এই সেই কবর যেখানে আমাকে কবরস্থ করা হবে। মুক্তির সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কমে আসছে আমার বিছানায় আমার পরিবারের সঙ্গে শোওয়ার সম্ভাবনাও। এই ভিডিও সামনে আসার পর পণবন্দিদের দ্রুত উদ্ধারের দাবিতে নেতানিয়াহু সরকারের উপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে ইজরায়েলের সাধারণ নাগরিক। রাস্তায় নেমেছে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন হাজার হাজার নাগরিক। এই ইস্যুতে মুখ খুলেছেন খোদ নেতানিয়াহু। এক টিভি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, এই ভিডিওগুলি দেখার পর হামাসের উদ্দেশ্য আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি। ওরা এই ভিডিও ব্যবহার করে আমাদের মানসিকভাবে ভেঙে ফেলতে চায়। এই টালমাটাল পরিস্থিতির মাঝেও দৃঢ় নেতানিয়াহু। এবার গোটা গাজা দখলের হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

পরমাণু যুদ্ধের পথে আরও একধাপ এগোল বিশ্ব!

গোটা বিশ্ব আতঙ্কিত। দুনিয়ার দুই সর্বোচ্চ শক্তি আমেরিকা ও রাশিয়া একে অপরের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধ ঘোষণার মেজাজে। সম্প্রতি দু'টি মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিনকে রুশ জলসীমার কাছে মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবার পালটা আমেরিকার সঙ্গে স্বল্প ও মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের নিষেধাজ্ঞা মানবে না বলে হুঁশিয়ারি দিল রাশিয়া। বলা বাহুল্য, দুই অক্ষ শক্তির সংঘর্ষের নেপথ্যে ইউক্রেন। একাধিক পথে ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের জন্য মস্কোর উপর চাপ সৃষ্টি করছেন ট্রাম্প। একদিকে যেমন ভারত-সহ রাশিয়ার বাণিজ্যবন্ধু রাষ্ট্রগুলিকে বাড়তি শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন, তেমনই প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দিমিত্র মেদভেদেভের যুদ্ধবিষয়ক গরম মন্তব্যের পর দু'টি মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিনকে রুশ জলসীমার কাছে ' অঞ্চলে' মোতায়েনের নির্দেশ দেন। এরই পালটা এল মস্কোর তরফ থেকে। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, সোভিয়েত যুগের চুক্তির প্রতি বাধ্যতামূলক শর্তগুলি বর্তমানে আর নেই। মস্কো আর পূর্ববর্তী বিধিনিষেধগুলি মানতে বাধ্য নয়। পাশ্চাত্যের দেশগুলিই ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি অস্থিরতা তৈরি করছে। যা রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকির। এই অবস্থায় আমেরিকার সঙ্গে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র চুক্তি (আইএনএফ) থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। প্রসঙ্গত, রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে ইন্টারমিডিয়েট-রেঞ্জ নিউক্লিয়ার ফোর্সেস (আইএনএফ) চুক্তি ১৯৮৭ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তৎকালীন সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এই চুক্তির মাধ্যমে ৫০০ থেকে ৫ হাজার ৫০০ কিলোমিটার পাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসে একমত হয়েছিলেন। শুল্কযুদ্ধে আমেরিকা-রাশিয়া সংঘাত এবার চরমে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার অভিযোগে দিল্লি-সহ একাধিক রাষ্ট্রের উপর নতুন করে বিপুল হারে শুল্ক চাপানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই অবস্থায় মুখ খুলল মস্কো। রুশ বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, আধিপত্য বিস্তারে এক ' ঔপনিবেশিকতা'র নীতিতে চলতে শুরু করেছে আমেরিকা। রাশিয়ার দাবি, কোনও শুল্কযুদ্ধ বা নিষেধাজ্ঞাই বন্ধুরাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের ইতিহাসকে বদলে দিতে পারবে না। কার্যত ট্রাম্পের হুমকিকে ফুকারে উড়িয়ে দিয়েছে মস্কো। সোমবার রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা বলেন, নিজের আধিপত্য বজায় রাখতে নব্য ঔপেনিবেশিকতা নীতি নিয়েছে ওরা (আমেরিকা)। যারাই ওদের রাজনৈতিক এজেন্ডাকে সমর্থন করছে না, তাদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল নিয়েছে।

সিটি সেন্টার মেট্রো স্টেশনে লিফট উদ্বোধন

৫ আগস্ট ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর!গ্রিন লাইন-২ এর সিটি সেন্টার স্টেশনে যাত্রীদের ব্যবহারের জন্য একটি লিফট আজ অর্থা ০৫.০৮.২০২৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রসাদ সিং, এসএসইওয়ার্কস মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে এই লিফটটি উদ্বোধন করেছেন। এই লিফটটি এই স্টেশনে যাত্রীদের আরাম বৃদ্ধি করবে কারণ এটি তাদের এই স্টেশনের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সহজেই যাতায়াত করতে সক্ষম করবে। শ্রী রেড্ডি আশা প্রকাশ করেছেন যে এই উদ্যোগ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সহায়ক হবে।আজ অর্থাৎ ০৫.০৮.২০২৫ তারিখে নোয়াপাড়া ক্রু লবিতে একটি ফুল বডি ম্যাসাজ চেয়ার উদ্বোধন করেন মোটরম্যান শ্রী সুবোধ রাম, মোটরম্যান, জেনারেল ম্যানেজার শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি .

ওআরএস দিবস, বিএলএস প্রশিক্ষণ এবং স্তন্যপান সপ্তাহের মাধ্যমে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার প্রচার।

বেসরকারি সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে ত্রিপুরায় বেকারদের প্রতারণা

কুমারঘাট (ত্রিপুরা), ৫ আগস্ট ঃ বেসরকারি সংস্থায় চাকরি দেওয়ার নামে ত্রিপুরায় বেকারদের সাথে প্রতারণার অভিযোগ টাটা মোটর্স নামধারী একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে ছয়লাপ ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট শহর সহ আশপাশ এলাকা। বেকারদের অভিযোগ নিয়োগের নামে চলছে প্রতারণার খেলা। টাটা মোটর্সে চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আদায়ের অভিযোগ। রাস্তার পাশে নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি লাগিয়ে ত্রিপুরায় বেকারদের সাথে প্রতারণার অভিযোগ। এনিয়ে বেকারদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়ায় ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটজুড়ে। ত্রিপুরায় ডাবল ইঞ্জিন সরকারের সুশাসনে দিকে দিকে চলছে চাকরির জন্য হাহাকার। বছরে পঞ্চাশ হাজার কর্মসংস্থানের নামে চাকরি দেওয়ার বদলে সংকুচিত হচ্ছে সরকারি নিয়োগ, এমনই অভিযোগ বেকারদের। এমতাবস্থায় দিশেহারা রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীরা। আর সেই সুযোগকেই কাজে লাগিয়ে বেসরকারী কোম্পানিতে চাকরি দেওয়ার নামে বেকারদের থেকে অর্থ আদায়ের ফন্দি করছে একাংশ প্রতারকরা। সম্প্রতি এমনই ঘটনা উঠে এসেছে ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমা এলাকা থেকে। বেকারদের অভিযোগ, টাটা মোটর্স কোম্পানিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে একাধিক পোষ্টে চাকরি দেওয়ার নামে শহরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার লাগানো হয়েছে কোম্পানির তরফে।

বাইক সহ দুই যুবক গ্রেফতার

আগরতলা, ৫ আগস্ট ঃ আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায. বাইক চুরির ঘটনায় জড়িত ধৃত দুইজনকে পাঁচদিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে সোমবার আদালতে সোপর্দ করেছে এনসিসি থানার পুলিশ।রাজধানী আগরতলা শহরে চোরদের দাপট ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা ঘটছে। পুলিশ প্রশাসনের কঠোর নজরদারি থাকা সত্বেও চুরির ঘটনা ঘটছে। সোমবার এনসিসি থানায় সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এনসিসি থানার সেকেন্ড ওসি গোপাল শুক্লদাস, অভয়নগর ফাঁড়ির ওসি .

বর্তমান সরকার বামেদের প্রকল্পগুলিকে নিজের বলে চালাচ্ছে ঃ জিতেন্দ্র চৌধুরী

আগরতলা, ৫ আগস্ট ঃ ত্রিপুরার প্রধান বিরোধী দল সিপিআই(এম) তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ চাঙ্গা করছে। বিভিন্ন ইস্যুতে প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও আঃেদালন কর্মসূচিতে শামিল হচ্ছে। বিরোধী দলের পাশাপাশি তাদের শাখা সংগঠনগুলির উদ্যোগেও সরকারকে চাপে ফেলার লক্ষ্যে আন্দোলন কর্মসূচির আযোজন করা হচ্ছে। মূলত সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি দাবাকে সামনে রেখে এই আন্দোলন কর্মসূচির আযোজন করা হচ্ছে। ত্রিপুরায় বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদ, গ্রাহকদের বাড়িতে স্মার্ট মিটার লাগানোর প্রতিবাদে মঙ্গলবার সিপিআই(এম) দলের অভয়নগর অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে আন্দোলন কর্মসূচির আযোজন করা হয়। আগরতলার রাধানগর বাসস্ট্যান্ডে গণঅবস্থান পালনের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, নারীনেত্রী কৃষ্ণা রক্ষিত সহ অন্যান্যরা।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে সিপিআই(এম) দলের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেনন্দ্র চৌধুরী অভিযোগ করে বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের জন্য নতুন কোন প্রকল্প চালু করেনি। পূর্বতন বাম সরকারের আমলে যে সকল প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল এগুলি উদ্বোধন করছে। এমনকি তারা এই প্রকল্পগুলিকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারছে না। যার ফলে সাধারণ মানুষদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের অসুবিধার কথা চিন্তা করে মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার করার দাবি জানান। সেই সঙ্গে তিনি জানান, মানুষের স্বার্থে তাদের আন্দোলন নিয়মিতভাবে চলবে। রাজধানী আগরতলার পাশাপাশি আগামীদিনে রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতে এই ধরনের কর্মসূচির আয়োজন করা হবে বলে জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী।

Name Change
I, ABUL HASAN MIDYE S/O- Noor Mohammed Midye, residing at Vill-Dakshin Nababpur, Hafej Para, P.O. Nawabpur, P.S. Chanditala, Dist- Hooghly, Pin-712701 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name ABUL HASAN MIDYE instead of Sk. Hasan, My wife's actual name MAHBHUDA BEGUM instead of Mabuda Begum and my daughter's actual name HASIBA KHATUN instead of Hasiba Khatoon which is wrongly recorded in my daughter's birth certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Serampore, Hooghly on dated 04/08/2025.

Name Change
I, ABUL HASAN MIDYE S/O- Noor Mohammed Midye, residing at Vill-Dakshin Nababpur, Hafej Para, P.O. Nawabpur, P.S. Chanditala, Dist- Hooghly, Pin-712701 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name ABUL HASAN MIDYE instead of Sk. Hasan, My wife's actual name MAHBHUDA BEGUM instead of Mahbuda Begum and my Son's actual name ABDUL SOHAIL MIDYE instead of Soel Ali Middey which is wrongly recorded in my daughter's birth certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Serampore, Hooghly on dated 04/08/2025.

Name Change
I, ABDUL KASIM MIDYE S/O- Noor Mohammed Miya, residing at Vill-Dakshin Nababpur, Hafej Para, P.O. Nawabpur, P.S. Chanditala, Dist-Hooghly, Pin-712701 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name ABDUL KASIM MIDYE instead of Kasem, My wife's actual name ANWARA BEGUM instead of Anowara Begum and my son's actual name ABDUL RAHEEM MIDYE instead of Abdur Rahim Middey which is wrongly recorded in my sons's birth certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Serampore, Hooghly on dated 04/08/2025.

Name Change
I, Sirajul Haque Seikh (Old Name) S/O– Abdus Samad residing at Vill & PO-Mahalandi , PS-Kandi , Dist-Murshidabad, West Bengal 742136 do hereby declared that I have changed my name from Sirajul Haque Seikh to Sirajul Haque and henceforth I shall be known as Sirajul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/08/2025. My name Sirajul Haque & Sirajul Haque Seikh both are same and one identical person.

Name Change
I,Snigdha Pal (Old Name) W/O– Saqlin Mustak resident of Vill- Parbatipur, Po-Purandarpur , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin- 742171 do hereby declared that I have changed my name from Snigdha Pal to Snigdha Begum and henceforth I shall be known as Snigdha Begum (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/08/2025.My name Snigdha Begum & Snigdha Pal both are same and one identical person.

Name Change
I, Abdul Dasir Sarkar (Old Name) S/O– Dachhir Mollah resident of Vill-Khirotta , Po-Karai Chenchra , Ps- Tapan , Dist-Dakshin Dinajpur , West Bengal, Pin- 733127 , do hereby decrale that I have changed my name from Abdul Dasir Sarkar to Abdul Miah and hencefort I shall be known as Abdul Miah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025.My name Abdul Miah & Abdul Dasir Sarkar both are same and one identical person.

Name Change
I, Dasir Sarkar (Old Name) S/O–Kacchimaddin resident of Vill-Khirotta , Po-Karai Chenchra , Ps- Tapan , Dist-Dakshin Dinajpur , West Bengal, Pin- 733127 , do hereby decrale that I have changed my name from Dasir Sarkar to Dachhir Mollah and hencefort I shall be known as Dachhir Mollah (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025.My name Dachhir Mollah & Dasir Sarkar both are same and one identical person.

Name Change
I, Eshmabibi Sarkar (Old Name) W/O– Dachhir Mollah resident of Vill-Khirotta , Po-Karai Chenchra , Ps- Tapan , Dist-Dakshin Dinajpur , West Bengal, Pin- 733127 , do hereby decrale that I have changed my name from Eshmabibi Sarkar to Ichhima Bibi and hencefort I shall be known as Ichhima Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 04/08/2025.My name Ichhima Bibi & Eshmabibi Sarkar both are same and one identical person.

Name Change
I, Sadar Ali Sk (Old Name) S/O– Naimaddin Mondal resident of Vill & Po-Pardiar , Ps-Domkal , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742121 do hereby declared that I have changed my name from Sadar Ali Sk to Sadar Ali Mandal and henceforth I shall be known as Sadar Ali Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 05/08/2025. My name Sadar Ali Mandal & Sadar Ali Sk both are same and one identical person.

Name Change
I, Yearul Sk (Old name) S/o-Sadsamid sk, Resident at, Vill & Po-Diara, Ps-Sagardighi, Distic-Murshidabad, 742122, I have changed my name to Iyarul Sk (New name) I shall be known as Iyarul Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 04/08/2025 Yearul Sk and Iyarul Sk same and one identical person

Name Change
I, Shadsamid Sk (Old name) S/o-Akul Sk, Resident at, Vill & Po-Diara, Ps-Sagardighi, Distic-Murshidabad, 742122, I have changed my name to Sadsamid sk (New name) I shall be known as Sadsamid sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 04/08/2025 Shadsamid Sk and Sadsamid sk same and one identical person

Name Change
I, Mohammad Musa, (Old name) S/o-Keramat, Resident at, Vill-Kumarjhol, Po-Bahin, Ps-Raiganj, Dist-Uttar Dinajpur, 733157 West Bengal, I have changed my name Md Musha (New name) I shall be known as Md Musha vide affidavit before the Notry at Berhampore on 04/08/2025 Mohammad Musaand Md Musha same and one identical person.

Name Change
I, Golam Mustufa Sk, (Old name) S/o-Meheruddin Sk, Resident at, Vill & Po-Gudhia, Ps & Dist-Murshidabad 742302West Bengal, I have changed my name Golam Mustafa Sk (New name) I shall be known as Golam Mustafa Sk vide affidavit before the Notry at Berhampore on 04/08/2025 Golam Mustufa Sk and Golam Mustafa Sk same and one identical person.

Name Change
I, Taswer Ali son of Late Md Imaman Ali, residing at 2C/H/4, Chatu Babu Lane, Entally, Kolkata- 700014, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Tasauar Ali as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/08/2025. Taswer Ali and Tasauar Ali both are same and one identical person.

Name Change
I, Mokhtari Begum wife of Md Reyasat Hussain, residing at Vill: Amaitha, PO-Utali Bara, Wazirganj, Dist: Gaya, Pin: 805131, Bihar, have changed my name and shall henceforth be known as Mokhatari Begam as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/08/2025. Mokhtari Begum and Mokhatari Begam both are same and one identical person.

Name Change
I, Reyasat Hussain son of Nathun Miyan, residing at Vill: Basua, Amaitha, Dist: Gaya, Pin: 805131, Bihar, have changed my name and shall henceforth be known as Md Reyasat Hussain as declared before the Notary Public at Kolkata dated 04/08/2025. Reyasat Hussain and Md Reyasat Hussain both are same and one identical person.

Name Change
I, MD SAHIDUL MOLLA (Old Name) S/O ABDUL BARIK MOLLA Residing at Vill-Shankarpur, P.S.-Haroa, District - North 24 Parganas, Pin - 743425 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAHIDUL MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 05-08-2025. MD SAHIDUL MOLLA (Old Name) and SAHIDUL MOLLA (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, SAIDUL MONDAL (Old Name) S/O AHAMMAD ALI MONDAL Residing at Vill-Dangamaheshpur, P.O-.Ilahipur, P.S.-Haripal, District - Hooghly, Pin - 712707 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as SAIDUL ISLAM MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Govt of India vide affidavit dated 04-08-2025. SAIDUL MONDAL (Old Name) and SAIDUL ISLAM MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mursida Khatun D/O- SK Khorsed Ali resident of Jhikra, Akalpoush, Baidyapur, Kalna, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713122, have changed my name and shall henceforth be known as 'MUSHIDA KHATUN SEKH' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 04/08/2025. That Mursida Khatun and Mushida Khatun Sekh both are same and one identical person.

Name Change
I Islam Safiqul and Safiqul Islam (Old name) S/O Mahidul Mandal. Residing at Subidpur Janmamudpur , Basirhat , N 24 Pgs -743422 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Safikul Islam Mondal (New name) as declared before the Notary public kolkata on /5/08/2025 Islam Safiqul and Safiqul Islam (Old name) and Safikul Islam Mondal (New name) both are same and one identical person

Name Change
I Subhashis Chatterjee (Old name) S/O Amal Kumar Chatterjee Residing at 24 –A/1, Bhuban Mohen Roy road , Purba Barisha , Kolkata -700008 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Subhasish Chatterjee (New name) as declared before the Notary public kolkata on 5/8/2025 (SL. No. 10) Subhashis Chatterjee (Old name) and Subhasish Chatterjee (New name) both are same and one identical person.

Name Change
I Mohidul Islam (Old name) S/O Late Didar Boksh Mandal . Residing at Subidpur , Janmamudpur , Basirhat N. 24 Pgs – 743422 . W. B. have changed my name and shall henceforth be known as Mahidul Mandal (New name) as declared before the Notary public kolkata on 23/7/2025 Mohidul Islam (Old name) and Mahidul Islam (New name) both are same and one identical person.

Name Change
I, Ashim Kumar Chatterjee S/o Murali Mohan Chatterjee Residing at Flat No-301, Archan Appartment, Baguiati, Rajarhat Gopalpur (M), Desh Bandhu Nagar, District - North 24 Parganas, Pin - 700059, West Bengal India shall henceforth be known as Ashim Chatterjee. I declare that Ashim Kumar Chatterjee and Ashim Chatterjee is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change
I, Ram Ratan Lahoti S/o Sukhdeb Prasad Lahoty Residing at CJ-251, Sector -II, Saltlake Near Tank no-9, District - North 24 Parganas, Pin - 700091, West Bengal India shall henceforth be known as Ram Ratan Lahoty. I declare that Ram Ratan Lahoti and Ram Ratan Lahoty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change
I, Ratan Shankar Sinha S/o Jwala Prasad Residing at Flat No-B/2F Eden Tolly Lake Side, P.o - Ramchandrapur, P.s - Kabardanga, District - South 24 Parganas, Pin - 700104, West Bengal India shall henceforth be known as Ratan Shankar Prasad Sinha. I declare that Ratan Shankar Sinha and Ratan Shankar Prasad Sinha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change
I, Abubakkar Sardar S/o Late Mohammad Ali Sardar Residing at Vill - Iswaripur(South), P.o - Iswaripur, P.s - Jibantala, District - South 24 Parganas, Pin- 743502, West Bengal India that my deceased father who previously known as Md Ali Sardar, Sardar Mhammad, Sardar Mahammad, Md Mohammad Ali Sardar shall henceforth be known as Mohammad Ali Sardar as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore, South 24 Parganas, vide affidavit no 19722/25 dated 28-07-2025. I declare that my deceased father Md Ali Sardar, Sardar Mhammad, Sardar Mahammad, Md Mohammad Ali Sardar and Mohammad Ali Sardar is same and one identical person.

Name Change
I, Sk Riyaj S/o Oyeli Ahamed Residing at Saheb Pukur O Aashutepukur, P.o - Sukdal, P.s - Budbud, District - Purba Bardhaman, Pin - 713403, West Bengal India shall henceforth be known as Md Riyaj. I declare that Sk Riyaj and Md Riyaj is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 05-08-2025.

জনসাধারণের সামনে বাংলা ভাষাকে বেশি মাত্রায় তুলে ধরতে উদ্যোগী বালুরঘাট পুরসভা

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৫ আগস্ট ঃ জনসাধারণের সামনে বাংলা ভাষাকে বেশি মাত্রায় তুলে ধরতে উদ্যোগী বালুরঘাট পুরসভা। শহরের দোকানপাট থেকে সরকারি অফিসগুলিতে বাংলায় নাম লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুরসভা কর্তৃপক্ষ। বালুরঘাট পুরসভা সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় মূলত ইংরেজি ভাষায় সাইনবোর্ড নজরে পড়ে। যা চেয়ারম্যানের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। বাংলা ভাষা আজ ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেয়েছে, বিশ্বব্যাপী একটি সমৃদ্ধ ভাষা হিসেবে সমাদৃত। কিন্তু সরকারি কিংবা বেসরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাইনবোর্ডে বাংলা ভাষার ব্যবহার কমে আসায় নানা সময়ে প্রচুর মানুষ আক্ষেপ প্রকাশ করে থাকেন। এই বিষয়ে বালুরঘাট পুরসভার পুরাধ্যক্ষ অশোক কুমার মিত্র জানান, পুরসভার আওতায় থাকা ২৫ টি ওয়ার্ডে প্রায় ২ লক্ষ মানুষের বাস। শহরজুড়ে অসংখ্য

দোকান ও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বহু দোকানপাট ও প্রতিষ্ঠানের নাম বাংলায় রয়েছে। যদিও এখনও অনেক দোকান ও অফিসে শুধুমাত্র ইংরেজিতেই নামের ফলক রয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলায় লেখার উদ্যোগ বালুরঘাট পুরসভার। দেশজুড়ে যখন বাঙালি ও বাংলা ভাষাভাষিদের নিয়ে একাধিক ঘটনা সামনে আসছে, ঠিক সেই সময়ে অনন্য সিদ্ধান্ত বালুরঘাট পুরসভার। জানা যাচ্ছে, বর্তমান বোর্ডের সিদ্ধান্ত, আগামীদিনে বালুরঘাট পৌর এলাকায় মাতৃভাষা বাংলায় সরকারি কিংবা বেসরকারি ব্যানার, হোর্ডিং লাগানো হবে। সরকারি অফিসগুলির পাশাপাশি বেসরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, দোকানঘর ও বিভিন্ন সাইন বোর্ড এমনকি সরকারি আবেদনপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহার কমে আসছে। বালুরঘাট শহরের নাট্যকর্মী থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদরা মাঝেমধ্যেই এই নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে থাকেন। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতেই বাংলা ভাষা রাজনীতির বিষয় না হয়ে হোক সকলের গর্ব ও অহংকারের প্রতীক, এমনটাই দাবি পুরসভার। তাই সেই সমস্ত ব্যানার ও হোর্ডিংয়ে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলা ভাষায় লেখা থাকতে হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই সাধুবাদ জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাধারণ মানুষ।

পুরুলিয়ায় রেকর্ড বৃষ্টিতে জেরবার মৃৎশিল্পীরা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৫ আগস্ট ঃ ১৯ জুন থেকে ২৮ জুলাই। টানা এক মাসের বেশি সময় ধরে পুরুলিয়ায় বৃষ্টি। ২৯ তারিখ একদিনের বিরতি। তারপর ফের শুরু। এবং তা চলছেই। লাগাতার বৃষ্টিতে মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের। ধারাবাহিক বৃষ্টির জেরে প্রতিমা তৈরির কাঁচামালের দামও বাড়ছে। টান পড়েছে মূলধনে। জোরা ফলার সমস্যায় জেরবার মৃৎশিল্পীরা। দুর্গা প্রতিমা শুরু তো দূর অস্ত। টানা বৃষ্টিতে মনসা প্রতিমা তৈরিতেই বেগ পেতে হচ্ছে এই শিল্পীদের। এখনও তারা বিশ্বকর্মা প্রতিমা তৈরির কাজে হাত-ই দিতে পারেননি। জুন-জুলাই মাসে পুরুলিয়ায় স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫৫১.৪০ মিলিমিটার। সেই জায়গায় ওই দু'মাসে পুরুলিয়ায় বৃষ্টি হয়েছে, ১০৪৯. ৫৫ মিলিমিটার। প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি বৃষ্টিতে মনসা পরবে যেন আঁধার দেখছেন জেলার মৃৎশিল্পীরা। পরবের খুশি যেন উবে গেছে এই সাবেক মানভূমে! আগামী ১৭ আগস্ট মনসা পুজো। জঙ্গলমহলের এই জেলায় এই পুজো অন্যতম বৃহৎ উৎসব। পুজোর পরদিন শুধুমাত্র বলিদানের মাংস খাওয়ার জন্য এই জেলা অলিখিত বনধ থাকে। কিন্তু সাবেক মানভূমের সেই বৃহৎ উৎসবে মাথায় হাত মৃৎশিল্পীদের।

রহস্যময় শিলিগুড়ির আবাসন, তদন্তে নেমে হিমশিম খাচ্ছে পুলিস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ির ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে এ বাড়িতে ঢুকে কি দুস্কৃতি তাণ্ডব? না অন্যকিছু? ঘটনাকে কেন্দ্র করে দানা বাঁধছে রহস্য। ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি থানার পুলিস পৌঁছে বেশ কিছু রহস্যজনক তথ্য পেয়েছে। তবে আসল ঘটনা কী? কী হয়েছে এই আবাসনের ফ্ল্যাটে তা এখনও পরিষ্কার নয়। ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে তৃতীয়তল ওই আবাসনের পুরো সিঁড়িতে এবং পেছনের ফাঁকা জমিতেও ছোপ ছোপ রক্তের দাগ মিলেছে। ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় আহত ব্যাক্তি রূপল সরকারকে। রূপকের হাতে এবং দেহের এক জায়গায় সামান্য আঘাত লাগলেও গোটা ফ্ল্যাটে এবং আবাসন চত্বরে এত রক্ত এলো কী করে তা নিয়েই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দারা এবং পুলিস আহত রূপক সরকার নামে ওই ব্যক্তিকে নিয়ে যায় হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে শিলিগুড়ি থানার উচ্চপদস্থ পুলিস কর্তা এবং শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিসের উচ্চপদস্থ পুলিস কর্তারা পৌঁছে বেশ কিছু রহস্যের আঁচ পেয়ে ফরেনসিক টিমকে তলব করে। স্থানীয়দের বক্তব্য, বাড়ির ভেতরে সমস্ত কিছু ও আলমারি ভাঙচুর অবস্থায় রয়েছে, তবে একটি আলমারি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে বলেই সূত্রের খবর এবং সেই আলমারির হাতলে রক্তের দাগ রয়েছে। পুলিস ফরেন্সিক টিম আসার আগে ওই আলমারি খুলতে চায়নি। জানা গেছে, আক্রান্ত রূপক সরকার শিলিগুড়ি পৌরনিগমের অস্থায়ী কর্মী। বাবা বিছানায় শয্যাশায়ী। রূপকের স্ত্রী এবং সন্তান রয়েছে তবে তাদের মধ্যে খোর-পোষের মামলা চলছে ফলে তার স্ত্রী এবং সন্তান বাপের বাড়িতে থাকে। ডাবগ্রামের ওই আবাসনের রূপক তার বাবাকে নিয়েই থাকত। সূত্রের খবর, রূপক তার শালিকে বিয়ের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে অনেকের কাছেই দরবার করেছে। কিন্তু খোরপোষের মামলা চলায় তা সম্ভব হচ্ছিল না। অপরদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য এক ইরিক্সা চালকের সঙ্গে তার মাঝে মাঝেই কথা কাটাকাটি হত কোন অর্থনৈতিক কারণে। আজ যে ঘটনাটি ঘটেছে, তা ঠিক কি বিষয় নিয়ে তা বুঝতে রূপক সরকারকে পুলিসি হেফাজতে রেখেই চিকিৎসা চলছে। শিলিগুড়ি থানার পুলিস সূত্রে জানা গেছে, আগামীকাল আসবে ফরেনসিক টিম, তারপর ওই ফ্ল্যাট তদন্ত চালাবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিস। আপাতত ওই ফ্ল্যাটটি সিল করে দেওয়া হয়েছে। রূপক সরকারের বাবা অসুস্থ থাকায় তাকে ভর্তি করা হয়েছে রেল হাসপাতালে।

বীরভূম থেকে আসা জলস্তর বৃদ্ধির কারণেই সাত হাজার কৃষি জমি জলের তলায়

দুরন্ত বার্তা, বড়ঞা, ৫ আগস্ট ঃ গত কয়েকদিন ধরে নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে একটানা ভারী বৃষ্টি হচ্ছে। ২০১৭ সালের পর এত বৃষ্টির কারণে কৃষি জমি বন্যার কবলে পড়েনি বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। হঠাৎই বীরভূম থেকে আসা জলস্তর বৃদ্ধির কারণেই এবার কৃষি জমি জলের তলায়। প্রায় সাত হাজার হেক্টর কৃষি জমি জলমগ্ন। জমি থেকে জল বের হতে না পারায় চাষের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকেরা। জানা গেছে, বড়ঞা ব্লকের সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে একাধিক মৌজা ধানের জমি কোপাই নদীর জলে তলায়। লাগাতার বর্ষণে বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুর্শিদাবাদ জেলা সহ বিভিন্ন এলাকা। অন্যদিকে, একাধিক জলাধার থেকে ছাড়া হচ্ছে জল। এবার সেই জল এসে নামল বড়ঞাতে। ফলে সম্প্রতি ধান রোপণ করা হলেও বিঘের পর বিঘা জমি এখন জলের মধ্যে আছে। ফলে আর্থিক ক্ষতির মুখে এখন চাষিরা। ধানের চারা নষ্ট হয়ে যেতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন

চাষিরা। যদিও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সব সময় নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেই জানা গেছে। ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, একটানা ভারী বৃষ্টিপাত এবং জোয়ারের কারণে চাষের জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। এর উপরে নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় স্লুইস গেটও বন্ধ। ফলে চাষের জমির জল বের হতে না পারায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। বিঘার পর বিঘা জমি জলের তলায়। দ্রুত জমি থেকে জল বের করতে না পারলে খারিফ মরশুমে ধান চাষ করা যাবে না বলে আশঙ্কা করেছেন কৃষকেরা। কৃষি দফতরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বড়ঞার সব থেকে বেশি কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে একাধিক মৌজাতে। আমরা সরজমিনে খতিয়ে দেখছি। যদিও বৃষ্টির কারণেই জলস্তর বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যে স্তরে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। আনুমানিক প্রায় সাত হাজার হেক্টর কৃষি জমি প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আবারো সাফল্যের নজির সরকারি হাসপাতালের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ আগস্ট ঃ সরকারি হাসপাতালের মানবিকতায় পুত্র সন্তান লাভ করলো প্রতিবন্ধী মা। প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করলেও স্বামী প্রতিবন্ধী হওয়ায় দিশাহীন হয়ে পড়ে পরিবার। তৎক্ষণাত সরকারি হাসপাতালে এসে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দক্ষতাই প্রসব হয় পুত্র সন্তান। নদীয়ার শান্তিপুর বাগ আঁচড়া এলাকার বাসিন্দা সন্তু সাঁতরা তিনি একজন বিশেষভাবে সক্ষম, তার স্ত্রী গঙ্গা মন্ডলও প্রতিবন্ধী। গত দুদিন আগে বাড়িতেই প্রসব যন্ত্রণায় ছটফট করে গৃহবধূ গঙ্গা মন্ডল, তাৎক্ষণিক সময়ে স্ত্রীকে কোথায় নিয়ে যাবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না প্রতিবন্ধী স্বামী সন্তু সাঁতরা। ছুটে আসেন শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে সেখানেই স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডক্টর পবিত্র বেপারী সাথে সাথেই ভর্তি করে নেন ওই অন্ত ঃ সত্বা গৃহবধূকে, এরপর মেডিকেল টিম গঠিত করে শুরু হয় তার চিকিৎসা। সোমবার বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ সফল অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে পুত্র সন্তান লাভ করে ওই গৃহবধূ। স্বাভাবিকভাবেই সরকারি হাসপাতালের অতি সক্রিয়তায় খুশি গৃহবধূ গঙ্গা মণ্ডল ও তার স্বামী সন্তু সাঁতরা। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক পবিত্র বেপারী বলেন, স্বামী স্ত্রী দুজনেই প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে খুবই সমস্যায় পড়েছিলেন তারা, অন্যত্র স্থানান্তর করলে হয়রানির শিকার হতে হতো তাদের। অস্ত্রোপচারে একটু ঝুঁকিপূর্ণ থাকলেও এখন মা ও পুত্র সন্তান দুজনেই সুস্থ রয়েছে। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে মা ও সন্তানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে সবসময় পাশে থাকবেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। উল্লেখ্য নদীয়ার শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতাল এর আগেও একাধিক জটিল অস্ত্রোপচার করে প্রাণ বাঁচিয়েছে অনেক প্রান্তিক মানুষদের, আবারো এক প্রতিবন্ধী অন্ত ঃসত্বা গৃহবধূর অস্ত্রপ্রচার করে মুখে হাসি ফোটালো পরিবারের। এখন পুত্র সন্তান লাভ করার পর চওড়া হাসি মায়ের মুখে।

সমাজের গঠন মূলক কাজে উল্লেখ করে শান্তিনিকেতন প্রেসক্লাব গঠনের প্রস্তাবনা বোলপুরে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৫ আগস্ট ঃ সমাজের গঠন মূলক কাজে উল্লেখ করে প্রস্তাবিত শান্তিনিকেতন প্রেসক্লাব গঠনের উদ্যোগ ডঃ মলয় পিটের। বোলপুর রতন পল্লীতে মার্কেট প্লেসের মেইন জায়গায় তিনটি রুম, কিচেন ও ক্যাফেটেরিয়া বিশিষ্ট এই সুন্দর ঘরটি ভাড়া নেওয়ার চূড়ান্ত কথা হয়েছে। তিনটে রুমে এসে থাকবে এবং পাশাপাশি নেট সহ অন্যান্য কম্পিউটারের সুযোগ সুবিধা থাকবে। গঠনমূলক কাজে প্রেসের ভূমিকা উল্লেখ করে শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কর্ণধার ডঃ মলয় পিট বলেন, বোলপুরে প্রেসের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। কিন্তু সেটি প্রচারের আলোয় আসে না কারণ বিক্ষিপ্তভাবে করা হয় বলে। তাই ইউনাইটেড হয়ে একটি সংগঠন করা হচ্ছে। সাংবাদিকরাও মানুষের কাজে থাকেন সেটা তুলে ধরার জন্য এই সংগঠন। প্রস্তাবিত শান্তিনিকেতন প্রেস ক্লাব নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। সংগঠিত হলে এই ভাবনাচিন্তার প্রসার ঘটবে। সেই লক্ষ্যে বোলপুরে শান্তিনিকেতন ক্লাব একটি প্রস্তাবিত প্রেস ক্লাব নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি। এখানে আমরা আমাদের নিজের মত করে একটা খসড়া করলাম। কিন্তু যদি বিশিষ্টজনদের কাছে যায় এবং তাঁদের সুচিন্তিত মতামত পেলে আমাদের চলার পথ সুগম হবে। পাশাপাশি তারা যদি এখানে আসেন তাহলে আমরা উৎসাহ পাব। শারীরিক অসুস্থতার কারণে অনেকে আসতে পারেনি। যারা ছিলেন তারা বললেন, একজনের ফোন নাম্বার দিয়ে যেতে। তারা সময় দেবেন আমাদের বলিষ্ঠ সাংবাদিক সুরজিত ঘোষ হাজরা আছেন। কার ফোন নাম্বার দেওয়া হলো। তিনি যোগাযোগ রাখবেন। আশা করছি এরকম একটি মহতি কাজে তিনিও অংশগ্রহণ করবেন। এই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা আজ এখান থেকে যাচ্ছি। সমাজের বিশিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে খারাপ আলোচনার মাধ্যমে সাংবাদিক বন্ধুগণ সমাজের গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবেন এই ভাবনা নিয়ে এই ক্লাবটি গঠন করার কথা ভাবছি।

মুর্শিদাবাদে উদ্ধার বিপুল পরিমান আগ্নেয়াস্ত্র ও মাদক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের বড়সড়ক সাফল্য। একই দিনে নওদা, লালগোলা এবং ফরাক্কা থানার পুলিশের বিশেষ দল মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করল একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিপুল পরিমাণ মাদক। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের প্রথম ঘটনাটি ঘটে নওদা থানার অন্তর্গত কুলাইচণ্ডী ঘাট এলাকায়। সেখান থেকে পুলিশ আত্তার শেখ, রবিউল শেখ এবং শামিরুল শেখ নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। তাদের কাছ থেকে পুলিশ তিনটি পাইপ গান, তিন রাউন্ড গুলি, দুটি ৭ এমএম পিস্তল, দশ রাউন্ড ৭.৬৫ এমএম পিস্তলের গুলি এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে। ধৃতরা প্রত্যেকেই নওদা থানার অন্তর্গত টুঙ্গি উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। অন্যদিকে,কলকাতা পুলিশের এসটিএফ এবং জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার ক্রাইম মনিটরিং সেলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ফরাক্কা পুলিশ প্রায় ৭৬০ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করলো। সোমবার সন্ধে নাগাদ এসটিএফ মারফত পাওয়া খবরের উপর ভিত্তি করে পুলিশের একটি দল ফরাক্কা থানার অন্তর্গত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর ফরাক্কা ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকায় নাকা তল্লাশি চালায়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করা হয় মহম্মদ জিয়াউর রহমান এবং সাজেদা বিবি মন্ডল নামে দু'জনকে। এদের মধ্যে মহম্মদ জিয়াউর রহমান কালিয়াচকের বাসিন্দা এবং সাজেদা বিবি মন্ডল নদীয়ার চাকদার বাসিন্দা। ধৃত দু'জনের বিরুদ্ধেই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা করে মঙ্গলবার তাদের আদালতে পেশ করে ফরাক্কা থানার পুলিশ। একই দিনে লালগোলা থানার অন্তর্গত দেওয়ানসারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সিতপাড়া মোড় থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে লালগোলার বাসিন্দা এক মাদক পাচারকারীকে। ধৃত ব্যক্তির নাম হাসানুর জামাল ওরফে বাক্কার (২৩)। তার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ২৯৭ গ্রাম হেরোইন। ধৃতের বিরুদ্ধে পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে। ধৃতের ৭ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মঙ্গলবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়।

গ্রেপ্তার এক মহিলা সহ ২

দুরন্ত বার্তা, ফারাক্কা, ৫ আগস্ট ঃ ব্রাউন সুগার পাচার করতে গিয়ে ফারাক্কায় গ্রেপ্তার এক মহিলা সহ দুই। সোমবার রাতে STF এবং ফারাক্কা থানা পুলিশের তৎপরতায় নিউ ফারাক্কা ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের।

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR

An e-Tender for **"Comprehensive Electrical Installation's, Operation and Maintenance of different Compactor Stations situated under BMC"** is being invited by EE,(E&M) Deptt. BMC vide NIT No. **19/PHE(E&M)/BMC Dated: 31-07-2025** (e-Tender ID: **2025_MAD_885485_1**) details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in office website & Notice Board only. Please visit: **https://wbtenders.gov.in**. Last date of Bid submission (online): **16/08/2025.**

Sd/-
Executive Engineer, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

সাধারন বিজ্ঞপ্তিঃ

Before the District Delegate (Civil Judge Junior Division)
Dakshin Dinajpur at Balurghat
Misc. Petition No. 31/2024 (Succession)
মৃত ব্যাক্তিঃ Prabir Bandhu Ghosh S/o- Lt. Pramatha Bandhu Ghosh of Vill- Narayan School Para, P.O. & P.S- Balurghat, Dist- Dakshin Dinajpur
দরখাস্তকারীঃ
1) Pranab Bandhu Ghosh
2) Pratul Bandhu Ghosh
3) PRadip Bandhu Ghosh
All son's of Lt. Pramatha Bandhu Ghosh
4) Baby Roy W/o- Sushanta Kr. Roy, D/o- Lt. pramatha Bandhu Ghosh all of Vill- Narayan School Para, P.O.& P.S- Balurghat, Dist- Dakshin Dinajpur.

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন গত ইং ১১।০৩।২০২৪ তারিখে উপরোক্ত মৃত ব্যাক্তির নিম্নলিখিত তপশীলে উল্লেখিত ত্যক্ত অর্থের বিষয়ে ওয়ারিশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। সে কারনে যদি উপরোক্ত মৃত ব্যাক্তির আর কেহ ওয়ারিশ থাকেন এবং উক্ত বিষয়ে আপনাদের কাহারো কোনরুপ আপত্তি বা দাবী থাকে তাহা হইলে আগামী ইং ১২-১১-২০২৫ তারিখে আদালতে উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত প্রমানাদি সহ কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

SCHEDULE
Total Amount of Pension and Gratuity Due of lump sum amount of approximate Rs. 3,16,383/- (Rupees Three Lakh Sixteen Thousand Three Hundred Eighty Three) only in file no. PRI/DDR/00003/2023.

সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুনিঃ ডিভিঃ) আদালত
বালুরঘাট, দক্ষিন দিনাজপুর

বিজ্ঞপ্তি

আমি বেলি মাহাত, পিতা- মৃত সুভাষ মাহাত, সাং- নওপাড়া, পোঃ- আমরাইল, থানা- বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর গত ইং ০৭.০৭.২০২৫ তারিখে বালুরঘাট Executive Magistrate এর নিকট এফিডেবিট করিয়া স্বীকার করিয়াছি যে, আমার পিতার নামের বালুরঘাট থানার অন্তর্গত সম্পত্তি যাহার খতিয়ান নং ৯৯৫, জে.এল. নং ২৯৯, দাগ নং ১৭৫ /৪২৯ ও ১৮২, মৌজা-চকহোসেন উক্ত খতিয়ানে আমার পিতার নাম Sarbeswar Mahato বলে উল্লেখ হইয়াছে এবং আমার পিতার নামের বালুরঘাট থানার অন্তর্গত অন্য আরও একটি সম্পত্তি যাহার খতিয়ান নং২৭৭, জে.এল. নং ২৯৯, দাগ নং ১৪০, ৬৫ ও ৬৮ মৌজা- চকহোসেন উক্ত খতিয়ানে আমার পিতার নাম Sarbeswar Mahato বলে উল্লেখ হইয়াছে। Sarbeswar Mahato ও Subhash Mahato একই ব্যক্তি হইতেছেন।

Susnigdha Biswas
Advocate, Balurghat Court

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নাম ঃ ।) তপন কুমার মৈত্র ।।) অঞ্জনা মৈত্র
আমোক্তারনামা দাতাঃ ।) কৃষ্ণা সাহা ।।) সৌম্যদীপ দাস
ঠিকানাঃ কদম তলা, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতা ঃ ।) কমল দাস ।।) বিশ্বজিত দাস
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ (2349/22) 48982 নং বহি 48994 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ I-1624/ 24 (7 MAY 2024)
নামজারি কেস নং. MN/2025/0702/ 8540,8549
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ-
খড়িয়া সীট নং-23. প্লট নং, LR- 226,227, এল. আর খতিয়ান নং 1380,1381, 1382 1383, 1384,1349
(আদেশ নং ১০০০ -I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ ।) তপন কুমার মৈত্র ।।) অঞ্জনা মৈত্র
পিতা/স্বামীঃ পিতা-রেবতী কুমার মৈত্র ।।) স্বামী- তপন কুমার মৈত্র
ঠিকানাঃ সার্কুলার রোড, জলপাইগুড়ি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ JYOTSHNA BEGAM
আমোক্তারনামা দাতা ঃ UTPAL SEN LATE- NIBARON SEN
ঠিকানাঃ BAMAN PARA ,P.O-DHAPGANJ, P.S- KOTWALI
গ্রহীতা ঃ JYOTSHNA BEGAM
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 4203 নং বহি 4217 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ SL-1758/2025 I=1841/25
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/7956
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ-মৌজা - MANDALGHAT SIT NO =2 KHATIAN =1741 JL No-7, LR-1015, RS-961/4
NAME - JYOTSHNA BEGAM, UTTAR HAZAR BIGHA DINAJPUR 733207
NAME - UTPAL SEN LATE-NIBARON SEN, BAMAN PARA, P.O.-DHAPAGANJ
(আদেশ নং- ১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত) বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ JYOTSHNA BEGAM পিতা / স্বামীঃ MAHATABUDDIN ঠিকানাঃ UTTAR HAZAR BIGHA, GHIRNIGAON, CHOPRA UTTAR DINAJPUR-733207

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows:
1. Name of work:- Urgent repairing and rectification of existing Electrical Installations and related works at different positions surrounding the HRBC Bhavan under Hooghly River Bridge Commissioners.
   Tender ID - 2025_HRBC_887456_1
2. Name of work:- Emergent repairing works of Existing Loop Boxes, Including supply & laying of new cables in place of damages cables of different poles at Nager Bazer Fly Over under Hooghly River Bridge Commissioners.
   Tender ID - 2025_HRBC_887456_2
   e-NIT No. HRBC/JPM(E)/NIT/07/25-26

Last date of submission of bid (online) is **14.08.2025** up to 10.00 AM.
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

নোটিশ

আমার মক্কেল শ্রী শুভঙ্কর দাস, পিতা শ্রী হরেন্দ্রনাথ দাস, সাং-ডোমজুড়, ডোমজুড়, হাওড়া।
চককদমতলা মৌজায় নারায়ন চন্দ্র দাস এর ওয়ারিশান গনের থেকে রতন দাস ও প্রশান্ত সাঁতরা থেকে শুভঙ্কর দাস দিগর জমি আমমোক্তার গ্রহন করেছেন। যাহার হালদাগ নং-৪৯ ও ৫৩ যাহার আমমোক্তার নং- ৪৯৮ /১৭,৪৭৯১/২৩ ও ২৭৩১/২৩, ১৫৩৩/ ২৪ ডোমজুড় এ্যাডিঃ ডিঃ সাব রেজিষ্ট্রীকৃত বর্তমানে অর্ঘ্য চ্যাটার্জ্জী ও আনান্য কে বিক্রয় করেছেন এবং নাম খারিজের আবেদন জমা করেছেন। উল্লিখিত দাতাগনের যদি কোন আপত্তি থাকে তাহলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল.এণ্ড.এল. এরও ডোমজুড় অফিসে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ীকার্য্য হইবে।

অনিন্দ্য ঘোষ
এ্যাডভোকেট জাজেস কোর্ট,
হাওড়া

TENDER NOTICE

Prodhan Som-II GP invites e-tender in authority's contact from reliable resource and eligible contractor for **NIT No-06/ 25-26/Som-II G.P up to 11.08.25 17;00 hrs** for others details visit website– **https:// wbtenders.gov.in** or Sompara-II G.P

Sd/-
Prodhan
Sompara-II G.P

পাবলিক নোটিশ

আমাদের নজরে এসেছে যে আমাদের SEBI নিবন্ধন নম্বর INZ000197136 অননুমোদিত ব্যক্তি/ সত্তা দ্বারা অপব্যবহার করা হচ্ছে যাতে তারা নাকামিচি সিকিউরিটিজ লিমিটেড নামে প্রতারণামূলক বিনিয়োগ বা পরামর্শমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে পারে, যা SEBI-তে নিবন্ধিত একটি স্টক ব্রোকার যার নিবন্ধিত অফিস বিনয় ভবন, ২৭বি ক্যামাক স্ট্রিট, চতুর্থ তলা, কলকাতা - ৭০০০১৬। আমরা নাকামিচি সলিউশনের সাথে কোনও সম্পর্ক অস্বীকার করি যারা নাকামিচি সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ছদ্মবেশে এবং পুঁজিবাজারে পরিষেবা প্রদান করছে। আমরা জনসাধারণ এবং আমাদের ক্লায়েন্টদের জানাতে চাই যেঃ
আমরা কঠোরভাবে SEBI নিয়ম এবং নির্দেশিকা অনুসারে কাজ করি।
● আমরা কোনও তৃতীয় পক্ষ বা এজেন্টকে আমাদের নিবন্ধন বিবরণ ব্যবহার করার অনুমতি দিই না, যদি না এক্সটেন্ট রেগুলেশন দ্বারা অনুমোদিত হয়, শাখা অফিস বা SEBI নিবন্ধিত অনুমোদিত ব্যক্তি হিসাবে।
● এই ধরনের অননুমোদিত সত্তা বা ব্যক্তিদের সাথে লেনদেনকারী যে কোনও ব্যক্তি তাদের নিজস্ব ঝুঁকিতে তা করে।
● আমরা পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি এবং আমাদের পরিচয়পত্রের অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সকল আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি।
সতর্কতাঃ যেকোনো আর্থিক লেনদেনে জড়িত হওয়ার আগে আমাদের প্রতিনিধিত্বকারী দাবিকারী যেকোনো ব্যক্তি বা সত্তার পরিচয় যাচাই করুন। যেকোনো সন্দেহ বা স্পষ্টীকরণের জন্য, সরাসরি ০৩৩-৪০১৭৫২০০ নম্বরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা জনসাধারণকে সতর্ক থাকার এবং আমাদের SEBI নিবন্ধন নম্বর সম্পর্কিত যেকোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপ অবিলম্বে SEBI বা স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে জানাতে অনুরোধ করছি।
জনস্বার্থে জারি করা হয়েছেঃ
নাকামিচি সিকিউরিটিজ লিমিটেড
SEBI নিবন্ধন নম্বরঃ **INZ000197136**
বিনয় ভবন, ২৭বি ক্যামাক স্ট্রিট, চতুর্থ তলা, কলকাতা- ৭০০০১৬

ইজি ফিনকর্প লিমিটেড
CIN: L65920WB1984PLC262226
নিবন্ধিত অফিসঃ ডানকান হাউস, চতুর্থ তলা, ৩১ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০ ০০১, টেলিফোনঃ ০৩৩-২২৩০-৮৫১৫
ইমেলঃ **rpsg.secretarial@rpsg.in** ওয়েবসাইটঃ **www.easyfincorp.com**

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া প্রান্তিকের অননুমোদিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (লক্ষ টাকা)

ক্রম নং	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৫ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১ মার্চ ২৫ পরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩০ জুন ২৪ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১ মার্চ ২৫ পরীক্ষিত
১.	মোট আয়	২.৩৭	২.৪৩	২.১১	৯.৬৬
২.	নিট লাভ/ (ক্ষতি) করের আগে	(৫.১৮)	(৪.৭৬)	(৪.৭০)	(১৭.৬৯)
৩.	নিট লাভ/ (ক্ষতি)				
	কর পূরবর্তী, সাধারণ কার্যকলাপের	(৪.১৯)	(৩.৮৪)	(৩.৭৯)	(১০.৭৬)
৪.	মোট ব্যাপকআয় /(ক্ষতি)				
	করের মোট পরিমাণ	(৪.১৯)	(৪৭২.০২)	(৩.৭৯)	৭৫৫.৪৬
৫.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০	২৪.৫০
৬.	সংরক্ষণ (পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ বাদে)	-	-	-	২,৪২০.৬৮
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (বার্ষিক নয়, সমাপ্ত বছর ব্যতীত) (প্রতিটি ১০ টাকা)				
	ক) মূল	(১.৭১)	(১.৫৭)	(১.৫৫)	(৪.৩৯)
	খ) মিশ্র	(১.৭১)	(১.৫৭)	(১.৫৫)	(৪.৩৯)
		বার্ষিক নয়			

দ্রষ্টব্য
১. SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রস্তুত এবং উপস্থাপিত উপরোক্ত ফলাফলগুলি ৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সেই তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
২. SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক এবং বছর-শেষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট BSE এর ওয়েবসাইট, অর্থাৎ **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট, অর্থাৎ **www.easyfincorp.com** এ পাওয়া যাবে।
৩. বর্তমান সময়ের উপস্থাপিত পরিসংখ্যানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার জন্য পূর্ববর্তী সময়ের জন্য চিত্রগুলি যেখানে প্রয়োজন মনে করা হয়েছে সেখানে পুনর্গঠিত / পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ৫ আগস্ট ২০২৫

ইজি ফিনকর্প লিমিটেডের পক্ষে,
রাজেন্দ্র দে
(পরিচালক)
DIN: 07011234

OFFICE OF THE JHALDA-II PANCHAYAT SAMITY
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila,
Dist.-Purulia, 723213.

Memo. No. **571/EO/JLD-II** Dated: **05/08/2025**

Notice

Executive Officer, Jhalda- II Panchayat Samity invites E-tender as follows: NIeT No.-4(e)/EO/JLD-11/2025-26 dt.05.08.2025, for 01 no scheme (**Tender ID 2025_ZPHD_887325_1**) within the jurisdiction of Jhalda-II Panchayat Samity. Last Date of tender submission is **14.08.2025 up to 6-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Executive Officer
Jhalda-II Panchayat Samity

Office of the Beldubi Gram Panchayat , Paniarah,Panchla, under Panchla Development Block, Dist-Howrah
Notice Inviting E-Tender

Office of the Prodhan, Beldubi Gram Panchayat under Panchla Development Block, Dist-Howrah has invited E-Tender Notice.
List of Tender Notice :-
1)152/General Fund/BGP/2025-26 Sl N0-01 Dated:-01/08/2025
2) 153/General Fund/BGP/2025-26 Sl N0-01 Dated:-01/08/2025
3) 154/General Fund/BGP/2025-26 Sl N0-01 Dated:-01/08/2025
4) 155/General Fund/BGP/2025-26 Sl N0-01 Dated:-01/08/2025
5) 156/General Fund/BGP/2025-26 Sl N0-01 Dated:-01/08/2025
6) 157/General Fund/BGP/2025-26 Sl N0-01 Dated:-01/08/2025
7) 158/SBM-G/BGP/2025-26 Sl N0-01 Dated:-01/08/2025
Bid Submission date- **01/08/2025 , 10:00 AM** and End of Bid Submission **08/08/2025 at 5:00 PM** , he details tender notice along with Tender Documents and others forms is available at **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Beldubir Gram Panchayat
Paniarah, Panchla, Howrah

MUTHOOT FINCORP LTD. | সোণা নিলাম সূচনা

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

এতদ্বারা সবাইকে সূচনা দেয়া হচ্ছে যে up to 30.09.2024 & MSGL, SPL 16, One Plus, Guide prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure gold loans upto 31.12.2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due upto 30.06.2025. Also those gold loans where interest is due and not paid up to 30.06.2025 are also included in this auction পর্যন্ত নিম্নোক্ত শাখাগুলিতে যেগুলি সোণা বন্ধক স্বরূপ জমা ছিল যাদের দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করার অন্তিম তারিখ পার হয়ে গেছে এবং বারংবার সূচিত করা স্বত্বেও দায়মোচনের জন্যে পরিশোধ করা হয়নি ওই সোণাগুলি 08.09.2025 তারিখে সকাল 10 টা থেকে নিলাম করা হবে।

NADIA DISTRICT-BADKULLA: 4282000004, 4282000024, 4282000027, 4282000057, 4282000065, 4282000068, 4282000080, 4282000086, 4282000087, 4282000095, 4282000096, 4282000100, 4282000102, 4282000106, 4282000112, 4282000113, 4282000127, 4282000136, 4282000140, 4282000161, 4282000371, 428201248, 428201261, 428201329, 428201335, 428201339, 428201374, 428201380, 428201410, 428201422, 428201423, 428201424, 428201463, 428201488, 428201500, 428201505, 428201558, 428201564, 428201574, 428201586, 428201593, 428201606, 428201607, 428201642, 428201667, 428201679, 428201682, 428201684, 428201691, 428201703, 428201720, 428201743, 428201750, 428201759, 428201766, 428201776, 428201812, 428201813, 428201815, 428201824, 428201832, 428201853, 428201854, 428201871, 428201882, 428201884, 428201903, 428201905, 428201922, 428201937. **BAGULA:** 4385000016, 4385000021, 4385000023, 4385000049, 4385000051, 4385000053, 4385000069, 4385000087, 4385000107, 4385000122, 4385000132, 4385000134, 4385000142, 4385000143, 4385000144, 4385000146, 4385000153, 4385000156, 4385000162, 4385000164, 4385000169, 4385000171, 4385000188, 438500778, 438500794, 438500837, 438500839, 438500844, 438500850, 438500854, 438500857, 438500912, 438500956, 438500970, 438501002, 438501012, 438501036, 438501059, 438501063, 438501084, 438501094, 438501100, 438501101, 438501102, 438501124, 438501134, 438501142, 438501161, 438501195, 438501200, 438501232, 438501233, 438501239, 438501245, 438501277, 438501289, 438501291, 438501306, 438501338, 438501363, 438501367, 438501375, 438501378, 438501380, 438501400, 438501406, 438501413, 438501415, 438501420, 438501433, 438501451, 438501457, 438501459, 438501466, 438501470, 438501475, 438501480, 438501494, 438501495, 438501498, 438501499, 438501503, 438501504, 438501513, 438501521, 438501561. **KALYANI-WEST BENGAL:** 2507003386, 2507003389, 2507003431, 2507003496, 2507003497, 2507003506, 2507003518, 2507003544, 2507003564, 2507003566, 2507003586, 2507003588, 2507003593, 2507003594, 2507003628, 2507003678, 2507003708, 2507003763, 2507003764, 2507003769, 2507003804, 2507003852, 2507003859, 2507003884, 2507003899, 2507003900, 2507003911, 2507003912, 2507003914, 2507003936, 2507003939, 2507003950, 2507003952, 2507003994, 2507004012, 2507004030, 2507004057, 2507004070, 2507004087, 2507004110, 2507004119, 2507004121, 2507004154, 2507004160, 2507004161, 2507004167, 2507004184, 2507004185, 2507004203, 2507004239, 2507004264, 2507004268, 2507004269, 2507004279, 2507004282, 2507004302, 2507004310, 2507004314, 2507004319, 2507004326, 2507004328, 2507004338, 2507004345, 2507004347, 2507004358, 2507004374, 2507004387, 2507004388, 2507004389, 2507004403, [illegible] 418903675, 418903683, 418903724, 418903742, 418903804, 418903828, 418903833, 418903855, 418903885, 418903893, 418903902, 418903921, 418903942, 418903963, 418903967, 418903981, 418903995, 418904035, 418904046, 418904048, 418904079, 418904089, 418904090, 418904093, 418904127, 418904128, 418904137, 418904176, 418904185, 418904187, 418904202, 418904209, 418904237, 418904238, 418904244, 418904248, 418904265, 418904272, 418904277, 418904280, 418904288, 418904289, 418904299, 418904311, 418904343, 418904348, 418904353, 418904354, 418904367, 418904370, 418904384, 418904396, 418904427, 418904428, 418904439, 418904447, 418904458, 418904459, 418904463, 418904474, 418904487, 418904496, 418904507, 418904518, 418904522, 418904525, 418904537, 418904637, 418904640, 418904648, 418904649, 418904656, 418904659, 418904681, 418904684, 418904700, 418904721, 418904723, 418904724, 418904740, 418904763, 418904776, 418904778, 418904779, 418904785, 418904790, 418904815, 418904822, 418904829, 418904830, 418904840, 418904851, 418904860, 418904868, 418904880, 418904887, 418904893, 418904899, 418904900, 418904908, 418904916, 418904928, 418904979, 418904980, 418904994, 418905007, 418905011, 418905016, 418905035, 418905040, 418905045, 418905064, 418905090, 418905093, 418905107, 418905121, 418905127, 418905128, 418905140, 418905146, 418905156, 418905164, 418905165, 418905188, 418905189, 418905192, 418905196, 418905225, 418905226, 418905230, 418905231, 418905259, 418905261, 418905269, 418905284, 418905288, 418905291, 418905302, 418905326, 418905328, 418905329, 418905333, 418905334, 418905338, 418905348, 418905349, 418905371, 418905380, 418905385, 418905395, 418905398, 418905408, 418905410, 418905442, 418905463, 418905471, 418905476, 418905497, 418905511, 418905527, 418905528, 418905539, 418905540, 418905541, 418905582, 418905584, 418905590, 418905591, 418905594, 418905595, 418905596, 418905602, 418905607, 41893497A.

নিলাম যথাযথ শাখাগুলিতে সম্পন্ন করা হবে। অনুগ্রহ করে জ্ঞাত হোন যে যদি কোনো কারণে একই দিনে নিলাম সম্পূর্ণ না হলে 20.09.2025 at 10.00 am at **KALYANI-WEST BENGAL:** First Floor, B-9/11(Ca), Kalyani Pskalyani Ward, 12 Under Kalyani Muncipalitynadia District-Kalyani 741235. এই ঠিকানায় এই নিলাম সম্পন্ন করা হবে। যেগুলি ব্যক্তি নিলাম ডাকবে সবাইকে ফটো পরিচয় পত্র, প্যান কার্ড দেখানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে। যে ব্যক্তি নিলামে সফল হওয়া ব্যক্তি আর টি জি এস (RTGS) এর মাধ্যমে টাকা স্থানান্তরণ করতে হবে।

মুথুট ফিনকর্প লিমিটেড

ভারতীয় ক্রিকেটের ডিএসপি-কে নিয়ে ‘বিস্ফোরক’ অশ্বিন

চেন্নাই, ৫ আগস্টঃ টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের ভবিষ্যতের পেস আক্রমণের নেতৃত্বে কে থাকবেন? প্রশ্নের উত্তর হয়ত এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সদ্যসমাপ্ত অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফির পঞ্চম ও শেষ টেস্টে ইংল্যান্ডকে ছয় রানে হারিয়ে সিরিজ ড্র করেছে ভারত। ওভালে ঐতিহাসিক ম্যাচের যিনি নায়ক, তিনি হলেন মহম্মদ সিরাজ। সিরিজ জুড়ে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর এবার তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভারতের প্রাক্তন স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে মহম্মদ সিরাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পাশাপাশি ভারতীয় দলের নতুন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক শুভমান গিলকে আহ্বান জানান, যাতে সিরাজের উপর আরও মনোযোগ দেওয়া হয় এবং তাঁকে যত্ন সহকারে পরিচালনা করা হয়। অশ্বিন বলেন, ‘‘আমরা মহম্মদ সিরাজকে যথাযথভাবে চিনতে পারিনি। এবার তাঁকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় এসেছে। তিনি ফের নিজের পারফরম্যান্স দিয়ে প্রমাণ করলেন যে তিনি ম্যাচ উইনার। ওর উদযাপন দেখুন, যেন বলছে ‘এটা ট্রেলার নয়, আসল সিনেমা’। সিরাজ আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে, সে একজন চ্যাম্পিয়ন বোলার।’’ ৩১ বছর বয়সী ডানহাতি পেসার ২৩টি উইকেট নিয়ে সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন। বিশেষ করে পঞ্চম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর পাঁচ উইকেট ছিল ম্যাচের মোড় ঘোরানোর মূল কারণ। পুরো সিরিজে ১৮৭ ওভার বল করে সিরাজ দেখিয়েছেন তাঁর অসীম ধৈর্য, মানসিক দৃঢ়তা ও শারীরিক ফিটনেস। লর্ডস টেস্টে ভারত যখন পরাজয়ের মুখে, তখন সিরাজ ছিলেন হতাশ। ওভালে হ্যারি ব্রুকের ক্যাচ মিস করার পর তিনি সমালোচিতও হন। তবে সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে শেষ টেস্টে ভারতের জন্য যে অবদান রেখেছেন,

তা প্রশংসার দাবি রাখে। অশ্বিন বলেন, ‘‘টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সিরাজ বলেছিল, ‘আমরা জস্‌সি ভাইয়ের ওপর বিশ্বাস রাখি’। কিন্তু এই সিরিজে জস্‌সি ভাই নয়, ‘মিয়াঁ ভাই’ ছিলেন প্রকৃত নায়ক। সিরিজ ড্র করার পেছনে ওর বড় অবদান রয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন মানসিকতা খুব কম দেখা যায়। প্রতিটি ম্যাচে মাঠে থাকা, পিঠে ব্যথা হোক বা ক্লান্তি, কোনো অজুহাত নেই। সিরাজ একবারও মাঠ ছাড়েননি। ক্রিকেট দেবতা এসব দেখে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।’’ অশ্বিনের মতে, সিরাজের অভিজ্ঞতার চারপাশে গড়ে তুলতে হবে ভারতের পেস আক্রমণ। সেই প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘আমাদের ভবিষ্যতের বোলিং ইউনিটে সিরাজকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে হবে। আকাশ দীপ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, অর্শদীপ সিং - ওদের নিয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। কিন্তু সিরাজকে অবশ্যই বিশ্রাম দিতে হবে অপ্রয়োজনীয় ম্যাচগুলোতে। কারণ ওর বয়স বাড়ছে।’’

ঘরের মাঠে আর্জেন্টিনার হয়ে ‘শেষ’ ম্যাচটা খেলতে পারবেন তো মেসি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিগস কাপে গত পরশু নেকাক্সার বিপক্ষে চোটে পড়েন লিওনেল মেসি। বাধ্য হয়েই ১২ মিনিটের মাথায় মাঠ ছাড়তে হয় তাঁকে। তখনই প্রশ্নটি উঠেছে, কত দিনের জন্য মাঠের বাইরে থাকতে হবে ইন্টার মায়ামি তারকাকে? বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যম তখন জানিয়েছিল, মেসিকে দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। এমনও হতে পারে, লিগস কাপের বাকি সময়ে মেসিকে না-ও পাওয়া যেতে পারে। তবে ইন্টার মায়ামি পরশু সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ডান পায়ের মাংসপেশিতে ছোটখাটো চোট পেয়েছেন মেসি। এটুকু পড়ে মেসির

ভক্তরা প্রশান্তি পেলেও দুশ্চিন্তায় পড়তে পারেন অন্য কারণে। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি চোট থেকে কবে সেরে উঠতে পারেন, কবে মাঠে ফিরতে পারেন-সে বিষয়ে মায়ামি কিছুই জানায়নি। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুধু এতটুকু বলা হয়েছে, মেসির ‘মেডিকেল ছাড়পত্র নির্ভর করছে চিকিৎসাগত দিক থেকে তার উন্নতি এবং (চিকিৎসায়) তার সাড়া দেওয়ার ওপর।’ অর্থাৎ, মেসির চোট গুরুতর কিছু নয়। কিন্তু কবে সেরে উঠবেন, তা এখনো মায়ামি নিশ্চিত করে বলতে না পারায় আরও একটি দুশ্চিন্তার জায়গা আছে। সেপ্টেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ আছে আর্জেন্টিনার। প্রথম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে ভারতীয় সময় অনুযায়ী আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, প্রতিপক্ষ ভেনেজুয়েলা। অর্থাৎ, আজ থেকে ঠিক এক মাস পরই জাতীয় দলের হয়ে মাঠে নামতে হবে মেসিকে। সে ম্যাচের মাঝে চার দিন বিরতি দিয়ে ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। আর্জেন্টিনার খেলাধুলাভিত্তিক সাময়িকী এল গ্রাফিকো জাতীয় দলের এই ম্যাচ ঘিরে মেসিকে নিয়ে দুশ্চিন্তার একটি প্রশ্ন তুলেছে। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে জানিয়ে রাখা ভালো, মায়ামি মেসির চোট নিয়ে বিবৃতি দেওয়ার পর সংবাদমাধ্যমগুলোর ধারণা, লিগস কাপ ও মেজর লিগ সকার (এমএলএস) মিলিয়ে মেসিকে আগামী দুটি ম্যাচে মাঠে না-ও দেখা যেতে পারে-আগামী বুধবার লিগস কাপে পুমার বিপক্ষে ম্যাচ এবং এমএলএসে ১০ আগস্ট অরল্যান্ডোর বিপক্ষে ম্যাচ। এরপর প্রায় এক সপ্তাহের বিশ্রাম আছে মায়ামির সূচিতে। মেসি এ সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠতে না পারলে তখন ওই প্রশ্ন অবশ্যই উঠবে-আর্জেন্টিনার হয়ে ঘরের মাঠে ক্যারিয়ারের সম্ভাব্য শেষ ম্যাচ কি খেলতে পারবেন মেসি? এই প্রশ্ন ওঠার কারণ, সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে আর্জেন্টিনার যে দুটি ম্যাচ আছে, তার মধ্যে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে বুয়েনস আইরেসে। ইকুয়েডরের বিপক্ষে পরের ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে স্বাগতিকদের শহর গুয়াইয়াকিলে। এরপর আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সূচিতে পরবর্তী প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ রয়েছে আগামী বছরের মার্চে। স্পেনের বিপক্ষে ‘ফিনালিসিমা’ কনমেবল এই ম্যাচের সূচি মার্চে ঠিক করলেও এখনো দিন-তারিখ ঠিক করেনি এবং সম্ভাব্য ভেন্যু মেক্সিকো সিটি। তারপর ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা, যেটা অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। অনেকেরই ধারণা, ৩৮ বছর বয়সী মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলেই জাতীয় দলের ক্যারিয়ারে ইতি টানবেন। এ ধারণা এবং আর্জেন্টিনার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচের বর্তমান সূচি অনুযায়ী, বুয়েনস আইরেসে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটি ঘরের মাঠে জাতীয় দলের হয়ে মেসির সম্ভাব্য শেষ ম্যাচ। প্রশ্ন হলো বর্তমান চোট থেকে সময়মতো সেরে উঠতে না পারলে মেসি ওই ম্যাচে খেলতে পারবেন তো? আর্জেন্টিনা এরই মধ্যে বাছাইপর্ব থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলার টিকিট নিশ্চিত করেছে। কিন্তু মেসির জন্য ভেনেজুয়েলা ম্যাচের গুরুত্ব তো অন্য কারণে-২০২৬ বিশ্বকাপে উড়ান দেওয়ার আগে ঘরের দর্শকদের বিদায় বলে দেওয়া। তবে এমনও হতে পারে, আর্জেন্টিনা এ সময়ের মধ্যে প্রীতি ম্যাচও আয়োজন করতে পারে। কিংবা বিশ্বকাপের আগেও প্রীতি ম্যাচ খেলতে পারে, সেটা অন্য হিসাব। আপাতত ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটিই আর্জেন্টিনার জার্সিতে হতে পারে ঘরের মাঠে মেসির শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচ। সেই ম্যাচে খেলতে মেসির দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার বিকল্প নেই।

পুরনো বলেই নতুন ইতিহাস!

গম্ভীরের ত্রিশূল কৌশলে ঘুরে দাঁড়াল ভারত

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ইংল্যান্ডের ঐতিহাসিক লর্ডস টেস্টে পরাজয়ের পর কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল ভারতীয় দল। চার নম্বর টেস্ট কোনওমতে ড্র করার পর সিরিজে সমতা ফেরানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে টিম ইন্ডিয়া। শেষ টেস্টটই হয়ে ওঠে ‘ফাইনাল’। আর সেখানেই বাজিমাত করল তরুণ অধিনায়কের নেতৃত্বে ভারত। সিরিজের ফলাফল ২-২। আর এই সাফল্যের নেপথ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উঠে আসছে। তিনি হলেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর। গম্ভীরের ক্রিকেটীয় মস্তিষ্ক যে কতটা প্রখর, তা তিনি একাধিকবার প্রমাণ করেছেন। তবে ইংল্যান্ড সফরে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেন বাজিমাত করলেন তিনি। ক্রিকেটবিশ্লেষক থেকে শুরু করে প্রাক্তন খেলোয়াড়রাও স্বীকার করছেন, গম্ভীরের বেশ কিছু সিদ্ধান্তই যেন ভারতের ভাগ্য বদলে দিয়েছে।

১. শুভমন গিলকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া

রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির অবসরের পর অনেকে ভেবেছিলেন কে হবে ভারতের পরবর্তী নেতা? অভিজ্ঞ কাউকে দায়িত্ব দেওয়ার পক্ষেও ছিলেন অনেকে। কিন্তু গম্ভীর সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে হাঁটেন। তিনি আস্থা রাখেন তরুণ শুভমন গিলের ওপর। কেবল ভবিষ্যতের কথা ভেবে নয়, বরং গিলের ধৈর্য, কৌশলগত সিদ্ধান্ত ও ঠান্ডা মাথা দেখে তাকে অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল। গিলও সেই আস্থার মর্যাদা দিয়ে নেতৃত্বে পরিপক্কতার ছাপ রেখেছেন। পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে দলকে চমৎকারভাবে পরিচালনা করেছেন তিনি। শেষ টেস্টে বোলারদের সঠিকভাবে ব্যবহার এবং ফিল্ডিং সাজানোর ক্ষেত্রে গিলের সিদ্ধান্ত প্রশংসিত হয়েছে সর্বত্র।

২. নতুন বল না নেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

শেষ টেস্টের পঞ্চম দিনের শেষ ইনিংসে যখন ইংল্যান্ডের ৯ নম্বর উইকেট পড়ে যায়, তখন রীতিমতো চমক জাগান সিদ্ধান্ত নেন গম্ভীর। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে নতুন বল নেওয়া স্বাভাবিক হলেও, তিনি পুরনো বলেই খেলা চালিয়ে যেতে বলেন। গম্ভীর বুঝেছিলেন, সিরাজের গ্রিপ ও সুইং পুরনো বলেই বেশি কার্যকর হচ্ছে। নতুন বল নিলে ইংল্যান্ডের শেষ উইকেট পড়া আরও পিছিয়ে যেতে পারে। গম্ভীর ড্রেসিংরুম থেকে স্পষ্ট বার্তা পাঠান, ‘নতুন বল নয়, সিরাজের হাতে থাকা পুরনো বলেই আক্রমণ করো।’ ফলাফল হিসেবে এক ওভারের মধ্যেই সিরাজ ভেঙে দেন ইংল্যান্ডের শেষ প্রতিরোধ। ভারতের

তরফে সিরিজ ড্র করার সেই মুহূর্তটি যেন একপ্রকার কৌশলগত জয়।

৩. ওয়াশিংটন সুন্দরের ওপর আস্থা রাখা

পুরো সিরিজ জুড়ে চর্চার বিষয় ছিল কেন কুলদীপ যাদব দলে না থাকছেন। বিশেষ করে স্পিন সহায়ক পিচে একজন কার্যকরী ‘চায়নাম্যান বোলারকে বাইরে রেখে দেওয়া প্রশ্ন তুলেছিল অনেককে। কিন্তু গম্ভীর ছিলেন নিজের সিদ্ধান্তে অটল। তিনি বেছে নিয়েছিলেন ওয়াশিংটন সুন্দরকে। অফ-স্পিনারের পাশাপাশি একজন কার্যকরী অলরাউন্ডার হিসেবেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন সুন্দর। ম্যানচেস্টার ও ওভালে তাঁর স্পেল ছিল ম্যাচের গতি পাল্টে দেওয়ার মতো। শুধু বল নয়, ব্যাট হাতেও দলের দুঃসময়ে অবদান রেখেছেন তিনি। এই সাহসী সিদ্ধান্তের জন্য গম্ভীর যেমন কুলদীপ বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে যান, তেমনই ‘দলগত ভারসাম্য’ বজায় রাখতেও সফল হন।

গৌতম গম্ভীরের এই তিনটি সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়ে উঠেছে ক্রিকেটবিশ্বে। প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর থেকে শুরু করে মাইকেল ভন পর্যন্ত সকলেই প্রশংসা করছেন গম্ভীরের সাহসী নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতার। সব বাধা পেরিয়ে ভারতের এই সিরিজ ড্র করা নিঃসন্দেহে এক গৌরবময় অধ্যায়।

আইএসএল নিয়ে ডামাডোল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য সুনীলদের বেতন বন্ধ করল বেঙ্গালুরু

বেঙ্গালুরু, ৫ আগস্টঃ এআইএফএফ-এর চূড়ান্ত অব্যবস্থায় ভারতীয় ফুটবলের এখন বেহাল দশা। আইএসএল আপাত স্থগিত বলে ঘোষণা করেছে এসএফডিএল। দেশের এই শীর্ষ লিগের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখন ঘোর অনিশ্চয়তা। এই অবস্থায় আইএসএলের ক্লাবগুলির সঙ্গে যুক্ত ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ ও কর্মীরাও রয়েছেন চরম দুশ্চিন্তায়। এদিকে, এফএসডিএলের সঙ্গে এআইএফএফের চুক্তি মাস্টার্স রাইটস এগ্রিমেন্ট অর্থাৎ এমআরএ নবীকরণ নিয়ে এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে কারণে আগামী মরশুমের আইএসএল নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে। ইতিমধ্যেই বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি পরবর্তী মরশুমের আইএসএলকে সামনে রেখে দল গোছাতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু দেশের এই শীর্ষ টুর্নামেন্ট যদি না হয় তবে, তাদের সমস্ত বিনিয়োগই মাঠে মারা যাবে। এই আবহে বেঙ্গালুরু এফসি জানিয়ে দিল, অনির্দিষ্ট কালের জন্য তারা ফুটবলার ও কর্মীদের বেতন দিতে পারবে না। এর আগে ওড়িশা

এফসিও একই পথে হেঁটে ফুটবলার ও কর্মীদের চুক্তি স্থগিত করেছিল। এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে অবশ্য বারবার সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েই চলেছেন। তিনি বলেছেন, নির্দিষ্ট সময়ে না হলেও আইএসএল হবেই। কিন্তু তাঁর কথায় চিঁড়ে ভিজছে না। ক্লাবগুলি রয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে। জানা গিয়েছে, আটটি আইএসএল ক্লাবের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছে ফেডারেশন। এই ক্লাবগুলির মধ্যে অবশ্য কলকাতার তিন প্রধান নেই। সুনীল ছেত্রী, গুরপ্রীত সিংদের ক্লাব বেঙ্গালুরু এফসি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানিয়েছে, ‘আইএসএলের চরম অনিশ্চয়তার জন্য বেঙ্গালুরু ফুটবল ক্লাব কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছে। ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রথম দলের ফুটবলার ও স্টাফদের বেতন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভারতে ফুটবল ক্লাব চালানো অন্যতম কঠিন কাজ। কিন্তু সেটা বহুবছর ধরে আমরা করে চলেছি। তবে আইএসএলের অনিশ্চয়তা দেখে আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। আমরা আমাদের খেলোয়াড় ও স্টাফদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখব। তাঁদের প্রত্যেকের পরিবার আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে যুব ও মহিলা দলের সমস্ত কিছু আগের মতোই চলবে। পাশাপাশি আমরা এআইএফএফ ও এসএফডিএলকে অনুরোধ করব, দেশের ফুটবলের কথা ভেবে যেন আইএসএল নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।’

শহরে এসে গেলেন জেসন ও জেমি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ আগস্টঃ জয়ের মধ্য দিয়েই নতুন মরসুম শুরু করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ডের টানা দুইটি ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। হাতে মাত্র চারটে দিন তারপরেই গ্রুপ পর্বের তৃতীয় ম্যাচে শক্তিশালী ডায়মন্ড হারবার এফসির বিপক্ষে খেলতে নামবে মোহনবাগান। তবে তার আগেই শহরে এসে যাবে দলের প্রায় সমস্ত ফুটবলার। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেই শহরে এসে গিয়েছেন গতবারের আইএসএল জয়ী কোচ জোসে মোলিনা। তারপর থেকেই সময় যত এগিয়েছে একে একে শহরে আসতে শুরু করেছেন দলের বিদেশি ফুটবলাররা। গত সপ্তাহের শেষের দিকেই এসে গিয়েছিলেন টম অলড্রেড থেকে শুরু করে আলবার্তো রদ্রিগেজের মতো ডিফেন্ডাররা। কিন্তু কবে শহরে আসবেন ফরোয়ার্ড লাইনের অন্যতম ভরসাযোগ্য দুই তারকা তথা জেসন কামিন্স এবং জেমি ম্যাকলারেন। সেই নিয়ে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছিল সমর্থকদের মধ্যে। জানা গিয়েছিল সব ঠিকঠাক থাকলে সোমবার গভীর রাতেই শহরে এসে যাবেন অজি বিশ্বকাপার জেসন কামিন্স। সেটাই হয়েছে এবার। রাত দুটো বেজে প্রায় কুড়ি মিনিটের কিছুটা পরে কলকাতা বিমান বন্দরে পা রাখেন কামিন্স। তার কিছু সময় পরেই বেড়িয়ে আসেন বিমানবন্দর থেকে। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে নিয়ে উন্মাদনা দেখা দেয় সমর্থকদের মধ্যে। সোমবার রাতেই সকলকে চমকে দিয়ে শহরে এসে গিয়েছেন আরেক অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার তথা জেমি ম্যাকলারেন। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। জেসন কামিন্স আসার বেশ কিছুক্ষণ আগেই শহরে এসে পৌঁছে গিয়েছেন এই অস্ট্রেলিয়ান গোলমেশিন। খুব শীঘ্র তাঁকে ও দেখা যেতে চলেছে দলের অনুশীলনে। গত ফুটবল সিজনে মোহনবাগানের জার্সিতে অনবদ্য পারফরম্যান্স ছিল এই দুই দাপুটে ফরোয়ার্ডের। দলের হয়ে প্রায় কুড়িটির ও বেশি ম্যাচ খেলেছিলেন কামিন্স। যার মধ্যে সাতটি গোলের পাশাপাশি বেশকিছু অ্যাসিস্ট ও ছিল বছর তিরিশের এই অজি তারকার। অন্যদিকে, পঁচিশটি ম্যাচ খেলে বারোটি গোল করার পাশাপাশি আইএসএলে দুইটি অ্যাসিস্ট ছিল জেমি ম্যাকলারেনের। বলাবাহুল্য এই দুই ফুটবলারের দাপুটেই লিগ শিল্ডের পাশাপাশি লিগ কাপ জয় করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এই নতুন সিজনে সেই চেনা ছন্দ বজায় রেখেই সাফল্য পেতে মরিয়া মোহনবাগান।

ভন-ক্লার্কদের অনুমান ভেসে গেল টেমসের জলে, মিলে গেল কার্তিকের ভবিষ্যদ্বাণী

লন্ডন, ৫ আগস্টঃ শেষ হয়েছে ইংল্যান্ড-ভারত টেস্ট সিরিজ। ওভালে শেষ টেস্টে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে ছয় রানে জিতে সিরিজে সমতা ফেরায় ভারত। শেষ দিন ইংল্যান্ডের জেতার জন্য প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান। হাতে ছিল চার উইকেট। কিন্তু মহম্মদ সিরাজ তিন উইকেট তুলে নিয়ে ভারতের জয় এনে দেন। ভারতের ইংল্যান্ড সফরের আগে শুভমান গিল ব্রিগেডকে নিয়ে বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞই আশাবাদী ছিলেন না। একেই নেই দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। নেই-এর খাতায় রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও মহম্মদ শামি। এমনকি দলে আজিঙ্কা রাহানে ও চেতেশ্বর পূজারা কেন নেই সেই প্রশ্নও অনেকেই তুলেছিলেন। সব থেকে বেশি প্রশ্ন উঠেছিল শুভমান গিলকে অধিনায়ক করা নিয়ে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা তো বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন, এই ভারত গোহারা হারবে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন দুই অধিনায়ক মাইকেল ভন ও অ্যালিস্টার কুক বলেই দিয়েছিলেন, ৩-১ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড। গিলের অনভিজ্ঞ তরুণ দল নিয়ে এমনকি ভরসা দেখাতে পারেননি আকাশ চোপড়ার মতো প্রাক্তন ভারতীয় তারকারাও। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক বলেছিলেন, ২-৩ ব্যবধানে হারবে ভারত। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার গ্রেম সোয়ানের ভোট ছিল ইংল্যান্ডের পক্ষে (৪-১)। ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক জশ বাটলারও বলেছিলেন ৪-১ ব্যবধানে জিতবে বেন স্টোকস ব্রিগেড। প্রাক্তন ইংলিশ ক্রিকেটার ডেভিড লয়েড বলেছিলেন ইংল্যান্ডের পক্ষে স্কোর হবে ৪-০। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার ফিল টাফনেলের রায় ছিল ৩-১ ব্যবধানে জিতবে ইংল্যান্ড। ডেল স্টেন ও আকাশ চোপড়া ভবিষদ্বাণী করেছিলেন ইংল্যান্ডই সিরিজ জিতবে, আর ব্যবধান হবে ৩-২। কিন্তু সকলেরই অনুমান টেমস নদীর জলে ভেসে গিয়েছে। একমাত্র মেলাতে পেরেছেন ভারতের প্রাক্তন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার দীনেশ কার্তিক।

তিন বছর পর নেইমারের জোড়া গোল, অপেক্ষা ব্রাজিলের জার্সিতে ফেরার

সাও পাওলো, ৫ আগস্টঃ সাও পাওলোর মরুম্বি স্টেডিয়ামে তখন গা গরম করছিলেন সান্তোসের খেলোয়াড়েরা। মাঠে গোলপোস্টের পেছনে গ্যালারিতে ছিল নেইমারের পরিবারের একটি অংশ-তাঁর স্ত্রী ব্রুনা বিয়ানকার্দি, কন্যা মাভি, বিয়ানকার্দির বাবা এবং তাঁদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তাকর্মী। কন্যার টানে নেইমার ছুটে যান সেখানে। মাভির গালে চুমু খেয়ে ফিরে আসেন মাঠে। তারপরের ঘটনা এতক্ষণে সবার জানা। ব্রাজিলিয়ান সিরি আ-তে আজ জুভেন্তুদের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জিতেছে সান্তোস। নেইমার করেছেন জোড়া গোল। প্রায় ৩৮ হাজার দর্শকের সামনে প্রথমার্ধে ৩৭ থেকে ৪০ মিনিটের মধ্যে দুই গোল পায় সান্তোস। ৩৭ মিনিটে জুভেন্তুদের গোলকিপারের সেভ থেকে ফিরতি বল পেয়ে গোল করেন নেইমার। ৪০ মিনিটে গোল করেন সান্তোসের আর্জেন্টাইন উইঙ্গার আলভারো ব্যারেয়াল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে একটি গোল পরিশোধ করে জুভেন্তুদে। বিরতির পর ৮০ মিনিটে সান্তোস ফরোয়ার্ড লুকা মেইরিলেস পেনাল্টি আদায় করেন জুভেন্তুদের বক্সে। পেনাল্টি থেকে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন নেইমার। এ জয়ে ১৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সিরি আ পয়েন্ট তালিকায় ১৫তম স্থানে উঠে এল সান্তোস। সান্তোসে ফেরার পর ম্যাচে এটাই প্রথম জোড়া গোল নেইমারের। জয়ের পর ব্রাজিল জাতীয় দলে ফেরা নিয়েও কথা বলেন ৩৩ বছর বয়সী এ ফরোয়ার্ড। আগামী সেপ্টেম্বরে ২০২৬

বিশ্বকাপ বাছাইয়ে দুটি ম্যাচ খেলবে ব্রাজিল। আগেই ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকিট পাওয়া ব্রাজিল সেপ্টেম্বরেই শেষবারের মতো বাছাইপর্বে মাঠে নামবে। ভারতীয় সময় ৫ সেপ্টেম্বর রিও ডি জেনিরোয় ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ চিলি। ১০ সেপ্টেম্বর এল আলতোয় পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ বলিভিয়া। এ দুটি ম্যাচ সামনে রেখে ব্রাজিল দলে ফেরার আশায় নেইমার বলেন, ‘‘আমার স্টাইল সবাই জানে। আমাকে এখন পাওয়া যাবে। আমি একজন অ্যাথলেট। এখনো ভালো বোধ করছি। এখন সিদ্ধান্তটি তাদের।’’ সান্তোসের এই ম্যাচ দেখতে ব্রাজিল জাতীয় দলের পক্ষ থেকে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক রদ্রিগো কায়তানো এবং কোচিং স্টাফের সদস্য ক্রিস্টিয়ানো নুনেস। মাঠে নেইমারের পারফরম্যান্স দেখে তাঁদের সন্তুষ্টই হওয়ার কথা। জোড়া গোল করার পাশাপাশি বেশ কিছু সুযোগও তৈরি করেন নেইমার। ৫২ মিনিটে হলুদ কার্ড দেখলেও পুরো সময়ই মাঠে ছিলেন। গত ফেব্রুয়ারিতে সান্তোসে ফেরার পর ক্লাবটির হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৭ ম্যাচে ৬ গোল করলেন নেইমার। ব্রাজিল জাতীয় দলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার তাঁর দেশের হয়ে সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন ২০২৩ সালের অক্টোবরে এই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচেই উরুগুয়ের বিপক্ষে। সে ম্যাচে হাঁটুতে চোট পাওয়ার পর দীর্ঘ ১২ মাস ছিলেন মাঠের বাইরে। চোট কাটিয়ে ক্লাব ফুটবলে মাঠে ফেরার পর আবারও চোটে পড়েন তিনি। গত জুনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ সামনে রেখে নেইমারকে ছাড়াই ব্রাজিলের স্কোয়াড গড়েন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তখন নেইমারকে স্কোয়াডের বাইরে রাখার বিষয়ে আনচেলত্তি বলেছিলেন, ‘‘সবাই জানে নেইমার কতটা গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। সে বিশ্বকাপে খেলার জন্য ব্রাজিলে ফিরেছে, প্রস্তুতিও নিচ্ছে। আমিও চাই, সে বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুত থাকুক। বিষয়টি খোলাখুলিভাবে জানাতে আজ (কাল) সকালেই আমি তার সঙ্গে কথা বলেছি।’’ এখন সব চোখ নেইমারের দিকে। সান্তোসে ফর্ম ফেরার পর কি আবারও ব্রাজিলের জার্সি গায়ে উঠবে তাঁর? উত্তর জানতে অপেক্ষা করতে হবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

প্রকাশিত

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com